# ফাযায়েল ও রাযায়েল



## তাওহীদ ও তার কালেমার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগূত বর্জন কর। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমার ইবাদতের জন্যই আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি। *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

(১) হযরত মুআয বিন জাবাল ؓ বলেন, একদা আমি এক গাধার পিঠে নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল এই যে, তাঁর সাথে যে শরীক করে না তাকে আযাব দেবেন না।" *(বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ৩০নং)*

(২) হযরত উযমান ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' একথা জানা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম, আহমাদ)*

(৩) হযরত জাবের ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৪৭৯নং)*

(৪) হযরত আনাস বিন মালেক ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।" *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*

(৫) হযরত আম্র বিন আস ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

“(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমল-নামা) রেজিষ্টার বিছিয়ে দেবেন; প্রত্যেকটি রেজিষ্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘তুমি কি লিখিত পাপের কোন কিছু অস্বীকার কর? আমার আমল সংরক্ষক ফিরিশ্তা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে?’ লোকটি বলবে, ‘না, হে আমার প্রতিপালক!’ আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোন পেশ করার মত ওযর আছে অথবা তোমার কি কোন নেকী আছে?’ লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, ‘না, হে আমার প্রতিপালক!’ আল্লাহ বলবেন, ‘অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আর আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।’ অতঃপর একটি কার্ড বের করা হবে, যাতে লিখা থাকবে, ‘আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরসূলুহ।’ আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে আদেশ করবেন। লোকটি বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! এতগুলি বড় বড় রেজিষ্টারের কাছে এই কার্ডটির ওজন আর কি হবে?’ আল্লাহ বলবেন, ‘তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।’ অতঃপর রেজিষ্টারগুলোকে দাঁড়ির এক পাল্লায় এবং ঐ কার্ডটিকে অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে। দেখা যাবে, রেজিষ্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কার্ডটির ওজন ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়।” *(আহমাদ২/২১৩, তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ ৪৩০০নং, হাকেম ১/৪৬)*

(৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একদা নূহ ﵇ তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করে বললেন, ---আমি তোমাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।---” *(আহমাদ২/১৭০, ত্বাবরানী, বায্যার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯)*

# শির্ক হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴿١٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় শির্ক বড় অন্যায়। *(সূরা লুকমান ১৩ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া

অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে এক মহাপাপ করে। (সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গোনাহ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (সূরা নিসা ১১৬ আয়াত)

﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম পন্ড হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা যুমার ৬৫ আয়াত)

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং জাহান্নাম হবে তার বাসস্থান। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মাইদাহ ৭২ আয়াত)

(৭) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) না করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক (শির্ক) করে মারা যাবে, সে ব্যক্তি দোযখ প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ৯৩নং)

(৮) হযরত আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

❁ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে, তাঁর নামে, গুণে, আনুগত্যে, ভালোবাসায় বা ইবাদতে গায়রুল্লাহকে শরীক করাকে শির্ক বলা হয়। এই শির্ক হল সবচেয়ে বড় গোনাহ। তওবা করে না মরলে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হতে হবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে মাযার বা কবর পূজা, গায়রুল্লাহকে সিজদাহ করা, গায়রুল্লাহর নামে নযর মানা, কুরবানী করা ইত্যাদি ঐ শির্ক। সুতরাং তার ধারে-পাশে না যাওয়া এবং তা হতে তওবা করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

# আমলে ইখলাসের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَـٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, তাহলে পৃথিবীতে আমি ওদের কর্মের পরিমিত ফল দান করি এবং পৃথিবীতে ওরা কম পাবে না। ওদেরই জন্য পরলোকে আগুন (দোযখ) ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে পরলোকে তা নিষ্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক। (সূরা হূদ ১৫-১৬ আয়াত)

(৯) হযরত উমার বিন খাত্ত্বাব হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব কোন বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সে ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়। যার হিজরত কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার প্রাপ্যও তাই। যে যে নিয়তে হিজরত করবে সে তাই পেয়ে থাকবে।" (বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)

(১০) হযরত ইবনে উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ﷺকে আমি বলতে শুনেছি যে, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির কোন তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হয়। এক সময়ে তারা কোন গিরি-গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল রাত্রি কাটানোর জন্য। তারা সেথায় প্রবেশ করল। অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলল। তারা (আপোসে) বলল, এই পাথর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় এই যে, তোমরা নিজে নিজের সৎকর্মের অসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাও।

ওদের মধ্যে একজন বলল, 'হে আল্লাহ! আমার খুব বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি তাঁদের পূর্বে নিজের পরিবারের কাউকে অথবা অন্য কাউকেও নৈশ দুধপান করতে দিতাম না। একদিন (ছাগলের জন্য) গাছ (পাতার) সন্ধানে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। রাত্রে ফিরে এসে দেখি তাঁরা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের জন্য নৈশ দুধ দোহন করলাম। কিন্তু তাঁরা ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি তাঁদের পূর্বে নিজ কোন পরিজন বা অন্য কাউকে তা পান করতে দিতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর তাঁদের শিয়রে হাতে দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদের জাগরণের অপেক্ষা করতে লাগলাম। এইভাবে ফজর হয়ে গেল। (কতক বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন,) আর আমার পদতলে আমার শিশু ছেলেমেয়েরা (ক্ষুধায়) চিৎকার করছিল। অতঃপর

তাঁরা জেগে উঠলেন এবং তাঁদের সেই নৈশ দুধ পান করলেন।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজ তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করে থাকি, তাহলে এই পাথরের ফলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর।'

পাথরটি কিঞ্চিৎ পরিমাণ সরে গেল এবং তাতে আকাশ নজরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়জন বলল, হে আল্লাহ! আমার ছিল এক চাচাতো বোন; সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। একদা আমি তাকে আমার নিকট তার দেহসমর্পণের আবেদন জানালাম। কিন্তু সে তাতে সম্মত হল না। অতঃপর কোন বছরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার নিকট (সাহায্য নিতে) এল। আমি তাকে এই শর্তে একশত দীনার দিলাম, যাতে সে আমার নিকট তার দেহ সমর্পণে অস্বীকার না করে। সে তাই করল। অতঃপর আমি যখন তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম, তখন সে বলল, (তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর বিনা অধিকারে (আমার সতীচ্ছদের) সীল (কৌমার্য) নষ্ট করা আমি তোমার জন্য বৈধ মনে করি না। তা শুনে আমি তার সহিত যৌনমিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। অতঃপর তাকে ছেড়ে আমি প্রস্থান করলাম অথচ সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা। আর যে স্বর্ণমুদ্রা ওকে দিয়েছিলাম তাও বর্জন করলাম।

হে আল্লাহ! যদি এ কাজ আমি তোমার সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে করেছি, তাহলে যে সংকটে আমরা পড়েছি তা দূর করে দাও।'

এতে পাথরটি আরো কিছুটা সরে গেল। তবে এতেও তারা বের হতে পারল না।

তৃতীয় জন বলল, 'হে আল্লাহ! আমি কতকগুলো শ্রমিক খাটিয়েছিলাম; তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আমি প্রদান করেছি। কেবল মাত্র একজন তার পারিশ্রমিক ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আমি তার প্রাপ্য অর্থ (ব্যাবসায়) বিনিয়োগ করলাম। সেই অর্থ থেকে বহু অর্থ ও মাল সঞ্চয় হল। কিছুকাল পরে যখন সে এসে আমাকে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক আদায় করুন। তখন আমি বললাম, এই উঁট, গরু, ছাগল-ভেঁড়া, দাস যা কিছু দেখছ সবই তোমার সেই পারিশ্রমিক! সে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমাকে ব্যঙ্গ করেন না। আমি বললাম, আমি তোমার সহিত ব্যঙ্গ করিনি। এ কথা শুনা মাত্র সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং সে সবের কিছুই সে ছেড়ে গেল না।

হে আল্লাহ! একাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থেকেছি তাহলে আমরা যে বিপদে বিপদাপন্ন তা থেকে রক্ষা কর।'

এতে পাথরখানি সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারা সেখান হতে বের হয়ে চলতে লাগল। (বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩ নং)

(১১) হযরত আবু উমামা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি, যে পারিশ্রমিক ও খ্যাতি লাভের আশায় যুদ্ধ করে? তার প্রাপ্য কি? উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তার কিছুও প্রাপ্য নয়।" লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেকবারেই উত্তর দিলেন, "তার কিছুই প্রাপ্য নয়।" অতঃপর তিনি বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেবল মাত্র সেই আমলই গ্রহণ করবেন যা তাঁর জন্য বিশুদ্ধ এবং যার দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়ে থাকে। (এবং যাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে না)।" (আবুদাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬ নং)

(১২) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৭ নং)

(১৩) হযরত আবু হুরাইরা প্রমুখাৎ বর্ণিত রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) বলেন, 'আমার বান্দা যখন কোন অসৎ কর্ম করার ইচ্ছা করে তখন তা কর্মে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমল-নামায় (পাপরূপে) লিপিবদ্ধ করো না। যদি সে কাজে পরিণত করে তাহলে তার আমল-নামায় অনুরূপ লিপিবদ্ধ করো। আর আমার ভয়ে যদি সে তা ত্যাগ করে থাকে তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। যদি সে কোন সৎকর্ম করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করে তবুও তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করো। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তবে তার জন্য দশ থেকে সাতশত পুণ্য লিপিবদ্ধ করো!" (বুখারী ৭৫০১, মুসলিম ১২৮নং, হাদীসের শব্দবিন্যাস বুখারীর।)

(১৪) হযরত উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২১নং)

(১৫) হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ বলেন, নবী ﷺ (একদা গৃহ হতে) বের হয়ে বললেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমরা গুপ্ত শির্ক হতে সাবধান হও।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! গুপ্ত শির্ক কি?' তিনি বললেন, "মানুষ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে তার নামাযকে সুশোভিত করে (সুন্দর করে পড়ে); এই কারণে যে, লোকেরা তার প্রতি দৃক্‌পাত করে দেখে তাই। এটাই (লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নামায পড়া) হল গুপ্ত শির্ক।" ( ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ২৮ নং)

# আমলে লোকপ্রদর্শন হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তাঁর (পৃথিবীতে) দেওয়া সকল নেয়ামত স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করা হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ; যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান

করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাবর্গকে হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং, নাসাঈ)*

(১৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।" *(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

(১৮) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর করে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

(১৯) হযরত মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কি জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!" *(আহমাদ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যেক আমল ও ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত হল দুটি; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। এ দুই শর্ত পূরণ ছাড়া আমল হয় শির্ক, না হয় বিদআত। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, লোকের কাছে সুনাম নেওয়ার জন্য কোন ইবাদত করা অথবা লোকের ভয়ে কোন ইবাদত ত্যাগ করা রিয়া বা ছোট শির্ক। সুতরাং সাধু সাবধান।

## ভালো কাজের সংকল্প করার ফযীলত

(২০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ গোনাহ ও সওয়াব লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সওয়াবের কাজ করার সংকল্প করে তা করতে না

পারে, আল্লাহ তার জন্য পুরো ১টি সওয়াবই লিপিবদ্ধ করে দেন। সংকল্প করার পর তা কর্মে পরিণত করলে ১০ থেকে ৭০০ বরং অনেক অনেক গুণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন গোনাহর কাজ করার সংকল্প করে তা না করে, আল্লাহ তার জন্য পুরো ১টি সওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেন। আর গোনাহর সংকল্প করার পর কেউ তা কর্মে পরিণত করলে ১টি গোনাহই লিখে থাকেন।" (বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১নং)

(২১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ (পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশ্তাকে) বলেন, 'আমার বান্দা যখন কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, তখন তা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত তার আমলনামায় পাপ লিপিবদ্ধ করো না। অতঃপর যদি তা কাজে পরিণত করে, তাহলে অনুরূপ (১টি) পাপ লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা আমার কারণে ত্যাগ করে (কাজে পরিণত না করে), তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যখন সে কোন নেকীর কাজ করার ইচ্ছা করে এবং তা কাজে পরিণত না করতে পারে, তাহলে তার জন্য ১টি নেকী লিপিবদ্ধ কর। আর যদি তা কাজে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ নেকী লিপিবদ্ধ কর।" (বুখারী ৭৫০১নং)

## কিতাব ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

অর্থাৎ, আপোসে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য যখন মুমিনদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এই কথাই বলে যে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর তারাই হবে সফলকাম। (সূরা নূর ৫১ আয়াত)

(২২) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত

তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর তাতে তার আনুগত্য করা হবে- এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করে থাকো, তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

(২৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; এর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করবে সে তাকে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে তাকে বর্জন করবে অথবা তার থেকে বিমুখ হবে তাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (বায্যার হাদীসটিকে মওকূফ; সাহাবীর নিজস্ব উক্তি রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৩৯ নং। অবশ্য তিনি জাবের ﷺ কর্তৃক উক্ত হাদীসটিকেই মরফূ' (রসূল ﷺ এর উক্তি) রূপে বর্ণনা করেছেন। সহীহ তারগীব ৪০নং)

(২৪) হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮-নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে; যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮- নং)*

(২৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার প্রত্যেকটি উম্মত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তবে সে নয় যে (বেহেশ্ত্ প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" বলা হল, 'অস্বীকার আবার কে করবে হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানি করবে, সেই আসলে (বেহেশ্ত্ প্রবেশে) অস্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

# কিতাব ও সুন্নাহ বর্জন করা এবং বিদআত ও প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া থেকে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে

যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। *(সূরা কাসাস ৫০ আয়াত)*

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। *(সূরা আহযাব ৩৬ আয়াত)*

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেতারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

(২৬) হযরত মুআবিয়াহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে বললেন, "শোনো! তোমাদের পূর্বে যে কিতাবধারী জাতি ছিল তারা ৭২ ফির্কায় বিভক্ত হয়েছিল। আর এই উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩ ফির্কায়; এদের মধ্যে ৭২টি ফির্কাহ হবে জাহান্নামী আর একটি মাত্র জান্নাতী। আর ঐ ফির্কাটি হল (আহলে) জামাআত। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ)*

কিছু বর্ণনায় আছে, "ঐ দলটি হল সেই লোকদের, যারা আমার এবং আমার সাহাবাবর্গের মতাদর্শে কায়েম থাকবে।" *(তিরমিযী, প্রভৃতি দেখুন, সহীহ তারগীব ৪৮ নং)*

(২৭) হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং নিজের মনে গর্ব অনুভব করা।" *(বাযযার, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫০নং)*

(২৮) উক্ত আনাস ﵁ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেন না) যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বিদআত বর্জন না করেছে।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১ নং)*

(২৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৩ নং)*

(৩০) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সুন্নত (তরীকা) হতে বিমুখতা প্রকাশ করে সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১নং)*

(৩১) হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদেরকে উজ্জ্বল (স্পষ্ট দ্বীন ও হুজ্জতের) উপর ছেড়ে যাচ্ছি; যার রাত্রিও দিনের মতই। ধ্বংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন করবে না।" *(ইবনে আবী আসেম, আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬নং)*

(৩২) হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষুতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। আমরা বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য স্বীকার করার অসিয়ত করছি! যদিও বা তোমাদের আমীর একজন ক্রীতদাস হয়। আর অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতত্রব তোমরা আমার এবং আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা।" *(আবু দাঊদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

## সৎকর্ম প্রবর্তন (সূচনা) করার ফযীলত

(৩৩) হযরত জারীর ﷺ হতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম)

করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।” *(মুসলিম১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

(৩৪) হযরত ওয়াসিলাহ বিন আসকা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ভালো রীতি প্রবর্তন করে তার জন্য নির্দিষ্ট সওয়াব রয়েছে, যতদিন সেই রীতির উপর আমল হতে থাকবে; তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরেও; যতক্ষণ না তা বর্জিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতির প্রচলন করে তার জন্য রয়েছে তার নির্দিষ্ট পাপ, যতক্ষণ না সে রীতি (বা কর্ম) বর্জন করা হয়েছে। আবার যে ব্যক্তি প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কার্যে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হওয়া পর্যন্ত তার ঐ প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের সওয়াব জারী থাকে। *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২নং)*

(৩৫) হযরত সাহ্‌ল বিন সাদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “এই মঙ্গলসমূহের রয়েছে বহু ভান্ডার। এই ভান্ডারগুলোর জন্য রয়েছে একাধিক চাবি। সুতরাং শুভসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ আযযা অজাল্ল মঙ্গলের (দরজা খোলার) চাবিকাঠি এবং অমঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন। আর ধ্বংস সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ অমঙ্গলের চাবিকাঠি ও মঙ্গলের (দরজা বন্ধ করার) খিল করেছেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৬৩নং)*

## অনুসরণীয় মন্দ কর্মের সূচনা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৬) হযরত জারীর ﷺ কর্তৃক মুযার গোত্রের দারিদ্রের কাহিনীতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।” *(মুসলিম১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

(৩৭) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যখনই একটি জীবন অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে তখনই সেই পাপের একটি অংশ আদমের প্রথম পুত্র (কাবিলের) ঘাড়ে বর্তাবে। কারণ, সে-ই (পৃথিবীতে) প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যাকান্ডের সূচনা ঘটিয়ে যায়।” *(বুখারী ৩৩৩৫, মুসলিম ১৬৭৭নং, তিরমিযী)*

## দ্বীন ও কল্যাণের দিকে পথনির্দেশ করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে আমি একজন (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম? *(সূরা ফুস্সিলাত ৩৩ আয়াত)*

﴿ قُلْ هَـٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, বল, এটিই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারিগণ সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহবান করি। আল্লাহ মহিমান্বিত। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা ইউসুফ ১০৮ আয়াত)*

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে তর্ক-আলোচনা কর। তোমার প্রতিপালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবগত। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ওরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা ক্বাসাস ৮৭ আয়াত)*

(৩৮) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে যাচ্ঞা করল। তিনি বললেন, "আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও।" সে ঐ লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(ইবনে হিব্বান)*

বায্যার উক্ত হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি এইরূপ ঃ "কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।" *(সহীহ তারগীব ১১১নং)*

(৩৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে

ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।" *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

(৪০) হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ খায়বারের দিন আলী বিন আবী তালেবকে বলেছিলেন, "তুমি ধীর-স্থিরভাবে যাত্রা করে তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং ইসলামে তাদের উপর মহান আল্লাহর কি কি অধিকার এসে বর্তাবে তা তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উঁটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৭০১, মুসলিম ২৪০৬নং)*

(৪১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মুআয বিন জাবালকে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, যারা আহলে কিতাব। সুতরাং তোমার প্রথম দাওয়াত (আহবান) হবে তওহীদের দিকে। (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি।) অতঃপর এ কথা যদি (যখন) তারা জেনে ও মেনে নেয়, তাহলে (তখন) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ দিবারাত্রে তাদের উপর ৫ অক্ত নামায ফরয করেছেন। অতঃপর তারা এ কথা মেনে নিলে (৫ অক্ত নামায পড়তে শুরু করলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে। অতঃপর তারা তা মেনে নিলে (যাকাতে) তাদের সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে দূরে থেকো। আর মযলুম মানুষের দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, সেই দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

❁❁ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াতেও আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে শরীয়তের। আর দায়ীকে অবলম্বন করতে হবে নানা গুণাবলী। তবেই দাওয়াতের কাজ সফলকাম ও ফলপ্রসূ হবে।

দাওয়াতের কাজে আমাদের পথিকৃৎ ও আদর্শ হলেন মহানবী ﷺ। পরবর্তী কোন বুযুর্গ বা নেতা নয়। অতএব আমাদের দাওয়াত রাজনীতি বা ফাযায়েল দিয়ে শুরু হওয়া উচিত নয়; বরং শুরু হওয়া উচিত তওহীদ দিয়ে। মহানবী ﷺ মক্কায় রাজা হতে চাননি। আমাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, তওহীদ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা। পদ্ধতি হওয়া উচিত, অতিরঞ্জন ও ঢিলেমির মধ্যবর্তীপন্থা।

দায়ীকে যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া দরকার, তার মধ্যে প্রধান প্রধান গুণাবলী হল ঃ-

ইখলাস (আন্তরিকতা), (কুরআন ও হাদীসের) জ্ঞান-বিদ্যা, প্রতিদান ও সওয়াবের আশা, আমল, (তাকওয়া, সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী, লজ্জাশীলতা, ভদ্রতা, গাম্ভির্য, প্রগল্‌ভতাহীনতা, দানশীলতা, অর্থলোলুপতাহীনতা, উদরপরায়ণতাহীনতা, সুচরিত্রবত্তা), ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, নম্রতা, দয়ার্দ্রতা, বিনয়, (আত্মপ্রশংসা ও গর্বহীনতা), স্মিতমুখ, সুভাষিতা, (কর্কশহীনতা), ইনসাফ, হিকমত, কৌশল ও দূরদর্শিতা, আবেগময় বয়ান, দৃঢ় সংকল্প, হিম্মত ও আশাবাদিতা, সাধনা , আল্লাহর দ্বীন ব্যাপারে গায়রত, বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্যক্ পরিচিতি, বিশ্বজনমতের প্রবণতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার প্রতিক্রিয়ার সম্যক্ জ্ঞান, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং তাঁরই ওয়াস্তে বিদ্বেষ, পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক জরুরী বিষয় দিয়ে দাওয়াত শুরু করা, আগে সংশোধন, তারপর বীজবপন ও সংগঠন, দাওয়াতের বিভিন্ন অসীলা ও উপায় প্রয়োজনমত ব্যবহার ইত্যাদি।

# আলেম ও ইল্‌ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, “যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধ-শক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।” *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন।” *(সূরা মুজাদিলাহ ১১ আয়াত)*

(৪২) হযরত মুআবিআহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করে থাকেন।” *(বুখারী ৭১নং মুসলিম ১০৩৭নং, ইবনে মাজাহ)*

(৪৩) হযরত হুযাইফাহ বিন ইয়ামান ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।) *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫নং)*

(৪৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব কোন একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে কিয়ামতে সেই ব্যক্তির একটি দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ ইহ-পরকালে তার ত্রুটি গোপন করে নেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃস্থ (ঋণগ্রস্ত)কে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেবে, আল্লাহ ইহ-পরকালে তার কষ্ট লাঘব করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে। আর যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে চলে যাতে সে ইল্ম (শরয়ী জ্ঞান) অন্বেষণ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর গৃহসমূহের কোন এক গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং আপোসে তা অধ্যয়ন করে তখনই ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নেন, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদন করে নেয় এবং তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের মধ্যে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

(৪৫) হযরত আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন। নিঃসন্দেহে ফিরিশ্তাবর্গ ইল্ম অনুসন্ধানীর ঐ কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেমের জন্য আকাশবাসী সকলে এবং পৃথিবীর অধিবাসী -এমন কি পানির মাছ পর্যন্তও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদ (ইবাদতকারী) অপেক্ষা আলেমের উচ্চ মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যদ্রূপ সমগ্র তারকারাজি অপেক্ষা চন্দ্রের। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

(৪৬) হযরত সফওয়ান বিন আসসাল মুরাদী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। তিনি মসজিদে তাঁর এক লালরঙের চাদরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ইল্ম অন্বেষণ করতে এলাম।' আমার একথা শুনে তিনি বললেন, "ইল্ম অন্বেষী (দ্বীন শিক্ষার্থী)কে আমি স্বাগত জানাই। অবশ্যই ইল্ম অন্বেষীকে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নেন। অতঃপর একে অন্যের উপর আরোহণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা নিম্ন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এতদ্বারা তাঁরা তার ঐ ইল্ম

অন্বেষণের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করে থাকেন।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ইবনে মাজাহ (ভিন্ন শব্দে), সহীহ তারগীব ৬৮-নং)*

(৪৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

(৪৮) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সাদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

(৪৯) হযরত সাহল বিন মুআয বিন আনাস তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইল্‌ম শিক্ষা দেয় তার জন্য রয়েছে সেই ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব, যে সেই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে। এতে আমলকারীরও সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণ হ্রাস হবে না।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৭৬নং)*

(৫০) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকটে দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; একজন আবেদ, অপরজন আলেম। তিনি বললেন, "আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ততগুণ, যতগুণ তোমাদের কোন নিম্নমানের ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা রয়েছে।" অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিবাসী, এমন কি পিপিলিকা নিজ গর্তে, এমনকি মৎস্য পর্যন্তও মানুষকে সৎশিক্ষাদানকারী শিক্ষকের জন্য দুআ করে থাকে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৭৭নং)*

(৫১) হযরত আবু উমামা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র কল্যাণমূলক কিছু (দ্বীন) শিক্ষা করা অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের প্রতি যাত্রা করে, তার জন্য (তার আমলনামায়) এক পূর্ণ হজ্জের সমপরিমাণ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮১নং)*

(৫২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে আসে, এবং তার উদ্দেশ্য কেবল কল্যাণমূলক (দ্বীনী ইল্‌ম) শিক্ষা করা অথবা দেওয়াই হয়, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদায় সমুন্নত হয়। আর যে ব্যক্তি এ ছাড়া ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে আসে, সে সেই ব্যক্তির সমতুল্য যে পরের আসবাব-পত্রের প্রতি তাকিয়ে থাকে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮২নং)*

❁ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইল্‌ম শিক্ষা করা একটি মহান ইবাদত। ইল্‌মহীন ইবাদত বিদআত হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় ইল্‌ম হল আল্লাহর সত্তা সম্বন্ধে

ইল্ম, তাওহীদের ইল্ম, হালাল ও হারামের ইল্ম। যেহেতু যে ইল্ম ছাড়া ফরয আদায় হওয়া এবং হারাম থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়, সে ইল্ম শিক্ষা করাই ফরয। আর তারই আছে এত এত মাহাত্ম্য ও মর্যাদা।

## হাদীস বর্ণনা ও ইল্ম প্রচার করার ফযীলত

(৫৩) হযরত ইবনে মাসঊদ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করেন, যে ব্যক্তি আমাদের নিকট কিছু শ্রবণ করে তা অন্যের নিকট ঠিক সেই ভাবেই পৌঁছে দেয়, যেভাবে সে শ্রবণ করেছিল। কেননা যাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছানো হয় তাদের কেউ কেউ এমনও আছে, যে ঐ শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান্ ও সমঝদার।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

(৫৪) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সহিত মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সাদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, ইবনে খুজাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

## আল্লাহ ও রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ ﴾

অর্থাৎ, মূসা বলল, দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে ব্যর্থ হয়। *(সূরা ত্বাহা ৬১ আয়াত)*

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? *(সূরা যুমার ৬০ আয়াত)*

(৫৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।" *(বুখারী ১১০, মুসলিম ৩ নং)*

(৫৬) সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে বিশ্বাস করে যে, তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)*

## উলামা ও মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে অপমানিত করা এবং তাঁদেরকে অগ্রাহ্য করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (উলামা ও শাসকদের) অনুগত হও। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

(৫৭) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান দেয় না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার চেনে না।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৫ নং)*

## আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৫৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন ইল্ম অনুসন্ধান করে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, ঐ ইল্ম যদি কোন পার্থিব বিষয় লাভের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা করে থাকে তবে সে কিয়ামতের দিন বেহেশ্তের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯ নং)*

(৫৯) হযরত কা'ব বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি উলামাদের সহিত তর্ক করার জন্য, অথবা মূর্খ লোকেদের সহিত বচসা

করার জন্য এবং জন সাধারণের সমর্থন (বা অর্থ) কুড়াবার জন্য ইল্ম অন্বেষণ করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নাম প্রবেশ করাবেন।” *(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, হাকেম, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১০০ নং)*

(৬০) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা উলামাগণের সহিত তর্ক-বাহাস করার উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করো না, ইল্ম দ্বারা মূর্খ লোকেদের সহিত বাগ্‌বিতন্ডা করো না এবং তদ্দ্বারা আসন, পদ বা নেতৃত্ব) লাভের আশা করো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।” *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১০১নং)*

(৬১) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, ‘তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, ‘এ কাজ গর্হিত!’ তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ‘(হে ইবনে মসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।’ *(আব্দুর রায্যাক এটিকে ইবনে মসঊদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

## ইল্ম গোপন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, তা মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে

স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করে নিয়েছে, (দোযখের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! *(ঐ ১৭৪-১৭৫ আয়াত)*

(৬২) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তা গোপন করে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের একটি লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, হাকেম অনুরূপ।)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (ও জানা) ইল্ম গোপন করবে সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া অবস্থায় হাযির করা হবে।" *(সহীহ তারগীব ১১৫ নং)*

❁ এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের কোন ইল্ম গুপ্ত নেই এবং বাতেনী ইল্ম বলে কোন ইল্ম নেই।

ইলমে যাহেরী শরীয়ত ও ইবাদতের ইল্ম এবং ইল্মে বাতেনী শরীয়ত ও ইবাদতের হিকমত বা যুক্তি জানাকে বলা যায়। এ ছাড়া মুসলিমের জন্য এমন কোন বাতেনী (গুপ্ত) ইল্ম নেই, যাতে তার মঙ্গল থাকতে পারে। (বরং অধিকাংশ বাতেনী ইল্ম গোমরাহীর কারণ।) যারা শরীয়তের অনুসারীদেরকে ভাসমান পানাড়ি পাতার সহিত তুলনা করে, তারাই আসলে পানিতে ডুবে সর্বনাশগ্রস্ত। সলফে সালেহীনের কলবে কলবে কোন গুপ্ত ইল্ম ছিল না, যা ছিল তা প্রচার করে গেছেন। যেহেতু ইল্ম বাতেন বা গুপ্ত করা অবৈধ ও হারাম। *(তওহীদ ৮-৭পৃঃ দ্রঃ)*

# ইল্ম অনুযায়ী আমল না করা এবং যা বলা হয় তা নিজে না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴾ ﴿

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা যা নিজে কর না তা তোমরা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা নিজে কর না তা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

(৬৩) হযরত উসামাহ বিন যায়েদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

(৬৪) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না, তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।" *(আহমাদ ৩/১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

(৬৫) হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে তার আয়ু প্রসঙ্গে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে আয়ু কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম প্রসঙ্গে কৈফিয়ত তলব করা হবে যে, সে তাতে কতটুকু আমল করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কোন্ উপায়ে উপার্জন করেছে? এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে? আর তার দেহ বিষয়ে কৈফিয়ত করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে?" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২১নং)*

(৬৬) উক্ত হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!" *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

## ইল্ম ও কুরআন শিক্ষায় বড়াই করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৭) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইসলাম বিজয় লাভ করবে। যার ফলশ্রুতিতে বণিক্দল সমুদ্রে বাণিজ্য-সফর করবে। এমন কি অশ্বদল আল্লাহর পথে (জিহাদে) অবতরণ করবে। অতঃপর এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে; যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করে ক্বারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, 'আমাদের চেয়ে ভালো ক্বারী আর কে

আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পন্ডিত) আর কে আছে?' অতঃপর নবী ﷺ সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে?" সকলে বলল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এই উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, বায্যার, সহীহ তারগীব ১৩০ নং)*

## তর্ক ও মিথ্যা ত্যাগ করার ফযীলত

(৬৮) হযরত আবু উমামা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যায়ের সপক্ষে থেকে যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। ন্যায়ের সপক্ষে থেকেও যে ব্যক্তি তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে এক গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৩৩নং)*

(৬৯) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য একটি জান্নাতের পার্শ্বদেশে, একটি জান্নাতের মধ্যভাগে এবং অপর আর একটি জান্নাতের উপরিভাগে গৃহের জামিন হচ্ছি; যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করে, উপহাসছলে হলেও মিথ্যা কথা বর্জন করে, আর নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(বায্যার, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৪নং)*

## তর্ক-বাহাস ও কলহ-বিবাদ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭০) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলাম; ও একটি আয়াত নিয়ে এবং এ একটি আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এমন সময় আল্লাহর রসূল ﷺ এমত অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতঃপর তিনি বললেন, "আরে! তোমরা কি এই

করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ?! তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেও না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৫ নং)*

(৭১) হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “হেদায়াতপ্রাপ্তির পর যে জাতিই পথভ্রষ্ট হয়েছে সেই জাতির মধ্যেই কলহ-প্রিয়তা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।” অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন।

﴿ ﴾

অর্থাৎ, তারা তোমার সামনে যে উদাহরণ পেশ করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। বস্তুতঃ তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। *(সূরা যুখরুফ ৫৮- আয়াত) (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, সহীহ তারগীব ১৩৬নং)*

(৭২) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হল কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি।” *(বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ২৬৬৮ নং প্রমুখ)*

(৭৩) আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।” *(আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৩৮-নং)*

## সময়ের গুরুত্ব

(৭৪) বুকাইর বিন ফীরোয কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে ব্যক্তি যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।” *(সহীহ তিরমিযী ১৯৯৩ নং)*

(৭৫) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দু’টি নেয়ামত এমন আছে; যার ব্যাপারে বহু মানুষ ধোকার মধ্যে রয়েছে। আর সে দু’টি নেয়ামত হল সুস্থতা ও অবসর।” *(বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৭৬) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?” *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

(৭৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত,নবী ﷺ বলেন, “পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।” *(হাকেম ৪/৩০৬, আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৭৭নং)*

পবিত্রতা অধ্যায়

## প্রকৃতিগত সুন্নত (পরিচ্ছন্নতার) গুরুত্ব

(৭৮) হযরত আবূ মালেক আশআরী ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পবিত্রতা হল অর্ধ ঈমান।---” *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৩৯৫৭নং)*

(৭৯) হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রকৃতিগত সুন্নত হল ১০টি; মোছ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি নেওয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, আঙ্গুল ধোয়া, বোগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নীচের লোম চেঁছে সাফ করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা এবং কুল্লি করা।” *(মুসলিম ২৬১নং)*

(৮০) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “পাঁচটি কাজ হল প্রকৃতিগত সুন্নত; খতনা করা, গুপ্তাঙ্গের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং মোছ ছেঁটে ফেলা।” *(বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ২৫৭নং)*

(৮১) হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মোছ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।' *(মুসলিম ২৫৮নং)*

(৮২) হযরত যায়দ বিন আরকাম ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার মোছ ছাঁটে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।” *(তিরমিযী, ২৭৬২, সহীহুল জামে' ৬৫৩৩নং)*

(৮৩) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা দাড়ি বাড়াও, মোছ ছোট কর, পাকা চুলে (কালো ছাড়া অন্য) খেযাব লাগাও এবং ইয়াহুদ ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭নং)*

## প্রস্রাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পশ্চাৎ করে না বসার ফযীলত

(৮৪) হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পায়খানা করার সময়ে তোমরা কিবলাকে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ করে বসো না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসো।" *(বুখারী ১৪৪, মুসলিম ২৬৪নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, আমাদের দেশে কিবলার দিক পশ্চিমে। অতএব আমাদেরকে উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসতে হবে।

(৮৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখে অথবা কেবলাকে পিছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুন একটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৪৫নং)*

## রাস্তা, ছায়া ও ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ।" লোকেরা বলল, 'দুই অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম কি, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "লোকেদের রাস্তায় ও ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা।" *(মুসলিম ২৬৯নং, আবূ দাউদ ২৫নং, প্রমুখ)*

(৮৭) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

(৮৮) হযরত হুযাইফাহ বিন আসীদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

❁ উল্লেখ্য যে, প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করার সময় ডান হাত ব্যবহার বৈধ নয়। ঢিল ব্যবহার করলে তিন বা তিনের বেশী বেজোড় ব্যবহার বিধেয় এবং হাড় বা শুকনো গোবর ব্যবহার বৈধ নয়।

## দেহ বা কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগা এবং তা থেকে সতর্ক না থাকা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮৯) ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ

বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হত না--।" *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

(৯০) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা প্রস্রাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব এই প্রস্রাব (থেকে সাবধান না হওয়ার) ফলেই হয়ে থাকে।" *(দারাকুত্বনী, সহীহ তারগীব ১৫১ নং)*

(৯১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের (ছিটা গায়ে লাগার) কারণে হবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৫৩ নং)*

## পুরুষদের নগ্নাবস্থায় এবং মহিলাদের যে কোন অবস্থায় সাধারণ গোসলখানায় যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯২) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! অবশ্যই আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই এমন (ভোজনের) দস্তরখানে না বসে যাতে মদ্য পরিবেশিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন সাধারণ গোসলখানায় বিবস্ত্র হয়ে প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে না দেয়।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ১৬০নং)*

(৯৩) হযরত উম্মে দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি সাধারণ গোসলখানা হতে বের হলাম। ইত্যবসরে নবী ﷺ-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বললেন, "কোত্থেকে, হে উম্মে দারদা?!" আমি বললাম, 'গোসলখানা থেকে।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যে কোনও মহিলা তার কোন মায়ের ঘর ছাড়া অন্য স্থানে নিজের কাপড় খোলে, সে তার ও দয়াময় (আল্লাহর) মাঝে প্রত্যেক পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ১৬২নং)*

❁ বলা বাহুল্য ফাঁকা পুকুর বা নদী ও সমুদ্র ঘাটে মহিলাদের খোলামেলা ভাবে গোসল করা হারাম, তথা বাড়িতে খাস গোসলখানা তৈরী করা ওয়াজেব।

## বিনা ওজরে ফরয গোসল করতে দেরী করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(রহমতের)

ফিরিশ্তাবর্গ তিন ব্যক্তির নিকটবর্তী হন না; নাপাক ব্যক্তি, নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তি এবং খালূক মাখা ব্যক্তি।" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১৬৭নং)*

❀ খালূক জাফরান প্রভৃতি থেকে প্রস্তুত মহিলাদের ব্যবহার্য একপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বিশেষ। এটি ব্যবহার করলে দেহে বা পোশাকে লালচে হলুদ রং প্রকাশ পায়। তাই তা পুরুষদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

নাপাক ব্যক্তি বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী-সহবাসের পর সাধারণতঃ ফরয গোসল ত্যাগ করে। এমন ব্যক্তির দ্বীনদারী যে কম এবং অন্তর যে নোংরা তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য নামায নষ্ট না করে কিছু সময়ের জন্য গোসল না করে অবস্থান করা দূষণীয় নয়। যেমন নবী ﷺ সঙ্গম-জনিত নাপাকীর পর ঘুমাতেন। অতঃপর শেষরাত্রে গোসল করতেন। *(সহীহ আবূ দাউদ ২২৩নং)*

## দাঁতন করার ফযীলত

(৯৫) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত,নবী ﷺ বলেছেন, "দাঁতন করাতে রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)*

(৯৬) হযরত আলী رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ২১০নং)*

(৯৭) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৩১৯ নং)*

(৯৮) হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "জিবরীল (আঃ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন যে, তাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৫৬ নং)* হযরত ওয়াযেলার বর্ণনায় তিনি বলেন, "---এতে আমার ভয় হয় যে, হয়তো দাঁতন করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।" *(সহীহুল জামে' ১৩৭৬ নং)*

# ওযু করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে। আর পা দু'টিকে গাঁট পর্যন্ত ধৌত করবে। *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

(৯৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে, তার পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত নামায কবুল হবে না।" *(বুখারী ১৩৫, মুসলিম)*

(১০০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহবান করা হবে আর সেই সময় ওযুর ফলে তাদের মুখমন্ডল ও হস্তপদ দীপ্তিময় থাকবে।" *(বুখারী ১৩৬নং, মুসলিম ২৪৬নং)*

(১০১) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আবু হাযেম বলেন, আবু হুরাইরা ﷺ যখন নামাযের জন্য ওযু করছিলেন, তখন আমি তাঁর পশ্চাতে ছিলাম। দেখলাম, হাতকে লম্বা করে ধুচ্ছিলেন, এমন কি বগল পর্যন্ত হাত ফিরাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবু হুরাইরা! এ আবার কোন ওযু?' তিনি বললেন, 'হে ফর্রুখের বংশধর! তোমরা এখানে রয়েছ? যদি আমি জানতাম যে, তোমরা এখানে রয়েছ তাহলে এ ওযু করতাম না। আমি আমার বন্ধু নবী ﷺকে বলতে শুনেছি যে, "ওযুর পানি যদ্দূর পৌঁছবে তদ্দূর মুমিনের অঙ্গে অলংকার (জ্যোতি) শোভমান হবে।" *(মুসলিম ২৫০নং)*

(১০২) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন ওযুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।" *(মালেক, মুসলিম ২৪৪নং, তিরমিযী)*

(১০৩) হযরত উসমান বিন আফফান ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি ওযু সম্পন্ন করে

বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি; তিনি আমার এই ওযুর মত ওযু করলেন, অতঃপর বললেন, “যে ব্যক্তি এইরূপ ওযু করবে তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর তার নামায এবং মসজিদের প্রতি চলা নফল (অতিরিক্ত) হবে।” *(মুসলিম ২২৯নং)*

নাসাঈ হাদীসটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর শব্দগুলি নিম্নরূপঃ-

ওসমান ؓ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে কোন মুমিন যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে তখনই তার ঐ ওযুর সময় থেকে দ্বিতীয় নামায পড়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালীন সময়ের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।” *(সহীহ তারগীব ১৭৫নং)*

(১০৪) হযরত আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে কি সেই কথা বলে দেব না; যার দরুন আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেন এবং মর্যাদা আরো উন্নত করেন?” সকলে বলল, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “কষ্টের সময় পরিপূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিকাধিক পদক্ষেপ করা (চলা), আর এক নামাযের পর আগামী নামাযের অপেক্ষা করা। উপরন্তু এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়।” *(মালেক, মুসলিম ২৫১নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ (অনুরূপ অর্থে।)*

## পূর্ণরূপে ওযু না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০৫) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার উভয় পায়ের গোড়ালী (ভালোরূপে) ধৌত করেনি। এর ফলে তিনি বললেন, “(ঐ) গোড়ালীগুলোর জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।” *(বুখারী ১৬৫, মুসলিম ২৪২নং)*

## ওযুর হিফাযত করা এবং পুনঃপুনঃ ওযু করার মাহাত্ম্য

(১০৬) হযরত সাওবান ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।” *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

(১০৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত বিলালকে ডেকে

বললেন, "হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে ওযু করে নিয়েছি।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ১৯৪নং)*

## ওযুর পর বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত

(১০৮) হযরত উমর বিন খাত্তাব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

.

*"আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহ।"*

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

(১০৯) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল বলেছেন, "--- আর যে ব্যক্তি ওযুর পর (নিম্নের যিক্‌র) বলে তার জন্য তা এক শুভ্র পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তা সীল করে দেওয়া হয় যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত নষ্ট করা হয় না।

.

*"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত, আস্তাগফিরকা অ আতূবু ইলাইক্‌।"*

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ২১৮নং)*

## ওযুর পর দুই রাকআত নামাযের ফযীলত

(১১০) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাকআত নামায পড়ে তখনই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।" *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(১১১) হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।" *(আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ২২১নং)*

নামায অধ্যায়

## আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য

(১১২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত, অতঃপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া কোন অন্য উপায় না পেত, তাহলে লটারিই করত। আর তারা যদি (নামাযের জন্য মসজিদের প্রতি) সকাল-সকাল আসার মাহাত্ম্য জানত, তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি এশা ও ফজরের নামাযের মাহাত্ম্য তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে চলেও তারা উভয় নামাযে উপস্থিত হত।" *(বুখারী ৬১৫নং, মুসলিম ৪৩৭নং)*

(১১৩) হযরত বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রথম কাতারের (নামাযীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুআয্যিনকে তার আযানের আওয়াযের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সহিত যারা নামায পড়ে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়।" *(আহমাদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৮-নং)*

(১১৪) হযরত মুআবিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মুআয্যিনগণের গর্দান অন্যান্য লোকেদের চেয়ে লম্বা হবে।" *(মুসলিম ৩৮৭নং)*

(১১৫) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বারো বৎসর আযান দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুন তার আমলনামায় ষাটটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার

ইকামতের দরুন লিপিবদ্ধ হবে ত্রিশটি নেকী।” *(ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, হাকেম, সহীহ তারগীব ২৪০নং)*

## আযানের জওয়াব দেওয়া এবং শেষে দুআ পড়ার ফযীলত

(১১৬) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দুআ পাঠ করবে সেই ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে;

.

*“আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা’ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি অস্‌সালা-তিল ক্বা-ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।”*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ কে অসীলাহ (জান্নাতের সুউচ্চ স্থান) এবং মর্যাদা দান কর। আর তাঁকে সেই মাক্বামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করো যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দান করেছ। *(বুখারী ৬১৪নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(১১৭) হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযানের সময় নিম্নের দুআ পাঠ করবে, আল্লাহ তার পাপরাশিকে ক্ষমা করে দেবেন;

. ﷺ

*“অআনা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অবিল ইসলা-মি দীনাঁউ অবি মুহাম্মাদিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামা) রাসূলা।”*

অর্থাৎ, আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ইসলাম আমাদের দ্বীন এবং মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের রসূল হওয়ার ব্যাপারে আমারা সন্তুষ্ট ও সম্মত। *(মুসলিম ৩৮৬ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ)*

(১১৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, ‘এ যা বলল, অনুরূপ যে অন্তরের একীনের (প্রত্যয়ের) সহিত বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ২৪৭নং)*

## আযান হওয়ার পর বিনা ওজরে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১১৯) হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে সে ব্যক্তি মুনাফিক।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৫৭নং)*

ꕥ ‘সে ব্যক্তি মুনাফিক’ ঃ- অর্থাৎ, তার সে কাজ মুনাফিকের কাজ।

## কূপ খনন ও মসজিদ নির্মাণ করার ফযীলত

(১২০) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পানির কোন কূপ খনন করে এবং তা হতে মানব, দানব পশু-পক্ষী (প্রভৃতি) পিপাসার্ত জীব পানি পান করে তবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২৬৫নং)*

## মসজিদে ও কিবলার দিকে থুথু ফেলা এবং মসজিদে সাংসারিক কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজা ও বেচা-কেনা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১২১) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ খেজুর কাঁদির ডাঁটা হাতে নিতে পছন্দ করতেন। একদা ঐ ডাঁটা হাতে তিনি মসজিদ প্রবেশ করলেন এবং মসজিদের কিবলায় (দেওয়ালে) কিছু শ্লেষ্মা লেগে আছে তা লক্ষ্য করলেন। তিনি ঐ (ডাঁটা দ্বারা) তা রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। অতঃপর রাগের সাথে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা

পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তি তাকে সামনে করে তার চেহারায় থুথু মারে?! তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন তার প্রতিপালক (আল্লাহ) তার সামনে থাকেন এবং তার ডাইনে থাকেন ফিরিশ্তা। সুতরাং সে যেন তার সামনের (কেবলার) দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে----।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২৭৮-নং)*

(১২২) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিবলার দিকে যে কফ্ ফেলে তার চেহারায় ঐ কফ্ থাকা অবস্থায় সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে।" *(বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২৮১নং)*

❁ বলা বাহুল্য নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থাতেও কেবলার দিকে থুথু বা কফ্ ফেলা বৈধ নয়।

(১২৩) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ এবং তার কাফ্ফারা হল তা দাফন (পরিষ্কার) করে দেওয়া।" *(বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২ নং প্রমুখ)*

(১২৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা মসজিদে কাউকে কেনা-বেচা করতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায় যেন বর্কত না দিন।' আর যখন কাউকে কোন হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে তখন বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন।' *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব ২৮৭নং)*

(১২৫) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আখেরী যামানায় এক শ্রেণীর লোক হবে যারা মসজিদে (সাংসারিক) কথা-বার্তা বলবে। এদেরকে নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২৯২ নং)*

## কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতি দুর্গন্ধময় জিনিস খেয়ে মসজিদ আসা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১২৬) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এই সব্জি (পিঁয়াজ-রসুন প্রভৃতি) ভক্ষণ করেছে, সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয় এবং আমাদের সহিত নামায না পড়ে।" *(বুখারী ৮৫৬, মুসলিম ৫৬২নং)*

(১২৭) হযরত জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিঁয়াজ ও কুর্রাস খাবে, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ, আদম সন্তান যে বস্তুর মাধ্যমে কষ্ট পেয়ে থাকে ফিরিশ্তাবর্গও তাতে কষ্ট পেয়ে থাকেন।" *(মুসলিম ৫৬৪নং)*

❁ কুর্রাস হল রসূন পাতার মত দেখতে এক প্রকার কাঁচা দুর্গন্ধময় সব্জি, যাকে ইংরেজীতে 'লীক' (Leek) বলা হয়। বলা বাহুল্য, এর চাইতে অধিক দুর্গন্ধময় দ্রব্য

বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মসজিদে আসা অধিকতর নাজায়েয। বরং বিড়ি-সিগারেট তো মাদকদ্রব্য। যা সেবন করা শরীয়ত ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানমতে অবৈধ।

(১২৮) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন।' *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৫৫নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

# জামাআতে উপস্থিত হওয়া ও মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

(১২৯) হযরত আবু হুরাইরা ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন,আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর।' আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(১৩০) হযরত বুরাইদাহ ؓ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৩১০নং)*

(১৩১) হযরত আবু উমামা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহ থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ৩১৫নং)*

(১৩২) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, "তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও। ইমামের সঙ্গে নামাযের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮৬ নং)*

❁ মুসলিম যখন নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে যায়, তখন আসলে সে মহান বাদশাহর দরবারে একটি মহান ইবাদত পালন করতে যায়। সুতরাং সেই যাওয়াতে বিনয়-নম্রতা, শিষ্টতা ও নিতান্ত আদব থাকা দরকার। যেমন মসজিদ প্রবেশের পর সেখানে বসার পূর্বে মসজিদ-সেলামী দুই রাকআত নামায পড়া কর্তব্য। এমনকি জুমআর খুতবা শুরু হলেও ঐ নামায হাল্কা করে পড়ে নিতে হবে।

## মসজিদের প্রতি আসক্তি ও তথায় অবস্থানের ফযীলত

(১৩৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

(১৩৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন যিক্র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।" *(ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৩২২নং)*

(১৩৫) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা এবং তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, বাযযার সহীহ তারগীব ৩২৫ নং)*

# পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত

(১৩৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কি অভিমত তোমাদের, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনেই একটি নদী থাকে এবং সেই নদীতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সকলে বলল, 'না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। ঐ নামাযসমূহের ফলেই (নামাযীর) সমস্ত গোনাহকে আল্লাহ মোচন করে দেন।" *(বুখারী ৫২৮নং, মুসলিম ৬৬৭নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(১৩৭) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" *(মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী, প্রমুখ)*

(১৩৮) হযরত আবু উসমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ এর সহিত (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?' আমি বললাম, 'কেন করলেন?' তিনি বললেন, 'একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সহিত গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, "মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

))

((

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমাদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)*

(১৩৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন কুর্ত্ব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যার হিসাব নেওয়া হবে তা হল

নামায। সুতরাং তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তার অন্যান্য সকল আমল সঠিক হবে। নচেৎ, তা বেঠিক হলে তার অন্যান্য সকল আমল বেঠিক ও ব্যর্থ হবে।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৩৬৯নং)*

## অধিকাধিক সিজদা করার ফযীলত

(১৪০) হযরত মা’দান বিন আবী তালহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূলের স্বাধীনকৃত (মুক্ত) দাস ষওবান ﵁ এর সহিত সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব, (অথবা বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমলের কথা বলে দিন।) কিন্তু উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ থাকলেন। পুনরায় আমি একই আবেদন রাখলাম। তবুও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার আবেদন পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।” *(মুসলিম ৪৮৮-নং তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(১৪১) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গোনাহ ক্ষালন করে দেন এবং তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী করে সিজদা কর।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৩৭৯নং)*

(১৪২) হযরত ষওবান ﵁ বলেন, একদা আমি নবী ﷺ-কে একটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম; যা আমাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, “তুমি বেশী বেশী করে সিজদা কর। কারণ, যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই তার বিনিময়ে তিনি তোমাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তোমার একটি গোনাহ ক্ষালন করে দিবেন।” *(মুসলিম ৪৮৮-নং)*

(১৪৩) হযরত রবীআহ বিন কা’ব ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, “তুমি আমার নিকট কিছু চাও।” আমি বললাম, ‘আমি জান্নাতে আপনার সংসর্গ চাই।’ তিনি বললেন, “এ ছাড়া আর কিছু?” আমি বললাম, ‘ওটাই (আমার বাসনা)।’ তিনি বললেন,

"তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।" *(মুসলিম ৪৮৯ নং, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

## প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত

(১৪৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, "যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।" আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(১৪৫) উক্ত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতেই বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গের নিকট এসে বললেন, "তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালক তাবারাকা অতাআলা কি বলেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তদীয় রসূল অধিক জানেন। (এইরূপ প্রশ্নোত্তর তিনবার হওয়ার পর) তিনি বললেন, "(আল্লাহ বলেন,) আমার ইজ্জত ও মহিমার শপথ! যে ব্যক্তি যথা সময়ে নামায আদায় করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি অসময়ে নামায আদায় করবে তাকে ইচ্ছা করলে আমি দয়া করব, নচেৎ ইচ্ছা করলে শাস্তিও দেব।" *(ত্বাবারানী, কাবীর, সহীহ তারগীব ৩৯৫নং)*

## ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করা এবং অবহেলা করে নামাযের সময় পার করে দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু যদি ওরা তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাদেরকে অব্যাহতি দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয় তাহলে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। *(ঐ ১১ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর। নামায কায়েম কর, আর

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(সূরা রূম ৩১ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ওদের পর এল এমন (অপদার্থ) পরবর্তীদল; যারা নামায নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তি-পরবশ হল। সুতরাং ওরা অচিরেই কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯ আয়াত)*

﴿ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ সে সব নামাযীদের; যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা (তাতে) লোকপ্রদর্শন করে। *(সূরা মাউন ৪-৬)*

(১৪৬) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(মুসলিম) ব্যক্তি ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায ত্যাগ।" *(আহমাদ)*

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "(মুসলিম) ব্যক্তি এবং শির্ক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায।" *(মুসলিম ৮২নং)*

(১৪৭) হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমাদের এবং ওদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে সে কুফরী করবে। (অথবা কাফের হয়ে যাবে।)" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬১ নং)*

(১৪৮) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর; যদিও তারা তোমাকে তোমার ধন-সম্পদ এবং সমস্ত কিছু থেকে দূর করতে চায়। আর ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহর দায়িত্ব উঠে যায়।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫৬৬ নং)*

(১৪৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাকীক উকাইলী (রঃ) বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণ নামায ত্যাগ ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫৬২নং)*

(১৫০) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে তার দ্বীনই নেই।" *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

(১৫১) হযরত আবূ দারদা ﷺ বলেন, "যার নামায নেই তার ঈমানই নেই।" *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

(১৫২) হযরত নাওফাল বিন মুআবিয়া ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তির কোন নামায ছুটে গেল, সে ব্যক্তির পরিবার ও ধন-সম্পদ যেন লুণ্ঠন হয়ে গেল।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৭৪নং)*

## ফজর ও আসরের নামাযের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াও। *(সূরা বাকারাহ ২৩৮ আয়াত)*

(১৫৩) হযরত আবু মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি শীতল (ফজর ও আসরের) দুই নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭৪নং, মুসলিম ৬৩৫নং)*

(১৫৪) হযরত আবু যুহাইর উমারাহ বিন রুয়াইবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এমন কোন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায পড়বে।" *(মুসলিম ৬৩৪নং)*

(১৫৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের (বিশিষ্ট) ফিরিশ্তা একত্রিত হন; ফজরের নামাযে সমবেত হয়ে রাত্রির ফিরিশ্তা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং দিনের ফিরিশ্তা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেন। আবার আসরের নামাযে সমবেত হন। এক্ষণে দিনের ফিরিশ্তা ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং রাত্রির ফিরিশ্তা অবস্থান শুরু করেন। (যাঁরা ঊর্ধ্বে যান) তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক (আল্লাহ) জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার বান্দাদেরকে তোমরা কি অবস্থায় ছেড়ে এলে?' তখন তাঁরা বলেন, 'যখন আমরা ওদের নিকট গেলাম তখন ওরা নামাযে রত ছিল এবং যখন ওদেরকে ছেড়ে এলাম তখনও ওরা নামাযে মশগুল ছিল। সুতরাং ওদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দিবেন।" *(বুখারী ৫৫৫নং, মুসলিম ৬৩২নং, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে খুযাইমা, হাদীসের শব্দগুলি শেষোক্ত মুহাদ্দেসের।)*

## বিনা ওজরে আসরের নামায ছুটে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৫৬) হযরত বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।" *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

(১৫৭) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী বলেন, "যে ব্যক্তির আসরের

নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

## জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত

(১৫৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায ২৭ গুণ উত্তম।” *(বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ৬৫০নং)*

(১৫৯) হযরত উসমান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যায়, অতঃপর তা ইমামের সহিত আদায় করে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪০১নং)*

(১৬০) হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “এই নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি জানত যে, তাতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কত সওয়াব নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই সে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়েও হাজির হত। *(ত্বাবারানী,সহীহ তারগীব ৪০৩নং)*

(১৬১) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পায়, (সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হয়; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪০৪নং)*

## জামাআতে লোক বেশি হওয়ার ফযীলত

(১৬২) হযরত উবাই বিন কা’ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার পর বললেন, “অমুক উপস্থিত আছে?” সকলে বলল, না। (দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজে) তিনি বললেন, “অমুক উপস্থিত আছে?” সকলে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, “অবশ্যই এই দুই নামায (এশা ও ফজর) মুনাফেকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামায। উক্ত দুই নামাযে কি সওয়াব নিহিত আছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তা জামাআতে আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্যই হাজির হতে। আর প্রথম কাতার ফিরিশ্তাগণের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তাতে নিহিত মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হতে, তবে নিশ্চয় (প্রথম কাতারে খাড়া হওয়ার জন্য) প্রতিযোগিতা করতে। এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায এক ব্যক্তির সহিত জামাআত করে পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর

উত্তম। এইভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে, ততই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক প্রিয়।” *(আহমাদ, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪০৬নং)*

## নির্জন প্রান্তরে নামায পড়ার ফযীলত

(১৬৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, জামাআতে পড়া নামায পঁচিশটি নামাযের সমতুল্য। যদি কেউ সেই নামায কোন জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে এবং তার রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে তবে ঐ নামায পঞ্চাশটি নামাযের সমমানে পৌছায়।” *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ৪০৭নং)*

(১৬৪) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন, “তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।” *(আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২৩৯ নং)*

## এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত

(১৬৫) হযরত উসমান বিন আফ্ফান ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ল সে যেন অর্ধ রাত্রি নফল নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ল, সে যেন পুরো রাত্রিই নামায পড়ল।” *(মালেক, মুসলিম ৬৫৬নং, আবু দাউদ)*

(১৬৬) হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “(ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা ক'রে) ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামায নেক লোকদের নামাযরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৪১৩নং)*

(১৬৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের জামাআতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় ২৫ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। আর রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা ফজরের নামাযে একত্রিত হন।”

উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরা বলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা পড়ে নাও ঃ

(( ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় ফজরের নামাযে ফিরিশ্তা হাযির হয়। *(কুঃ ১৭/৭৮) (বুখারী ৬৪৮, নসাঈঃ, সহীহুল জামে' ২৯৭৪নং)*

(১৬৮) হযরত আবূ উমামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা ক'রে) ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামায নেক লোকদের নামাযরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়।" *(ত্বাবরানী, সহীহ তারগীব ৪১৩নং)*

(১৬৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।" *(মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী, ত্বাবরানী, সহীহুল জামে' ৬৩৪৩নং)*

## এশা ও ফজরের নামাযে অনুপস্থিত থাকা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৭০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

## বিনা ওজরে জামাআতে উপস্থিত না হওয়া থেকে ভীতি-প্রদর্শন

(১৭১) হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায় যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

(১৭২) হযরত উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৪৩০নং)*

(১৭৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

(১৭৩) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪২২নং)*

(১৭৪) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সহিত মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত, আহবান করার (আযানের) সাথে সাথে ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায)গুলি হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও, যেমন এই পশ্চাদ্গামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এই মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, এর দ্বারায় তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ ক্ষয় করেন। আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটতার কপট (মুনাফিক) ছাড়া নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না এবং মানুষকে দুটি লোকের কাঁধে ভর করে হাঁটিয়ে এনে কাতারে খাড়া করা হত। *(মুসলিম ৬৫৪নং)*

(১৭৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ﷺ নবী ﷺ-এর দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মত আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা-

নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে। (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে নামায পড়ার অনুমতি হবে কি?' আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর ওজর শুনে তাঁকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে নবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, "কিন্তু তুমি আযান 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনতে পাও কি?" তিনি উত্তরে বললেন, 'জী হ্যাঁ।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য কোন অনুমতি পাচ্ছি না।" *(মুসলিম ৬৫৩, আবূ দাঊদ ৫৫২, ৫৫৩নং)*

## প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য

(১৭৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারে নিহিত মাহাত্ম্য জানত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য  লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেলে তারা লটারিই করত।" *(বুখারী ৬১৫নং, মুসলিম ৪৩৭নং)*

(১৭৭) হযরত নুমান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৪৮৯নং)*

(১৭৮) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পশ্চাদ্বর্তী করে দেবেন।" (অর্থাৎ, জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাত যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাত যেতে পারবে না।) *(আউনুল মা'বূদ ২/২৬৪নং, আবূ দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫০৭নং)*

(১৭৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।" *(আহমাদ, মুসলিম ৪৪০, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১০৯২নং)*

## কাতার সোজা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৮০) হযরত নু'মান বিন বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা অতি অবশ্যই কাতার সোজা করবে, নতুবা অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের চেহারার মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবেন।" *(মালেক, বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬নং প্রমুখ)*

❁ এ পরিবর্তনের অর্থ হল, তাদের চেহারার আকৃতি বদলে দেবেন, অথবা তাদের

মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন।

আবূ দাউদ ও ইবনে হিব্বানের এক বর্ণনায় আছে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের প্রতি অভিমুখ করে বললেন, "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের হৃদয়-মাঝে (পরস্পরের প্রতি) বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দেবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি দেখেছি, (প্রত্যেক) লোক তার পার্শ্ববর্তী ভায়ের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু ও গাঁটে গাঁট (টাখ্নাতে টাখ্না) লাগিয়ে দিত।' *(সহীহ তারগীব ৫০৯নং)*

(১৮১) হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কারণ, কাতার সোজা করা নামায প্রতিষ্ঠা বা পরিপূর্ণ করার অন্তর্গত কর্ম।" *(বুখারী ৭২৩, মুসলিম ৪৩৩, আবূ দাঊদ ৬৬৮-নং)*

## কাতার মিলানো ও ফাঁক বন্ধ করার ফযীলত

(১৮২) হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়।" *(ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

ইবনে মাজাহ এই উক্তি অধিক বর্ণনা করেছেন, "আর যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে সেই ব্যক্তিকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" *(সহীহ তারগীব ৪৯৮-নং)*

(১৮৩) উক্ত হযরত আয়েশা হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৫০২নং)*

(১৮৪) হযরত বারা' বিন আযেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ---আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলতেন, "অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ দুআ করতে থাকেন তাদের জন্য যারা প্রথম কাতার মিলিয়ে (ব্যবধান না রেখে) দাঁড়ায়। আর যে পদক্ষেপ দ্বারা বান্দা কোন কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে যায় তা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কোন পদক্ষেপ অধিক পছন্দনীয় নয়।" *(আবু দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, অবশ্য এতে পদক্ষেপের উল্লেখ নেই, সহীহ তারগীব ৫০৪নং)*

(১৮৫) হযরত জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাছে এলেন। সে সময় আমরা গোলাকার দলে দলে বিভক্ত ছিলাম। তিনি বললেন,

“তোমাদেরকে আমি বিক্ষিপ্তরূপে দেখছি কেন?” অতঃপর একদিন তিনি আমাদের কাছে এসে (আমাদেরকে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত দেখে) বললেন, “তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মত কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?” আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।’ তিনি বললেন, “প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।” *(মুসলিম ৪৩০, আবূ দাঊদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

## লোকেরা অপছন্দ করলে ইমামতি করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৮৬) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না, তাদের নামায আকাশের দিকে ওঠে না, এমনকি তাদের মাথাও অতিক্রম করে না; (এদের মধ্যে প্রথম হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন জামাআতের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন জানাযার নামায পড়ায় অথচ তাকে পড়তে আদেশ করা হয়নি এবং তৃতীয় হল সেই মহিলা, যাকে রাত্রে তার স্বামী (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) ডাকে অথচ সে যেতে অস্বীকার করে।” *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪৮১, ৪৮২নং)*

(১৮৭) হযরত আবূ উমামা ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; প্রথম হল, পলাতক ক্রীতদাস; যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। দ্বিতীয় হল, এমন মহিলা যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং তৃতীয় হল, সেই জামাআতের ইমাম যাকে ঐ লোকেরা অপছন্দ করে।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৮৩নং)*

## ইস্তিফতাহর বিশেষ দুআর ফযীলত

(১৮৮) হযরত আনাস ﷺ বলেন, ‘এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে শামিল হয়ে বলল,

*উচ্চারণঃ-* আলহামদু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ।
*অর্থঃ-* আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা; যে প্রশংসা অজস্র, পবিত্র ও প্রাচুর্যময়।

আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করার পর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে ঐ দুআ পাঠ করেছে?" লোকেরা সকলে চুপ থাকল। পুনরায় তিনি বললেন, "কে বলেছে ঐ দুআ? যে বলেছে, সে মন্দ বলে নি।" উক্ত ব্যক্তি বলল, 'আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে ফেলেছি।' তিনি বললেন, "আমি ১২ জন ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা ঐ দুআ (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে!" *(মুসলিম ৬০০নং)*

۞ বলাই বাহুল্য যে, মহানবী ﷺ কখনো কখনো 'আল্লাহুম্মা বা-ইদ বাইনী' এবং কখনো বা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামাযে অন্যান্য দুআ পাঠ করতেন। আর "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হল বান্দার 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা---' বলা।" *(তাওহীদ, ইবনে মান্দাহ, নাঃ, সিসঃ ২৯৩৯ নং)*

## নামাযে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব

(১৮৯) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুখারী, মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

(১৯০) এক বর্ণনায় আছে, "সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

(১৯১) হযরত আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কিভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

(১৯২) "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-

ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্ য্বা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুসলিম ৩৯৫, আবু দাঊদ, তিরমিযী, আবু আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

(১৯৩) হযরত উবাই বিন কা'ব হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা)র মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ তাওরাতে ও ইঞ্জিলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিত ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(নাসাঈ, হাকেম, তিরমিযী, মিশকাত ২১৪২ নং)*

## ইমামের পশ্চাতে জোরে 'আমীন' বলার ফযীলত

(১৯৪) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইমাম যখন **'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলাযয্বা-ল্লীন,** বলে তখন তোমরা **'আমীন'** বল। কারণ যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে একীভূত হয় তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(মালেক, বুখারী ৭৮০নং, মুসলিম ৪১০নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(১৯৫) হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"ইমাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায য্বা-ল্লীন' বললে তোমরা 'আমীন' বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লেখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৫১৩নং)*

(১৯৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"ইয়াহুদ কোন কিছুর উপর তোমাদের অতটা হিংসা করে না, যতটা সালাম ও 'আমীন' বলার উপর করে।" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫১২নং)*

## নামাযে 'রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ' বলার ফযীলত

(১৯৭) হযরত রিফাআহ বিন রাফে' যারক্বী ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর পশ্চাতে নামায পড়ছিলাম। যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন তিনি বললেন, "সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ।" এই সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'রাব্বানা অলাকাল হামদু হামদান কাষীরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ।' (অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র, পবিত্র, বর্কতপূর্ণ প্রশংসা।) নামায শেষ করে (নবী ﷺ) বললেন, "ঐ যিক্‌র কে বলল?" লোকটি বলল, 'আমি।' তিনি বললেন, "ঐ যিক্‌র প্রথমে কে লিখবে এই নিয়ে

ত্রিশাধিক ফিরিশ্তাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম।” *(মালেক, বুখারী ৭৯৯নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ)*

(১৯৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখন ইমাম ‘সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ’ বলে, তখন তোমরা ‘আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ’ বল। কেননা যার ঐ বলা ফিরিশ্তাগণের বলার সাথে একীভূত হয়, তার পিছেকার সকল পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।” *(মালেক, বুখারী ৭৯৬নং, মুসলিম ৪০৯নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

## রুকু-সিজদা করার সময় ইমামের আগে আগে মুক্তাদীর মাথা তোলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১৯৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কারো কি এ কথার ভয় হয় না যে, যখন সে ইমামের পূর্বে নিজের মাথা তোলে তখন আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দেবেন, অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেবেন?!” *(বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭নং প্রমুখ।)*

## পূর্ণরূপে রুকূ-সিজদা না করা এবং উভয়ের মাঝে পিঠ সোজা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২০০) হযরত আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চোরদের মধ্যে সবচেয়ে জঘণ্যতম চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নামায চুরি করে।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে নামায কিভাবে চুরি করে?’ তিনি বললেন, “সে তার নামাযের রুকূ-সিজদা পূর্ণরূপে করে না।” অথবা তিনি বললেন, “সে রুকূ ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা করে না।” (অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে চট্‌পট রুকু-সিজদা করে।) *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, সহীহ তারগীব ৫২২নং)*

(২০১) হযরত আবূ আব্দুল্লাহ আশআরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার নামাযে পূর্ণভাবে রুকূ করছে না এবং ঠক্‌ঠক্ করে (তাড়াতাড়ি) সিজদা করছে। এ দেখে তিনি বললেন, “এ ব্যক্তি যদি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার মরণ মুহাম্মাদী মিল্লাতের উপর হবে না।”

অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি তার রুকূ সম্পূর্ণরূপে করে না এবং ঠকাঠক্ (তাড়াহুড়া করে) সিজদা করে তার উদাহরণ সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত যে, একটি অথবা দু’টি খেজুর তো খায়, অথচ তা তাকে মোটেই পরিতৃপ্ত করে না।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, আবূ য়্যা’লা, ইবনে খুযাইমা ৬৬৫নং, সহীহ তারগীব ৫২৬নং)*

## নামাযে আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২০২) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেদের কি হয়েছে যে, ওরা নামাযের মধ্যে ওদের দৃষ্টি আকাশের দিকে তোলে?" এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য খুব কঠোর হয়ে উঠল। পরিশেষে তিনি বললেন, "অতি অবশ্যই ওরা এ কাজ হতে বিরত হোক, নচেৎ ওদের চক্ষু ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।" *(বুখারী ৭৫০নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(২০৩) হযরত জাবের বিন সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নামাযের মধ্যে আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে লোকেরা অতি অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ ওদের দৃষ্টি আর ফিরে না-ও আসতে পারে। (ওরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে।)" *(মুসলিম ৪২৮-নং)*

## নামাযীর সামনে বেয়ে অতিক্রম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২০৪) হযরত আবূ জুহাই আব্দুল্লাহ বিন হারিস আনসারী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের সামনে বেয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি জানত যে, এ কাজে তার কত গোনাহ তাহলে সে অবশ্যই তার সামনে হয়ে অতিক্রম করার চেয়ে ৪০ যাবৎ অপেক্ষা করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করত।"

বর্ণনাকারী আবুন নায্‌র বলেন, আমি জানি না যে, তিনি '৪০ দিন' বললেন অথবা '৪০ মাস' নাকি '৪০ বছর।' *(বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫০৭নং, আসহাবে সুনান)*

(২০৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন সুতরার পশ্চাতে নামায পড়ে যা লোকদের থেকে তাকে আড়াল করে, অতঃপর কেউ তার সামনে দিয়ে পার হতে চায় তখন তার উচিত, তার বুকে হাত দিয়ে বাধা দেওয়া। তাতেও যদি সে অস্বীকার করে (এবং পার হতেই চায়) তবে তার (নামাযীর) উচিত, তার সহিত লড়াই করা। (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেওয়া।) কেননা সে শয়তান।" (অর্থাৎ এ কাজে তার সহায়ক হল শয়তান।) *(বুখারী ৫০২, মুসলিম ৫০৫নং)*

## নামাযে যা বলা হয় তা বুঝার ফযীলত

(২০৬) উক্ববাহ বিন আমের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ অর্থ জেনে মনোযোগ-সহকারে তা পড়ে) তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে নামায সম্পন্ন করে।" *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৮৩ ও ৫৪৪নং)*

## ফরয নামাযের পর বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত

(২০৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে 'সুবহা-নাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদু লিল্লা-হ' ৩৩ বার, 'আল্লা-হু আকবার' ৩৩ বার সর্বমোট ৯৯ বার এবং ১০০ পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দুআ একবার পাঠ করবে, তার সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যাবে।

.

*উচ্চারণঃ-* " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। *(মুসলিম ৫৯৭নং, অহমাদঃ ২/৩৭১)*

## ফজর ও মাগরেবের নামাযের পর বিশিষ্ট এক যিক্‌রের মাহাত্ম্য

(২০৮) হযরত আব্দুর রহমান বিন গান্‌ম ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মাগরেব ও ফজরের নামায থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে-

.

*"লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।"* (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব, এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন, ও মুত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর উপর সর্বক্ষমতাবান। ১০ বার পাঠ করে, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রত্যেক বারের বিনিময়ে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ঐ যিকর) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শির্ক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমার্হ হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে

শ্রেষ্ঠব্যক্তি; তবে সেইব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে যে তার থেকেও উত্তম যিক্‌র পাঠ করবে।” *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৪৭২নং)*

## ফজর ও আসর নামাযের পর নামাযের স্থানে নামাযীর বসে থাকার ফযীলত

(২০৯) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্‌র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।” বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।” অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*

(২১০) উক্ত হযরত আনাস ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্‌রকারী দলের সহিত বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্‌রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ৪৬২নং)*

## এক নামায পড়ার পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

(২১১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।” *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ৬৪৯নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশ্তাবর্গ বলতে থাকেন, ‘হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।’ (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।”

(২১২) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য, যে তার অশ্বসহ আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৪৪৭নং)*

(২১৩) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের জন্য বসে প্রতীক্ষারত ব্যক্তি নামাযের দণ্ডায়মান ব্যক্তির মত। তার নাম নামাযে মশগুল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত থাকে ; তার স্বগৃহ থেকে বের হওয়া হতে পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।" *(ইবনে হিব্বান, আহমাদ, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৪৫১নং)*

(২১৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, একদা আমরা মাগরেবের নামায পড়ে এশার নামাযের জন্য অপেক্ষারত ছিলাম। এমন সময় মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই যে তোমাদের পালনকর্তা আসমানের দরজাসমূহের একটি দরজা খুলে তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করছেন; বলছেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা এক ফরয (নামায) আদায় করেছে এবং অন্য এক ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৮০১নং)*

## স্বগৃহে নফল (সুন্নত) নামায পড়ার ফযীলত

(২১৫) হযরত ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কিছু (সুন্নত) নামায নিজ নিজ ঘরে আদায় কর এবং ঘরকে কবর বানিয়ে নিও না।" *(বুখারী ১১৮৭নং)*

(২১৬) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করে তখন তার উচিত সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ (সুন্নত নামায) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু নামাযের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" *(মুসলিম ৭৭৮নং)*

(২১৭) হযরত যায়দ বিন সাবেত ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "হে মানবসকল! তোমরা স্বগৃহে নামায আদায় কর। যেহেতু ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪৩৭নং)*

(২১৮) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, সম্ভবতঃ রসূল ﷺ-এর উক্তি হিসাবেই বর্ণনা করে তিনি বলেন, "লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল)

নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।” *(বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৪৩৮-নং)*

(২১৯) হযরত সুহাইব থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল নামায অপেক্ষা যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের নামায ২৫ টি নামাযের বরাবর।” *(আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৩৮২১নং)*

❁ কিছু নফল ও সুন্নত নামায ঘরে পড়া উত্তম। যেহেতু তাতে লোক প্রদর্শন ও রিয়া থেকে বাঁচা যাবে এবং পরিবারের জন্যও তা শিক্ষা ও অভ্যাসের সহযোগী হবে।

## দিবারাত্রে বারো রাকাআত সুন্নতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

(২২০) হযরত উম্মে হাবীবাহ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।” *(মুসলিম ৭২৮-নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ বেশী রয়েছে, “(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।”

(২২১) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক সালামে) চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।” *(নাসাঈ, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৭৭নং)*

## ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত সুন্নতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফযীলত

(২২২) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।” *(মুসলিম ৭২৫নং, তিরমিযী)*

(২২৩) হযরত আয়েশা বলেন, 'নবী ﷺ ফজরের সুন্নতের মত অন্য কোন নফল নামাযে তত নিষ্ঠা প্রদর্শন করতেন না।' *(আহমাদ, বুখারী ১১৬৯নং, মুসলিম)*

❁ এ ছাড়া ফজরের সুন্নত মহানবী ﷺ সফরেও পড়তেন এবং এই সুন্নত কাযাও পড়েছেন। যেমন ফরযের পরে এই সুন্নত কাযা করে নেওয়ার অনুমতিও দিয়েছেন। অবশ্য সূর্য ওঠার পরে পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

(২২৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের ২ রাকআত (সুন্নত) না পড়ে থাকে, সে যেন তা সূর্য ওঠার পর পড়ে নেয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে খুযাইমা, সহীহুল জামে' ৬৫৪২নং)*

## যোহরের পূর্বে ও পরে সুন্নতের বিশেষ ফযীলত

(২২৫) হযরত উম্মে হাবীবা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত (সুন্নত নামাযের) প্রতি সবিশেষ যত্নবান হবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৫৮১নং)*

(২২৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন সায়েব ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, "এটা হল এমন সময়, যে সময়ে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে আমার নেক আমল উত্থিত হোক।" *(তিরমিযী, মিশকাত ১১৬৯নং)*

(২২৭) হযরত আবূ আইউব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত; যার মাঝে কোন সালাম নেই, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।" *(আবূ দাউদ ১২৭০, ইবনে মাজাহ ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা ১২১৪, সহীহুল জামে' ৮৮৫নং)*

## আসরের পূর্বে নফলের ফযীলত

(২২৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায পড়ে।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৮৪নং)*

## বিত্র নামাযের ফযীলত

(২২৯) হযরত আলী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্র ফরয নামাযের মত

অবশ্যপালনীয় নয় তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে সুন্নতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্‌র (জোড়হীন), তিনি বিত্‌র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্‌র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৮৮নং)*

## তাহাজ্জুদের নিয়তে ওযু করে ঘুমানোর ফযীলত

(২৩০) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তার অন্তর্বাসে এক ফিরিশ্তাও রাত্রিযাপন করেন। সুতরাং যখনই সে জাগ্রত হয় তখনই ঐ ফিরিশ্তা বলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার বান্দা অমুককে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে ওযু অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫৯৪নং)*

(২৩১) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে কোনও মুসলিম যখনই ওযু অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, অতঃপর রাত্রিতে (সবাক) জেগে উঠে ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তখনই আল্লাহ তাকে তা প্রদান করে থাকেন।" *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৫নং)*

(২৩২) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিভূত করে ফেলে এবং যদি এই অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায়, তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয় যার সে নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের তরফ হতে সদকাহ (দান) রূপে প্রদত্ত হয়।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৮নং)*

## শয্যাগ্রহণের সময় কতিপয় যিক্‌র ও দুআর মাহাত্ম্য

(২৩৩) হযরত বারা' বিন আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তুমি বিছানায় শয়ন করার ইচ্ছা করবে তখন তুমি নামাযের জন্য ওযু করার মত ওযু করে নাও, অতঃপর তোমার ডান পার্শ্বে শয়ন করে বল,

*'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসলামতু নাফসী ইলাইক, অঅজ্জাহ্তু অজহী ইলাইক, অফাউওয়াযতু আমরী ইলাইক, অআলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগবাতাঁউ অরাহ্বাতান ইলাইক, লা মালজাআ, অলা মানজা, মিনকা ইল্লা ইলাইক। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অবিনাবিইয়িকাল্লাযী আরসালত্।*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার আত্মা সমর্পণ করেছি, তোমার দিকে আমি আমার মুখমন্ডল ফিরিয়েছি, আমার সকল বিষয় তোমার নিকট সোপর্দ করেছি, এবং আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার দিকেই লাগিয়েছি (তোমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখেছি)। এসব কিছু তোমার (সওয়াবের) আশায় ও তোমার (আযাবের) ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল ও অবলম্বন নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তাতে আমি ঈমান এনেছি এবং যে নবী প্রেরণ করেছ তাঁর প্রতিও বিশ্বাস রেখেছি।

এই দুআ বলার পর যদি তোমার ঐ রাত্রেই মৃত্যু হয় তাহলে তোমার মরণ ইসলামী প্রকৃতির উপর হবে। ঐ সময় যা তুমি বলবে তার সব শেষে এই দুআটি বলো।" *(বুখারী ৬৩১১নং, মুসলিম ২৭১০নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(২৩৪) ফারওয়াহ বিন নাওফাল তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা নবী ﷺ নাওফালকে বললেন, "তুমি (কুল ইয়্যা আইয়্যু হাল কা-ফিরূন) পাঠ কর, অতঃপর এর শেষে নিদ্রা যাও। কারণ উক্ত সূরা শির্ক থেকে মুক্তি পেতে উপকারী।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০২নং)*

(২৩৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুটি এমন অভ্যাস যাতে কোন মুসলিম যত্নবান হলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অভ্যাস দুটি বড় সহজ, কিন্তু এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম; প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে দশবার 'সুবহা-নাল্লাহ', দশবার 'আলহামদু লিল্লা-হ', এবং দশবার 'আল্লা-হু আকবার' পাঠ করবে। (পাঁচ অক্তে) এগুলির সমষ্টি মুখে হল মাত্র দেড় শত; কিন্তু (নেকীর) মীযানে হবে দেড় হাজার। অনুরূপ শয্যাগ্রহণের সময়ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' পাঠ করবে। মুখে এগুলোর সমষ্টি হল একশত, কিন্তু মীযানে হবে এক হাজার।"

(আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেন,) আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে উক্ত যিক্র গুনতে দেখেছি। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অভ্যাস দুটি বড় সহজ অথচ এতে অভ্যাসী ব্যক্তি খুবই কম, তা কি করে হয়?' তিনি বললেন, "(কারণ,) শয়নকালে শয়তান তোমাদের কারো নিকট উপস্থিত হয়; অতঃপর ঐগুলো বলার পূর্বেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। অনুরূপ নামাযের সময়ও উপস্থিত হয়; ফলে ঐগুলো বলার পূর্বে তার কোন জরুরী কাজ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬০৩নং)*

(২৩৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রমযানের যাকাত পাহারা দেওয়ার হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে "আয়াতুল কুরসী" { } শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা ﷺ একথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "জেনে রেখো ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। তিন তিন রাত্রি তুমি কার সহিত কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরাইরা?" (আবূ হুরাইরা বলেন,) আমি বললাম, 'না।' (রসূল ﷺ বললেন, "ও ছিল শয়তান!" *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

## রাত্রে জাগরণকালে বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত

(২৩৭) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে (ঘুমাতে ঘুমাতে সবাক) জেগে উঠলে বলে,

.

*'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল হামদু লিল্লা-হ, অসুবহা-নাল্লাহ, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অল্লা-হু আকবার, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থাৎ- 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক,তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ মহাপবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, আর আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (নড়া-সরা করার এবং) পাপ হতে ফিরার ও সৎকর্ম করার কোন সাধ্য কারো নেই।'

অতঃপর সে ব্যক্তি যদি *'আল্লাহুম্মাগফিরলী,* (অর্থাৎ আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) বলে অথবা কিছু প্রার্থনা করে, তবে তা তার নিকট থেকে মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর যদি সে ওযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হয়।" *(বুখারী ১১৫৪নং, আসহাবে সুনান)*

## রাত্রে স্বপ্ন দেখার মাসায়েল

(২৩৮) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা

স্বপ্ন বর্ণনা করে; যা সে দেখেনি, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না।" (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।) *(বুখারী ৭০৪২নং)*

(২৩৯) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তার স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের খেলার কথা কারো নিকট বর্ণনা না করে।" *(মুসলিম ২২৬৮নং)*

(২৪০) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সব চেয়ে বড় মিথ্যা ও গড়া কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না, তা দেখেছে বলে দাবী করা (বা প্রচার করা)।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ২২১১নং)*

(২৪১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(বুখারী)*

❁ *মানুষ নিদ্রিতাবস্থায় আত্মাচক্ষুতে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে থাকে, যা সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয় ঃ-*

১। সত্য স্বপ্ন ঃ যা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে দেখানো হয়। এই ধরনের স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬তম অংশের এক অংশ। কারণ, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের অহীর মত না হলেও তা আল্লাহরই তরফ হতে ইলহাম হয়। *(মুসলিম ২২৬৩নং)*

২। এমন বস্তুর স্বপ্ন দেখে যার ছবি মানুষ নিজ কল্পনায় ও খেয়ালে মনের পর্দায় খুব বেশীরূপে অঙ্কিত ও চিত্রিত করে থাকে। তাই যা কামনা অথবা আশঙ্কা করে তাই দেখে থাকে স্বপ্নে। এ ধরনের স্বপ্ন অলীক, যার কোনও তাৎপর্য নেই।

৩। এক ধরনের স্বপ্ন; যা দেখে মানুষ অত্যন্ত ভয় পায়। অথবা কষ্ট ও দুঃখ পায়। এ ধরনের স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। কারণ, শয়তান মুসলিমকে কষ্ট ও দুঃখ দিয়ে খুব তৃপ্তি পায়। *(সূরা মুজাদালাহ ১০ আয়াত)* যেহেতু শয়তান মুসলিমের প্রকৃত দুশমন। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ, যে দুঃস্বপ্ন দেখে সে যেন এ কাজগুলি করে ঃ

- ❖ শয়নাবস্থায় বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে।
- ❖ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।
- ❖ যে দুঃস্বপ্ন দেখে, সেই মন্দ ও ক্ষতি থেকেও রক্ষা প্রার্থনা করে।
- ❖ পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করে।
- ❖ শয্যাত্যাগ করে নামায পড়তে শুরু করে।
- ❖ আর এই স্বপ্নের কথা যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। *(বুখারী ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১, ২২৬২নং)*

অবশ্য সুস্বপ্ন হলে আত্মীয়-বন্ধুকে বলতে পারে। *(মুসলিম ২২৬১নং)* অন্যান্য স্বপ্ন প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে বলতে নেই। কারণ, স্বপ্নের যে তা'বীর (তাৎপর্য) করা হয় তাই প্রায় বাস্তব হয়ে যায়।

## তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূপৃষ্ঠে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্তভাবে জবাব দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। *(সূরা ফুরকান ৬৩-৬৪ আয়াত)*

(২৪২) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকটে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; যে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। নবী ﷺ বললেন, "সে তো এমন লোক; যার কানে শয়তান পেশাব করে দেয়।" ([1]) *(বুখারী ১১৪৪, মুসলিম ৭৭৪নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(২৪৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গাঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক গাঁটের সময় এই মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে দেয়, 'তোমার এখনো লম্বা রাত বাকী। সুতরাং এখনও ঘুমাও।' অতঃপর সে যদি জেগে আল্লাহর যিক্র করে, তবে একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর ওযু করলে আর একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর নামায পড়লে সকল বাঁধনগুলোই খুলে যায়। ফলে ফজরের সময় সে উদ্যম ও স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে ওঠে। নতুবা (তাহাজ্জুদ না পড়লে) আলস্যভরা ভারী মন নিয়ে সে ফজরে ওঠে।" *(মালেক, বুখারী ১১৪২নং, মুসলিম ৭৭৬নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(২৪৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম*

---

(১) উক্ত হাদীসটিকে হাফেয মুনযেরী ও খাত্বীব তিবরীযী প্রভৃতিগণ তাহাজ্জুদ নামাযে উদ্বুদ্ধকরণের বাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কিছু বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শয়তান সেই ব্যক্তির কানে পেশাব করে দেয়, যে ব্যক্তি ফজরের নামায না পড়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। *(দেখুন, ফতহুল বারী ৩/৫৩, সহীহ তারগীব ১/৩৩৭, টীকা)*

*১১৬৩নং, আবু দাউদ তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ)*

(২৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হল, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম,সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

(২৪৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।" তা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

(২৪৭) হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে যখনই তা লাভ করে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে।" *(মুসলিম ৭৫৭নং)*

(২৪৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

(২৪৯) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, তা তোমাদের পূর্বতন নেক বান্দাদের অভ্যাস; তা তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী আমল।" *(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১৮ নং)*

(২৫০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ ও আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে রাত্রে ঘুম থেকে জাগিয়ে উভয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা দুই রাকআত নামায পড়ে, তখন তাদের প্রত্যেকের নাম (আল্লাহর) যিক্রকারী ও যিক্রকারিণীদের তালিকাভুক্ত হয়।" *(আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সহীহ তারগীব ৬২০ নং)*

(২৫১) হযরত আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন; (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট স্বদলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায় নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমার এই বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?’

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এসব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে নামায পড়ে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, ‘সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।’

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় নামায পড়ে।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২৩ নং)*

(২৫২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি দশটি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে একশ’টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে এক হাজারটি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।” *(আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৬৩৩ নং)*

(২৫৩) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (পূর্ণ) অযীফা (তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন ইত্যাদি) অথবা তার কিছু অংশ রেখে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু তা যদি ফজর ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয়, তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হয়; যেন সে ঐ অযীফা রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।” *(মুসলিম ৭৪৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ)*

## চাশ্তের নামাযের মাহাত্ম্য

(২৫৪) হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু

আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকআত নামায।” *(মুসলিম ৭২০ নং)*

(২৫৫) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।” সকলে বলল, ‘এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।” *(আহমাদ, ও শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

(২৫৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ সফরে তারা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ ক’রে খুব শীঘ্রই ফিরে আসে। লোকেরা তাদের যুদ্ধস্থানের নিকটবর্তিতা, লব্ধ সম্পদের আধিক্য এবং ফিরে আসার শীঘ্রতা নিয়ে সবিস্ময় বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগল। তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্র, ওদের চেয়ে অধিকতর লব্ধ সম্পদ এবং ওদের চেয়ে শীঘ্রতর ফিরে আসার কথার সন্ধান বলে দেব না? যে ব্যক্তি সকালে ওযু করে চাশ্তের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ব্যক্তি ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করে, ওদের চেয়ে অধিকতর সম্পদ লাভ করে এবং ওদের চেয়ে অধিকতর শীঘ্র ঘরে ফিরে আসে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৬৩ নং)*

(২৫৭) হযরত উক্ববাহ বিন আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়তে অক্ষম হয়ো না, আমি তার প্রতিদানে তোমার দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট হব।” *(আহমাদ, আবু য়্যালা, সহীহ তারগীব ৬৬৬ নং)*

(২৫৮) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি চাশতের দু’ রাকআত নামায পড়বে, সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকআত পড়বে, সে আবেদগণের তালিকাভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকআত পড়বে, তার জন্য ঐ দিনে (আল্লাহ তার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আট রাকআত পড়বে, আল্লাহ তাকে একান্ত অনুগতদের তালিকাভুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি বারো রাকআত পড়বে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একগৃহ নির্মাণ করবেন। এমন কোন দিন বা রাত্রি নেই যাতে আল্লাহর কোন অনুগ্রহ নেই; তিনি

তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা দানস্বরূপ উক্ত অনুগ্রহ করে থাকেন। আর তাঁর যিক্রে প্রেরণা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দার প্রতিই করেননি।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৬৭১ নং)*

জুমআহ অধ্যায়

## জুমআহ ও তদুদ্দেশ্যে যাওয়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(সূরা জুমআহ ৯ আয়াত)*

(২৫৯) আবূ লুবাবাহ বাদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এই দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে; যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এই দিনকে ভয় করে।” *(আহমাদ ৩/৪৩০)*

(২৬০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমআর উদ্দেশ্যে (মসজিদে) উপস্থিত হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে (খুতবাহ) শ্রবণ করে ও নীরব থাকে সেই ব্যক্তির ঐ জুমআহ থেকে দ্বিতীয় জুমআহর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত এবং অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালে) কাঁকর স্পর্শ করে, সে অসার (ভুল) কাজ করে।” *(মুসলিম ৮৫৭ নং আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)*

(২৬১) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত

নামায, এক জুমআহ হতে অপর জুমআহ পর্যন্ত ও এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তীকালের সংঘটিত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকা হয় তবে। *(মুসলিম ২৩৩ নং, প্রমুখ)*

(২৬২) হযরত আওস বিন আওস ষাক্বাফী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

# বিনা ওজরে জুমআর নামায ত্যাগ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২৬৩) হযরত ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,"আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই যারা জুমআতে অনুপস্থিত থাকে।" *(মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম)*

(২৬৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, "কতক সম্প্রদায় তাদের জুমআহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৬৫ নং, ইবনে মাজাহ)*

(২৬৫) হযরত আবুল জা'দ যামরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭২৬নং)*

(২৬৬) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ জুমআর দিন খাড়া হয়ে খুতবা দানকালে বললেন, "সম্ভবতঃ এমনও লোক আছে, যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাযির হয় না।" দ্বিতীয় বারে তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না।" অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি

বললেন, "সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যে মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না, তার হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।" *(আবূ য়্যা'লা, সহীহ তারগীব ৭৩১নং)*

(২৬৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরপর ৩টি জুমআহ ত্যাগ করল, সে অবশ্যই ইসলামকে নিজের পিছনে ফেলে দিল।" *(ঐ, সহীহ তারগীব ৭৩২নং)*

## জুমআর উদ্দেশ্যে সকাল-সকাল মসজিদে আসার ফযীলত

(২৬৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকীর গোসলের মত গোসল করে প্রথম সময়ে (মসজিদে গিয়ে) উপস্থিত হল, সে যেন একটি উষ্ট্রী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে উপস্থিত হল, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি ডিম দান করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাদানের জন্য) বের হয়ে যান (মিম্বরে চড়েন), তখন ফিরিশ্তাগণ (হাজরী খাতা গুটিয়ে) যিক্র (খুতবা) শুনতে উপস্থিত হন।" *(মালেক, বুখারী ৮৮১, মুসলিম ৮৫০, আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

## জুমআর দিন কাতার চিরে আগে যাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২৬৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমআর দিনে এক ব্যক্তি লোকেদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী ﷺ বললেন, "বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭১৩ নং)*

## খুতবা চলাকালে কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(২৭০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআহ) বাতিল করলে।" *(ইবনে খুযাইমা, সহীহ তারগীব ৭১৬ নং)*

(২৭১) উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর

দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার (কথা বলছে এমন) সঙ্গীকে 'চুপ কর' বল, তাহলে তুমিও অসার কর্ম করবে।" *(বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১নং, আসহাবে সুনান, ইবনে খুযাইমাহ)*

❁ 'অসার বা অনর্থক কর্ম করবে' এর টীকায় একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে; যেমন, তুমি জুমআর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা তোমারও কথা বলা হবে। অথবা তুমিও ভুল করবে। অথবা তোমার জুমআহ বাতিল হয়ে যাবে। অথবা তোমার জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে -ইত্যাদি। তবে বিশেষজ্ঞ উলামাদের নিকট শেষোক্ত ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য। কারণ, এরূপ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(২৭২) আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করল, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর) থাকলে তা ব্যবহার করল, উত্তম লেবাস পরিধান করল, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকেদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম) করল না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করল না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমআর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করল এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করল, সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে।" *(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৭২০নং)*

## জুমআর রাত্রে বা দিনে সূরা কাহ্‌ফ পাঠের ফযীলত

(২৭৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে।" *(নাসাঈ, বাইহাকী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৩৫ নং)*

### যিক্‌র ও দুআ অধ্যায়

# যিক্‌রের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

﴿ فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ۝١٥٢ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২)*

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার যিক্র (স্মরণ, কুরআন ও বিধান) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে সংকীর্ণময় জীবন---। *(সূরা ত্বাহা ১২৪ আয়াত)*

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিক্রে (স্মরণে) প্রশান্ত থাকে। আর জেনে রাখ, আল্লাহর যিক্রেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

(২৭৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিক্র করতে বসে তখন ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম ২৭০০নং)*

(২৭৫) হযরত আবূ মূসা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" *(বুখারী৬৪০৭ন,মুসলিম ৭৭৯নং)*

(২৭৬) হযরত আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, 'নিশ্চয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্র।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জা-মে'২৬২৯নং)*

❁ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর যিক্র সবচেয়ে মহান। তবুও এর অর্থ এ নয় যে, সব ছেড়ে দিয়ে যিক্রে বসে থাকতে হবে। বরং জিহাদ যখন 'ফর্যে আয়ন' হবে, তখন ঘরে বা মসজিদে বসে যিক্র বা পিতামাতার খিদমত নিশ্চয় উত্তম নয়। তদনুরূপ সোনা-চাঁদির যাকাত ফরয হলে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। সময় বিশেষে এক এক আমলের পৃথক পৃথক গুরুত্ব আছে। পক্ষান্তরে যিক্র মানে হল, আল্লাহর স্মরণ। আর তা বড় ব্যাপক।

(২৭৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে, তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি--।" *(বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)*

(২৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুফার্রিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! 'মুফার্রিদ কারা?' তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারী।" *(মুসলিম ২৬৭৬নং)*

(২৭৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না; যাতে আমি ভুলে না যাই। (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)।' তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনে মাজাহ ২/ ১২৪৬, ৩৭৯৩নং)*

(২৮০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায় এমন মজলিস থেকে উঠে যায়, যেখানে তারা আল্লাহর যিক্‌র করে না, আসলে তারা মৃত গাধার মত কোন জিনিস থেকে উঠে যায়। আর (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তাদের উপর পরিতাপ আসবে।" *(আবূ দাঊদ ৪৮৫৫নং)*

(২৮১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্‌র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে।" *(আবুদাঊদ ৪৮৫৬নং)*

(২৮২) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিক্‌র খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিক্‌ররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহবান করে বলতে থাকেন, 'এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।' সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার বান্দারা কি বলছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা আমাকে দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরো বেশী বেশী ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত।' আল্লাহ বলেন, 'কি চায় তারা?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে বেহেশ্ত্ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি বেহেশ্ত্ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর

কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে তার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হত। আরো বেশী বেশী তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরো বড় হত।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি থেকে পানাহ চায়?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, 'কি হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে বেশী বেশী করে তা হতে পলায়ন করত। বেশী বেশী ভয় করত।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম।' ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।' *(বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯নং)*

❁ জ্ঞাতব্য যে, যিক্‌রকারী সম্প্রদায় বা যিক্‌রের মজলিস বলতে জামাআতী যিক্‌র নয়। যে কোন প্রকারে আল্লাহর যিক্‌র, স্মরণ বা আলোচনা হলেই সেটিই হল যিক্‌রের মজলিস। কোন ইল্‌মী জালসা, খুতবাহ, দর্সে কুরআন বা হাদীস বা দ্বীনী বৈঠক হলে সেটিও যিক্‌রের মজলিস। আর এ কথা বিদিত যে, জামাআতবদ্ধভাবে সমস্বরে তাসবীহ, তাহলীল বা তাকবীর বিদআতের পর্যায়ভুক্ত।

## দুআর মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দুআ কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দুআ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ ﴾

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি। *(সূরা বাকারাহ ১৮৬)*

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর কাছে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

(২৮৩) হযরত নুমান বিন বাশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "দুআই তো ইবাদত।" *(আবু দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ২৯৬৯, ইবনে মাজাহ ৩৮৭৩নং)*

(২৮৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল দুআ।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ১১২২নং)*

(২৮৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।" *(তিরমিযী ৩৩৭৩, ইবনে মাজাহ ৩৮২৭নং)*

(২৮৬) হযরত সালমান ফারেসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুআ ছাড়া অন্য কিছু তকদীর রদ্দ (খন্ডন) করতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না।" *(তিরমিযী ২১৩৯, সহীহুল জামে' ৭৬৮৭নং)*

## অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দুআ করার মাহাত্ম্য

(২৮৭) হযরত আবূ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও মুসলিম বান্দা যখন তার অনুপস্থিত কোন ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই ফিরিশ্তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, "অনুপস্থিত ভায়ের জন্য মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে নিযুক্ত এক ফিরিশ্তা থাকেন। যখনই সে তার ভায়ের জন্য কোন মঙ্গলের দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন, আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩২নং)*

## বিশেষ কিছু সময়ে দুআ করার মাহাত্ম্য

(২৮৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।" *(মুসলিম ৪৮২, আবূ দাউদ ৮৭৫, নাসাঈ ১১৩৭নং)*

(২৮৯) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ রদ্দ করা হয় না। (অর্থাৎ, কবুল করা হয়।)" *(আবূ দাউদ ৫২১, তিরমিযী ২১২, সহীহুল জামে ৩৪০৮নং)*

(২৯০) হযরত সাহল বিন সাদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুই

(সময়ে দুআ) রদ্দ করা হয় না অথবা খুব কম রদ্দ করা হয়; আযানের সময় দুআ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সাথে যুদ্ধ চলার সময় দুআ।" *(আবূ দাঊদ ২৫৪০, সহীহুল জামে ৩০৭৯নং)*

(২৯১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম ৭৫৮-নং)*

(২৯২) হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে যখনই তা লাভ করে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে।" *(মুসলিম ৭৫৭নং)*

(২৯৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জুমআর দিনে এমন একটি (সামান্য) মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা নামায পড়া অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন।" *(বুখারী ৯৩৫নং, মুসলিম, মিশকাত ১৩৫৭নং)*

(২৯৪) হযরত আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, 'জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দুআ বেশী কবুলের যোগ্য?' উত্তরে তিনি বললেন, "রাতের শেষাংশে এবং ফরয নামাযসমূহের পশ্চাতে। (অর্থাৎ, সালাম ফিরার আগে)।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১৬৪৮-নং)*

## দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ

(২৯৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো দুআ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে পাপের দুআ, জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার দুআ এবং দুআতে তাড়াতাড়ি করে। বলে, দুআ করলাম কিন্তু কবুল হল না।" *(বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ২৭৩৫নং)*

(২৯৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন?' বললেন, "এই বলা যে, 'দুআ করলাম, আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ

করাই ত্যাগ করে বসে।” *(মুসলিম ৪/২০৯৬)*

(২৯৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,“তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।” *(তিরমিযী ৫/৫১৭, হাকেম, সহীহুল জামে’ ২৪৫নং)*

(২৯৮) হযরত হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা দান করবে, নচেৎ সম্ভবতঃ আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে কোন শাস্তি প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না। *(তিরমিযী ২১৬৯, সহীহুল জামে ৭০৭০নং)*

(২৯৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র; তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন; যে আদেশ রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, “হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।” *(সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যার অর্থ, “হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।” *(সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু’টিকে আকাশের দিকে তুলে, ‘হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!’ বলে (দুআ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন করে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

## নিজ সন্তানাদির উপর বদ্দুআ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩০০) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততির উপর, তোমাদের ভৃত্যদের উপর এবং তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্দুআ করো না। যাতে আল্লাহর তরফ হতে এমন মুহূর্ত তোমাদের অনুকূল না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে কিছু প্রার্থনা করলে তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করা হয়।” *(মুসলিম ৩০০৯, সহীহুল জামে ৭১৪৪)*

## সকাল-সন্ধ্যায় পঠনীয় কতিপয় যিক্রের ফযীলত

(৩০১) মুআয বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। আমরা তাঁকে পেয়ে নিলে তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, "বল।" এবারে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কি বলব?' তিনি বললেন, *"কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আঊযু বিরাব্বিন্নাস'* সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

(৩০২) হযরত শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাইয়েদুল ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠতম দুআ) বান্দার এই বলা,

.

*(আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী অআনা আবদুকা অ আনা আলা আহদিকা অঅ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আঊযু বিকা মিন শার্রি মা সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, অআবূউ বিযামবী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত।)*

*অর্থঃ-* হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে দৃঢ়প্রত্যয়ের সহিত তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রভাতকালে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তা পাঠ করবে সে ব্যক্তি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৬৩০৬ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৩০৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! গতরাত্রে এক বিচ্ছুতে আমাকে দংশন করলে বড় কষ্ট হয়!' তিনি বললেন, "শোনো! তুমি যদি সন্ধ্যার সময় (নিম্নের দুআ) বলতে তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না;

.

*'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব।'*

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মালেক, মুসলিম ২৭০৯ নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

(৩০৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় ১০০বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যে সওয়াবপুঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হবে তার চেয়ে অধিক আর অন্য কেউ উপস্থিত করতে পারবে না। অবশ্য সে পারবে যে ওর অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ যিক্র পাঠ করে থাকবে।" *(মুসলিম ২৬৯২ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাঊদ)*

(৩০৫) উক্ত হাদীসটিকে ইবনে আবিদ্দুনয়্যা এবং হাকেমও বর্ণনা করেছেন। হাকেমের শব্দাবলী নিম্নরূপঃ-

"যে ব্যক্তি প্রভাতকালে ১০০ বার এবং সন্ধ্যাকালে ১০০বার 'সুবহা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহ' পাঠ করে সেই ব্যক্তির পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার চেয়ে অধিক হলেও মাফ হয়ে যায়।" *(সহীহ তারগীব ৬৪৭ নং)*

(৩০৬) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি-

.

*'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'* প্রত্যহ একশত বার পাঠ করবে সেই ব্যক্তির দশটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হবে। তার আমলনামায় ১০০টি নেকী লিপিবদ্ধ হবে, তার ১০০টি পাপ মোচন করা হবে, আর ঐ যিক্র তার পড়ার দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে। এর চেয়ে অধিক যে পাঠ করবে সে ছাড়া (কিয়ামতে) আর অন্য কেউ তার অনুরূপ সওয়াবপুঞ্জ নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না।" *(বুখারী ৩২৯৩ নং, মুসলিম ২৬৯১ নং)*

(৩০৭) হযরত উসমান বিন আফফান ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে কোনও বান্দা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় (নিম্নের দুআ) তিনবার পাঠ করবে তাকে কোন কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না;

.

*'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইয়ুন ফিল আরযি অলা ফিস সামা-ই অহুয়াস্ সামীউল আলীম।'*

অর্থাৎ- সেই আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি যাঁর নামের সহিত পৃথিবী ও আকাশের কোনও বস্তু অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।' *(আবু দাঊদ,*

*নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৪৯ নং)*

(৩০৮) আম্র বিন শুআইব, তিনি তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর (আম্রের) পিতামহ হতে এবং তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে, তার জন্য তা ১০০টি (মক্কায় কুরবানীযোগ্য) উষ্ট্রী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে তার জন্য তা আল্লাহর পথে (জিহাদের) জন্য সওয়ারী ১০০টি ঘোড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আল্লাহ আকবার' বলবে, তার জন্য তা ১০০টি ক্রীতদাস স্বাধীন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর যে ব্যক্তি সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে ১০০বার *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'* বলবে সে ব্যক্তির আমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কিয়ামতে আর অন্য কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। অবশ্য যদি কেউ তারই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিকবার ঐ যিক্র বলে থাকে তবে সে পারবে।" *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৫১ নং)*

(৩০৯) হযরত উবাই বিন কা'ব ؓ হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুরের খামার ছিল। সেখান হতে খেজুর কম হয়ে যাচ্ছিল। তাই এক রাত্রিতে তিনি পাহারা দিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তিনি তরুণের ন্যায় এক জন্তু দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন, সে তাঁর সালামের উত্তরও দিল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কে তুমি? জিন অথবা ইনসান?' সে বলল, 'আমি জিন।' তিনি বললেন, 'কৈ তোমার হাতটা আমাকে দেখতে দাও।' সে তার হাত দেখতে দিল। তার হাত ছিল ঠিক কুকুরের পায়ের মত। তার দেহের লোমও ছিল কুকুরের মত। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'জিনের সৃষ্টিগত আকৃতি কি এটাই?' সে বলল, 'জিনরা জানে যে তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক বলবান পুরুষ আর কেউ নেই।' তিনি বললেন, 'এখানে কি জন্য এসেছ?' সে বলল, 'আমরা খবর পেলাম যে, তুমি দান করতে ভালোবাস। তাই তোমার খাদ্যসম্ভার হতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কি?' সে বলল, '(উপায়) সূরা বাক্বারার এই আয়াত পাঠ (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম)। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল অবধি আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে তা পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।'

অতঃপর সকাল হলে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাত্রের বৃত্তান্ত উল্লেখ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, "খবীস সত্যই বলেছে।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৫৫ নং)*

## বহুগুণ সওয়াববিশিষ্ট যিকরের ফযীলত

(৩১০) হযরত জুয়াইরিয়্যাহ হতে বর্ণিত, তিনি ফযরের নামায পড়ে তার মুসাল্লায় বসে (তসবীহ পাঠে রত) ছিলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে (কোথাও) গেলেন। অতঃপর ঠিক চাশতের সময় ফিরে এসে দেখলেন, জুয়াইরিয়্যাহ তখনো মুসাল্লায় বসে আছেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "তুমি সেই অবস্থায় এখনো বসে আছ, যে অবস্থায় আমি তোমাকে (ফজরের সময়) ছেড়ে গেছি? জুয়াইরিয়্যাহ বললেন, 'হ্যাঁ।' নবী ﷺ বললেন, "আমি তোমার (নিকট থেকে যাওয়ার) পর চারটি কলেমা তিনবার পাঠ করেছি; সে কয়টিকে যদি তুমি এ পর্যন্ত যা বলেছ তা দিয়ে ওজন কর তবে অবশ্যই পরিমাণে সমান হয়ে যাবে। আর তা হল,

.

*সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্‌।*

অর্থাৎ- "আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা।" (আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।) *(মুসলিম ২৭২৬ নং)*

## বাজারে তাহলীল পড়ার ফযীলত

(৩১১) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।"

.

*'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'*

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব ও তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন এবং মুত্যু প্রদান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। *(সহীহ তিরমিযী ২৭২৬ নং, সহীহ*

*ইবনে মাজাহ ১৮১৭ নং)*

## মজলিস থেকে উঠার সময় যিকরের (কাফ্ফারাতুল মজলিসের) ফযীলত

(৩১২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে, যাতে তার শোর-গোল বেশী হয়ে থাকে, তবে ঐ মজলিস থেকে উঠার পূর্বে যদি সে (নিম্নের দুআ) বলে, তবে উক্ত মজলিসে তার স্বকৃত গোনাহসমূহকে মার্জনা করা হয়। (দুআটি নিম্নরূপ ঃ-)

.

*'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক্।'*

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সহিত প্রত্যাবর্তন) করছি। *(সহীহ তিরমিযী ২৭৩০ নং)*

## 'লা হাউলা --র' ফযীলত

(৩১৩) হযরত আবু মূসা আব্দুল্লাহ বিন ক্বাইস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ বিন ক্বাইস! তোমাকে জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে এক ভান্ডারের কথা বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বল, লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।" (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সৎকর্ম করার ও পাপ থেকে ফিরার কারো কোন ক্ষমতা নেই। *(বুখারী ৬৪০৯ নং, মুসলিম ২৭০৪ নং)*

## দরূদ শরীফের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন (রহমত বর্ষণ করেন) এবং তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ তাঁর জন্য রহমত প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর জন্য

দরূদ পড় এবং উত্তমরূপে সালাম পাঠ কর। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

(৩১৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন।" *(মুসলিম ৪০৮ নং)*

(৩১৫) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, (তার বিনিময়ে) সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি পাপ মোচন করেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" *(সহীহ নাসাঈ ১২৩০ নং)*

(৩১৬) হযরত আমের বিন রাবীআহ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর যত দরূদ পাঠ করবে, ফিরিশ্তা তার জন্য তত ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন। সুতরাং বান্দা চাহে তা কম করুক অথবা বেশী করুক।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৬৬৯নং)*

(৩১৭) হযরত আওস বিন আওস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---যে ব্যক্তি যত বেশী আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি মর্যাদায় তত বেশী আমার নিকটবর্তী হবে।" *(বাইহাকী, সহীহ তারগীব ১৬৭৩নং)*

(৩১৮) হযরত উমার ﷺ ও আলী ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও যমীনের মাঝে লটকে থাকে, (আকাশে ওঠে না বা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না) যতক্ষণ না নবীর উপর দরূদ পাঠ করা হয়।' *(তিরমিযী, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৭৫, ১৬৭৬নং)*

(৩১৯) হযরত আলী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি (সবচেয়ে বড়) বখীল, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ল না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৬৮৩নং)*

(৩২০) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়তে ভুল করল, সে আসলে বেহেশ্তের পথ ভুল করল।" *(ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৬৮২নং)*

(৩২১) হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায়

পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

(৩২২) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিও না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার উপর দরূদ পড়। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(আবূ দাঊদ ২০৪২, সহীহুল জামে' ৭২২৬নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, কারো মাধ্যমে মদীনায় সালাম পাঠানো ভুল। যেহেতু সালামের দূত ফিরিশ্তার সালামই নিশ্চয়তার সাথে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষ পথে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে পারে, মারা যেতে পারে, ভুলে যেতে পারে। তার পৌঁছতে দেরী হবে; কিন্তু ফিরিশ্তা বিদ্যুতবেগের চাইতে আরো বেশী বেগে সেই সালাম মহানবী ﷺ-এর খিদমতে পেশ করবেন।

## কোন মজলিসে আল্লাহর যিক্র এবং নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩২৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ই এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে তারা আল্লাহর যিক্র করে না এবং নবীর ﷺ উপর দরূদ পাঠ করে না, সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতিকর পরিণাম হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।" *(আবূ দাউদ, সহীহ তিরমিযী ২৬৯১নং, বাইহাকী, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪নং, আর হাদীসের শব্দাবলী তিরমিযীর।)*

(৩২৪) উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও সম্প্রদায় কোন মজলিস থেকে আল্লাহ যিক্র না করেই উঠে গেল, তারা যেন মৃত গাধার মত কোন কিছু হতে উঠে গেল। আর তাদের জন্য রয়েছে কমি ও পরিতাপ।" *(আবূ দাউদ ৪৮৫৫নং, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭নং)*

❁ এখানে লক্ষ্যণীয় যে, উচ্চস্বরে, সমস্বরে বা জামাআতী দরূদ-যিক্রের কথা বলা হয়নি। আসলে জামাআতী দরূদ-যিক্র হল বিদ্আত।

আল্লাহ যিক্র ছাড়া অন্য কথা বেশী বলা হৃদয় কঠোর হয়ে যাওয়ার একটি কারণ। আর এমন হৃদয় আল্লাহর নিকট থেকে অনেক দূরে। *(তিরমিযী ৩৩৮০নং)* অতএব যে মজলিস আল্লাহর কথা আলোচনার জন্য নয়, সে মজলিসে অংশগ্রহণ করে অযথা সময় নষ্ট করলে মানুষের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে। কোন নসীহতে সে হৃদয় নরম হবে না, কারো ব্যথায় সে হৃদয় আহা করবে না। আর কিয়ামতে হবে বড় পরিতাপ ও

আফশোসের বিষয়।

## নবী ﷺ-এর নাম শুনে দরূদ পাঠ ত্যাগ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩২৫) হযরত হুসাইন ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বখীল তো সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৯০৯নং, হাকেম ১/৫৪৯, সহীহুল জামে' ২৮৭৮নং)*

(৩২৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি; যার নিকট আমার (নাম) উল্লেখ হল অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়ল না। লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তি যার নিকট রমযান মাস এসে উপস্থিত হল অথচ তার গোনাহ-খাতা মাফ হওয়ার আগেই তা অতিবাহিত হয়ে গেল। আর লাঞ্ছিত হোক সে ব্যক্তিও যার নিকট তার পিতা-মাতা উভয়ে অথবা তাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হল অথচ তারা তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাতে পারল না।" (অর্থাৎ, তাদের খিদমত করে সে বেহেশ্ত্ যেতে পারল না।) *(তিরমিযী, হাকেম ১/৫৪৯নং, সহীহুল জামে' ৩৫১০নং)*

## অত্যাচারিত ও মুসাফির ব্যক্তি এবং পিতা-মাতার বদ্দুআ হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩২৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি দুআ এমন আছে যার কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই; অত্যাচারিতের দুআ, মুসাফির ব্যক্তির দুআ এবং ছেলের উপর তার মা-বাপের বদ্দুআ।" *(তিরমিযী ৩৪৪৮, ইবনে মাজাহ ৩৮৬২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৯৬নং)*

জানাযা ও তার পূর্বকালীন কর্ম-বিষয়ক অধ্যায়

## তাবীয ও কবচ ব্যবহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তোমাকে কল্যাণ দান করেন তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

(৩২৮) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর

নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর তিনি নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" *(আহমাদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

(৩২৯) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কি?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' একথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মসঊদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। হঠাৎ করে আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই না পড়াই, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)'

ইবনে মসঊদ ﷺ বললেন, "ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

.

*(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

❁ কুরআনী আয়াত বা সহীহ দুআ দরূদ দ্বারা ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়েয। তবে শির্কী বাক্য-সম্বলিত ঝাঁড়-ফুক বা মন্ত্র দ্বারা রোগী ঝাড়া শির্ক। যেমন দেব-দেবী, ফিরিশ্তা, জিন, শয়তান, ওলী-আওলিয়া প্রভৃতির নাম নিয়ে অথবা আবোল-তাবোল অবোধগম্য মনগড়া বাক্য দিয়ে ঝাঁড়-ফুঁক করা শির্ক। আর শির্কী মন্ত্রে যে কাজ হয়, তা হল শয়তানের কারসাজি।

অনুরূপ অকুরআনী তাবীয ব্যবহার করা শির্ক। কিন্তু কুরআনী তাবীয ব্যবহার শির্ক না হলেও তা অবৈধ। কারণ, (নাপাক অবস্থায় ব্যবহার করে) তাতে কুরআনের অবমাননা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে হলেও যোগ করা শির্ক।

## মৃত্যু-কামনা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৩০) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন বিপদ-রোগ এলে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যু-কামনা না করে। আর যদি একান্ত করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মরণ দাও।" *(বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০ নং)*

(৩৩১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা কামনা না করে এবং তা চেয়ে দুআও না করে। যেহেতু তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুমিনের জীবন তো মঙ্গলই বৃদ্ধি করে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৮২নং)*

(৩৩২) হযরত উম্মুল ফায্‌ল (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূলের চাচা পীড়িত হলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। আব্বাস মৃত্যুকামনা প্রকাশ করলে আল্লাহর রসূল তাঁকে বললেন, "হে চাচাজান! মৃত্যু কামনা করেন না। কারণ, আপনি নেক লোক হলে এবং হায়াত বেশী পেলে বেশী-বেশী নেকী করে নিতে পারবেন; যা আপনার জন্য মঙ্গলময়। আর গোনাহগার হলে এবং বেশী হায়াত পেলে আপনি গোনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন, সুতরাং তাও আপনার জন্য মঙ্গলময়। অতএব মৃত্যুকামনা করেন না।" *(হাকেম ১/৩৩৯, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ৪পৃঃ)*

## মাতম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৩৩) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করার ফলে কবরে তাকে আযাব দেওয়া হয়।" *(বুখারী ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, ইবনে মাজাহ ১৫৯৩নং, নাসাঈ)*

❁ মৃতব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার পরিবারবর্গকে নিজ মৃত্যু দরুন মাতম করার অসিয়ত করে অথবা মাতম না করার অসিয়ত না করে মারা গেলে এবং এর ফলে তার পরিবারবর্গ মাতম করে কান্নাকাটি করলে তার কবরে আযাব হবে।

(৩৩৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম ৬৭নং)*

(৩৩৫) হযরত আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।"

তিনি আরো বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।" *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

(৩৩৬) হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ (মক্কা থেকে মদীনায় এসে) মারা যান, তখন আমি বললাম, 'বিদেশী বিদেশে থেকেই মারা গেল! আমি তার জন্য এত কান্না কাঁদব যে, লোকমাঝে তার চর্চা হবে। এরপর আমি স্বামীর জন্য কাঁদার প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। এমন সময় মদীনার পার্শ্ববর্তী পল্লী থেকে এক মহিলা আমার মাতমে যোগদান করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল।

কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ তার সামনে এসে বললেন, "যে ঘর থেকে আল্লাহ শয়তানকে বহিষ্কার করে দিয়েছেন সেই ঘরেই তুমি কি শয়তানকে পুনরায় প্রবেশ করাতে চাও।" এরূপ তিনি দু'বার বললেন। ফলে কান্না করা হতে আমি বিরত হলাম, আর কাঁদলাম না।' *(মুসলিম ৯২২নং)*

(৩৩৭) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!" *(বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

(৩৩৮) হযরত আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, (আমার পিতা) আবূ মূসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। সে অবস্থায় আবু মূসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন

বললেন, 'সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চরবে বিলাপ করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুন্ডন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। *(বুখারী কাটা সনদে ১২৯৬নং, মুসলিম ১০৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮৬নং, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

❁ বর্তমান পরিবেশেও মাতম করে কান্না করা মহিলাদের একটি শিল্পকলা। তাই দেখা যায়, যে মাতম করে কাঁদে তার লোকমাঝে নাম করা হয় এবং যে কাঁদে না তার বদনাম হয়। সুতরাং এসব হাদীস শুনে ঐ হতভাগীদের অভিভাবকরা সোচ্চার হবেন কি? আল্লাহ এ সমাজের নারী-পুরুষকে সুমতি দান করুন। আমীন।

## মুর্দাকে গোসল ও কাফন দেওয়ার ফযীলত

(৩৩৯) হযরত আবু রাফে ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন (মৃত) মুসলিমকে গোসল দেয়, অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা চল্লিশ বার ক্ষমা করে দেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'সে তার পাপরাশি হতে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বের হয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তার চল্লিশটি গোনাহ মাফ করা হয়।"

"আর যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে কাফন পড়াবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশ্তের সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের বস্ত্র পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি তার জন্য কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করবে, আল্লাহ তার জন্য এমন এক গৃহের সওয়াব জারী করে দেবেন যা সে কিয়ামত পর্যন্ত বাস করার জন্য দান করে থাকে।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, ত্বাবারানীর কাবীর, আহকামুল জানায়েয ৫১ পৃঃ)*

(৩৪০) হযরত আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেয় অতঃপর তার ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তার গোনাহসমূহকে গোপন করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে কাফন পরাবে আল্লাহ তাকে (পরকালে) সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র পরিধান করাবেন।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৫৩নং)*

## জানাযার সাথে যাওয়া ও জানাযার নামায পড়ার ফযীলত

(৩৪১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার

হবে এক 'ক্বীরাত্ব' নেকী। আর যে ব্যক্তি দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার হবে দুই 'ক্বীরাত্ব' নেকী। জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাত্ব কি? তিনি বললেন, "দুই সুবৃহৎ পর্বত সমতুল্য।" *(বুখারী ১৩২৫নং, মুসলিম ৯৪৫নং)*

(৩৪২) আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস ষওবান ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে তার এক ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। অতঃপর যদি সে লাশ দাফন হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তবে তার দুই 'ক্বীরাত' সওয়াব লাভ হয়। আর 'ক্বীরাত্ব' হল উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।" *(মুসলিম ৯৪৬ নং)*

## জানাযায় ভালো লোক বেশী হওয়ার মাহাত্ম্য

(৩৪৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মাইয়্যেতের জন্য ১০০ জন মত মুসলিমের জামাআত জানাযা পড়ে প্রত্যেকে তার জন্য সুপারিশ করে, তার জন্য (আল্লাহর দরবারে) তাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হয়।" *(আহমাদ, মুসলিম ৯৪৭নং,তিরমিযী, নাসাঈ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১২০৯নং)*

(৩৪৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযায় যদি ৪০ জন এমন লোক নামায পড়ে যারা আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক (শির্ক) করেনি, তাহলে আল্লাহ তাদের সুপারিশ তার জন্য কবুল করে নেন।" *(আহমাদ, মুসলিম ৯৪৮নং,আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

(৩৪৫) মালেক বিন হুবাইরাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে যদি তার জন্য মুসলিমদের, তিন কাতার লোক জানাযা পড়ে, তাহলে তার জন্য (জান্নাত) অবধার্য হয়ে যায়।" (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।")

মারষাদ বিন আব্দুল্লাহ ইয়াযানী বলেন, 'মালেক (রঃ) জানাযার অংশগ্রহণকারী লোক কম দেখলে সকলকে তিন কাতারে ভাগ করে দিতেন।' *(আবু দাঊদ, তিরমিযী ২৭১৪নং)*

## শিশু সন্তান মারা গেলে পিতামাতার ধৈর্যের ফযীলত

(৩৪৬) হযরত আনাস বিন মালেক ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মুসলিম ব্যক্তির নাবালক তিনটি শিশু মারা যায় আল্লাহ তাকে তাদের প্রতি

তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে বেহেশ্ত্ দান করবেন।” *(বুখারী ১৩৮-১ নং)*

(৩৪৭) হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, মহিলারা একদা নবী ﷺ-কে বলল, ‘আমাদের (শিক্ষার) জন্য আপনার একটা দিন নির্ধারণ করুন। কারণ, আপনার নিকট আমাদের উপর পুরুষরাই প্রাধান্য লাভ করেছে।’ সুতরাং তিনি তাদের জন্য একটা দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঐ দিনে তাদেরকে সাক্ষাৎ করে নসীহত করলেন এবং বহু কিছু আদেশ দান করলেন। তাদেরকে তিনি ঐ দিনে যা বলেছিলেন তন্মধ্যে তাঁর একটি উক্তি ছিল, “যে মহিলার তিনটি শিশু মারা যাবে, সেই মহিলার জন্য ঐ শিশুরা জাহান্নাম থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।”

এক মহিলা বলল, ‘ আর দুটি মারা গেলে?’ তিনি বললেন, “দুটি মারা গেলেও। (তারা তার মায়ের জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা হবে।)” *(বুখারী ১০১ নং, মুসলিম ২৬৩৩ নং)*

(৩৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর মুমিন বান্দার জগদ্বাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (সন্তান)কে তুলে নেন; কিন্তু এর ফলে সে তাতে ধৈর্য ধরে ও সওয়াবের আশা রাখে, তখন তিনি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব প্রদান করতে পছন্দ করেন না।” *(নাসাঈ, আহকামুল জানায়েয ২৩ পৃঃ)*

## গর্ভচ্যুত ভ্রূণের মাহাত্ম্য

(৩৪৯) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! গর্ভচ্যুত (মৃত) শিশু তার নাভির নাড়ী ধরে নিজের মাতাকে বেহেশ্তের দিকে টেনে নিয়ে যাবে- যদি ঐ মা (তার গর্ভপাত হওয়ার সময়) ঐ সওয়াবের আশা রাখে তবে।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৫নং)*

## বিপদের সময় ‘ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন’ পাঠের ফযীলত

(৩৫০) নবী ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কোন বান্দার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে সে যদি বলে,

(অর্থাৎ, অবশ্যই আমরা সকলে আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার এই বিপদে সওয়াব দান কর এবং ওর চাইতে উত্তম বস্তু বিনিময়ে দান কর।)

তাহলে আল্লাহ তার ঐ বিপদে তাকে সওয়াব দান করেন এবং বিনিময়ে তাকে ওর চাইতে উত্তম বস্তু প্রদান করেন।”

হযরত উম্মে সালামাহ বলেন, ‘অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ পরলোকগমন করলেন, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ দুআ পড়েছিলাম। ফলে আল্লাহ আমাকে (আমার স্বামীর) বিনিময়ে তাঁর চেয়ে উত্তম (স্বামী) রসূল ﷺ-কে দান করলেন।’ *(মুসলিম ৯১৮-নং)*

# বিপদে ধৈর্য ধরার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদের তো অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, “ওদেরকে দু’বার পুরস্কৃত করা হবে, কারণ ওরা ধৈর্যশীল, ভালোর দ্বারা মন্দকে দূর করে এবং আমি ওদেরকে যে রুযী দান করেছি তা হতে ব্যয় করে। *(সূরা ক্বাসাস ৫৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, “যারা ঈমান এনে নেক কাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতে বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, সৎকর্মপরায়ণদের কত উত্তম পুরস্কার! যারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।” *(সূরা আনকাবূত ৫৮-৫৯ আয়াত)*

(৩৫১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “--- আর যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।” *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

(৩৫২) হযরত সুহাইব রূমী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মু’মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মুমিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।” *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

(৩৫৩) হযরত সা'দ বিন অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়েও নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা)হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

(৩৫৪) মুহাম্মাদ বিন খালেদের পিতামহ হতে বর্ণিত, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয় তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এই ভাবে সে ততক্ষণ বিপদগ্রস্ত থাকে,) যতক্ষণ না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়।" *(আহমাদ, সহীহ আবু দাউদ ২৬৪৯ নং)*

## রোগ ও অসুস্থতার মাহাত্ম্য

(৩৫৫) হযরত আবু মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফরে যায় তখন তার জন্য সেই আমলের সওয়াবই লিখা হয়, যে আমল সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ থাকা অবস্থায় করত।" *(বুখারী ২৯৯৬নং)*

(৩৫৬) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮- নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

(৩৫৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন মুমিন যখনই কোন কষ্ট অথবা রোগ অথবা দুশ্চিন্তা অথবা বিপদ অথবা দুর্ভাবনাগ্রস্ত হয়, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে মাফ করে দেন।" *(বুখারী ৫৬৪২, মুসলিম ২৫৭৩নং)*

(৩৫৮) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে দেয়; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর করে থাকে।" *(মুসলিম ৪৫৭৫নং)*

(৩৫৯) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা এক মহিলা এসে মহানবী ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মূর্ছা (মৃগী/জিন পাওয়া) রোগ আছে। আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যাতে তিনি আমার এ রোগ ভালো করে দেন।' মহানবী ﷺ বললেন, "তুমি চাইলে সবর কর, তার জন্য তুমি বেহেশ্ত্ পাবে। আর যদি তা না চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করি, যাতে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন।"

মহিলাটি বলল, 'বরং আমি সবর করব। কিন্তু সে সময় আমি বেপর্দা হয়ে যাই। তার জন্য আপনি দুআ করুন, যাতে আমি তা না হই।' তিনি তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী৫৬৫২, মুসলিম ২৫৭৬নং)*

(৩৬০) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেশ্ত্ দান করি।" *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

❁ প্রকাশ থাকে যে, বিপদে ও রোগের সময় ধৈর্য ধরলে এবং সওয়াবের আশা রাখলে তবেই উক্ত মর্যাদা লাভ হবে; নচেৎ না।

## বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার গুরুত্ব

(৩৬১) হযরত আম্র বিন হায্ম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে কোনও মুমিন ব্যক্তি তার ভায়ের বিপদে (সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে) তাকে সান্ত্বনা দান করবে, আল্লাহ সুবহানাহ তাকে দিয়ামতের দিন সম্মানের লেবাস পরিধান করাবেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০১নং)*

## কবর যিয়ারতের মাহাত্ম্য

(৩৬২) হযরত বুরাইদাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৭, আবূ দাউদ ৩২৩৫নং, আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫)* এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" *(আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫ প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা

করে সে করতে পারে; তবে যেন (সেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।” *(নাসাঈ ২০৩২নং)*

(৩৬৩) হযরত আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।” *(হাকেম ১/৩৭৬, আহমাদ ৩/২৩৭-২৫০)*

## কবর যিয়ারত করা হতে মহিলাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৬৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, “অধিক কবর যিয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৫৭৬নং, ইবনে হিব্বান, আহমাদ ২/৩৩৭, ৩৫৬)*

❁ সাধারণতঃ নারী হল দুর্বলমনা, আবেগময়ী। নারীর ধৈর্য, সহ্য ও স্থৈর্য পুরুষের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। তাছাড়া নারীকে নিয়ে সংঘটিত পাপের পরিমাণও অধিক। তাই নারীর জন্য মূলতঃ কবর-যিয়ারত বৈধ হলেও অধিকরূপে যিয়ারতকারিণী অভিশপ্তা।

## কবরের উপর বসা এবং মৃতের হাড় ভাঙ্গা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৬৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আঙ্গারে বসে তার কাপড় পুড়ে দেহের চামড়া পুড়ে যাওয়াটা কোন কবরের উপর বসার চাইতে অধিক উত্তম।” *(মুসলিম, ৯৭১, আবূ দাউদ ৩২২৮নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

(৩৬৬) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মৃত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গা জীবিত (মুসলিমের) হাড় ভাঙ্গার সমান।” (অর্থাৎ উভয়ের পাপ সমান।) *(আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনে মাজাহ ১৬১৬,, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৪৪৭৯নং)*

# কবরের উপর গম্বুজ, মসজিদ, মাযার বা দর্গা নির্মাণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৬৭) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন যে, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

"সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

(৩৬৮) হযরত আবুল হাইয়াজ আসাদী (রঃ) বলেন, 'একদা আলী বিন আবী তালেব ﷺ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই নির্দেশ দিয়ে পাঠাব না, যে নির্দেশ দিয়ে আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন? (তিনি বলেছিলেন,) "কোন মূর্তি (বা ছবি) দেখলেই তা নষ্ট করে ফেলো এবং কোন উঁচু কবর দেখলেই তা মাটি বরাবর করে দিও।" *(মুসলিম ৯৬৯নং)*

(৩৬৯) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যাতে কবরকে চুনকাম না করা হয়, কবরের উপর না বসা হয় এবং তার উপর ঘর না বানানো হয়।' *(মুসলিম ৯৭০নং)*

(৩৭০) হযরত আবূ মারষাদ গানাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবর সম্মুখ করে নামায পড়ো না।" *(মুসলিম ৯৭২নং)*

যাকাত ও সদকাহ্‌ অধ্যায়

## যাকাত প্রদানের মাহাত্ম্য

(৩৭১) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, 'আরে! কি হল, ওর কি হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬নং, মুসলিম ১৩নং)*

(৩৭২) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি; যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৪০নং)*

## যাকাত আদায় না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿

﴾

অর্থাৎ, "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডার (জমা) করে রাখে, আর তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে,) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য যা জমা করেছিলে তাই। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।" *(সূরা তাওবাহ ৩৪-৩৫ আয়াত)*

(৩৭৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না; যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে

যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উঁটের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উঁটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না -আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতে দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উঁটসকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উঁটদল তাদের খুড় দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে, তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা দোযখের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুড় দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে, তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে

আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা যিলযাল) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না সেই ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তদ্দ্বারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা হবে -যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।"

(৩৭৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴾

﴿

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত) (বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

(৩৭৫) আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ বলেছেন, “সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ ﷺ এর মুখে অভিশপ্ত।” *(ইবনে খুযাইমা, আহমাদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

(৩৭৬) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।” *(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

(৩৭৭) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে, সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।” *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮নং)*

(৩৭৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।” *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

(৩৭৯) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

۞ উপরোক্ত দু'টি হাদীসই যে কত সত্য তা প্রত্যক্ষ করা যায়। নিঃসন্দেহে এমন ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহর ওহী এবং এ বাণীর নবী সত্য নবী। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অআলা আ-লিহী অআসহাবিহী আজমাঈন।

## বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ থেকে দান করার ফযীলত

(৩৮০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

## দান করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাতে কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴾

অর্থাৎ, বল আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬১ আয়াত)*

(৩৮১) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

(৩৮২) উক্ত আবু হুরাইরা ﵁ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

(৩৮৩) উক্ত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করে বলেন, (ওদের উপমা) দুটি লোকের মত যাদের পরিধানে থাকে একটি করে লোহার জুব্বা। তাদের হাতদুটি বুক ও টুঁটির সাথে জরীভূত। এরপর দানশীল যখনই একটি কিছু দান করে, তখনই সেই জুব্বা তার দেহে ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি (ঢিলার কারণে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে আরো এঁটে যায় এবং প্রতিটি কড়া তার নিজের জায়গা বসে যায়।" বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর আঙ্গুল নিজের জামার বুকের খোলা অংশে রেখে ইঙ্গিত করলেন। তুমি তাঁকে দেখলে দেখতে, তিনি জুব্বাকে ঢিলা করতে চেষ্টা করলেন অথচ তা ঢিলা হল না। *(বুখারী ৫৭৯৭ নং, মুসলিম ১০২১ নং)*

(৩৮৪) হযরত আদী বিন হাতেম ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। যদি এক

টুকরা খেজুরও না পাও, তবে উত্তম কথা বলে।" *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

(৩৮৫) হযরত আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকাহ দ্বারা কর।" *(সহীহুল জামে ৩৩৫৮নং)*

(৩৮৬) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"

এ হাদীস শ্রবণ করে আবু মারষাদ কোন দিন ভুলেও কিছু না কিছু সদকাহ করতে ছাড়তেন না। হয় কেক, না হয় পিঁয়াজ (ছোট কিছুও) তিনি দান করতেন। *(আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

(৩৮৭) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠান্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮৭৩নং)*

(৩৮৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বান্দা বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ তার আসল মাল হল তাই, যা খেয়ে শেষ করেছে অথবা পরে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে জমা রেখেছে। এ ছাড়া যা কিছু তার সবই চলে যাবে এবং লোকের জন্য ছেড়ে যাবে।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৮১৩৩নং)*

(৩৮৯) মা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী-পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করে তার গোশ্ত্ দান করা হল। আল্লাহর রসূল ﷺ এসে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কি বাকী আছে?" আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বললেন, 'তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।' নবী ﷺ বললেন, "বরং তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া সবটাই বাকী আছে।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

(৩৯০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দান করলে মাল কমে যায় না। ক্ষমাশীলতার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বর্ধিত করেন এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন।" *(মুসলিম ২৫৮৮নং, তিরমিযী)*

(৩৯১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'ওমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। সেখান থেকে নালা বেয়ে সেই পানি বইতে শুরু করল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে

কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম ১৯৮৪নং)*

## কৃপণতা ও বখীলি হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾

﴿

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এই ধারণা না করে যে, তা (কৃপণতা) তাদের জন্য মঙ্গলকর। বরং তা তাদের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর (প্রতিপন্ন হবে)। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-মালকে কিয়ামতের দিন বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত)*

(৩৯২) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

(৩৯৩) আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমাদ ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ২/৭২, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

(৩৯৪) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।" *(আহমাদ ২/৩২০, আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৩৭০৯নং)*

(৩৯৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, প্রত্যহ বান্দাগণ যখন ভোরে ওঠে, তখন দুই ফিরিশ্তা আকাশ হতে অবতরণ করেন এবং

ওদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।'' *(বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০নং)*

(৩৯৬) উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (পীড়িত) বিলাল ﷺ-কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য এক স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী ﷺ বললেন, "হে বিলাল! একি?!" বিলাল বললেন, 'আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বিলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।" *(আবূ য়্যা'লা, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯০৯নং)*

## আত্মীয়-স্বজনকে উদ্বৃত্ত মাল না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৩৯৭) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি 'শুজা' নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

(৩৯৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও ব্যক্তির নিকট তার চাচাতো ভাই এসে তার উদ্বৃত্ত মাল চায় এবং সে যদি তাকে তা না দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘাস না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার (কুয়া বা ঝরনার) অতিরিক্ত পানিও (গবাদি পশুকে) দান করে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন না।" *(ত্বাবারানীর সাগীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৮৮৪নং)*

## গোপনে দান করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি তোমরা তা

গোপনভাবে কর ও গরীবদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য বেশী উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে অবহিত। *(সূরা বাকারাহ ২৭১ আয়াত)*

(৩৯৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যে কিছু দান করে এমনভাবে গোপন করে, যাতে তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাতও জানতে পারে না।” *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

(৪০০) হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

❁ গোপনে দান করলে দাতা লোকপ্রদর্শন তথা ছোট শির্ক থেকে বাঁচতে পারে, গোপনে তার নিয়ত একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হয়, যাকে দান করা হয় সেও লোকের সামনে দান গ্রহণের লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পায়, সেই জন্যই গোপনে দান করাই বেশী উত্তম। অবশ্য যেখানে সেসব ভয় থাকে না এবং প্রকাশ্য দান করাতে অন্য কোন হিকমত; যেমন দাতাদের মাঝে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে প্রকাশ্যে দান দেওয়াই উত্তম। আর মনের খবর আল্লাহই ভালো জানেন।

## সচ্ছলতা রেখে দান করার গুরুত্ব

(৪০১) হযরত হাকীম বিন হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হল সেই দান, যার পর সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে।) আর যে ব্যক্তি (যাঞ্চ্ঞা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত) রাখবেন।” *(বুখারী ১৪২৭ নং)*

(৪০২) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সেই দানই উত্তম, যার পরে অভাব আসে না। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার নিকট-আত্মীয় থেকে দান করা শুরু কর।”

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, (মাল না থাকলে) তোমার বিবি তোমাকে বলবে, ‘আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে তালাক দাও।’ তোমার দাস বা দাসী বলবে, ‘আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে বিক্রি করে দাও।’ তোমার ছেলে বলবে, ‘আমাকে কার ভরসায়

ছেড়ে যাবে?’ *(বুখারী ৫৩৫৫নং, ইবনে খুযাইমাহ)*

(৪০৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?’ উত্তরে তিনি বললেন, “তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে, তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।” *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ১০৩২ নং)*

## স্বামীর মাল হতে স্ত্রীর দান করার ফযীলত

(৪০৪) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, মহিলা যখন তার (স্বামী) গৃহের খাদ্য হতে (অনিষ্ট বা) অপব্যয় না করে (ক্ষুধার্তকে) দান করে, তখন তার জন্য তার দান করার সওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য তার উপার্জন করার সওয়াব লাভ হয়। আর অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় খাজাঞ্চীরও। ওদের কেউই কারো সওয়াব কিছুমাত্র কমিয়ে দেয় না।” *(বুখারী ১৪৪১ নং, মুসলিম ১০২৪ নং)*

❁ অবশ্য স্বামীর অনুমতি না থাকলে স্ত্রী তার কোন মালই দান করতে বা নিজ মা-বোন-বাপ-ভাইকে উপহার দিতে পারে না। দিলে তা খেয়ানত বলে গণ্য হবে।

(৪০৫) হযরত আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু খরচ না করে।” বলা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?’ তিনি বললেন, “তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৩১নং)*

## দুধ খাওয়ার জন্য দুগ্ধবতী পশু ধার দেওয়ার ফযীলত

(৪০৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “শোনো! কোন ব্যক্তি কোন পরিবারকে এমন দুধাল পশু দুধ খাওয়ার জন্য (কিছুকাল অবধি) ধার দেয়; যে সকালে এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় এবং সন্ধ্যায়ও এক বড় পাত্রপূর্ণ দুধ দেয় তবে তার সওয়াব অবশ্যই খুব বড়।” *(মুসলিম ১০১৯ নং)*

(৪০৭) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “যে কোন দুগ্ধবতী পশু কাউকে দুধ খেতে ধার দেয়, তবে ঐ পশু (তার জন্য) সকালে সদকাহর সওয়াব অর্জন করে দেয় এবং সন্ধ্যাতেও সদকাহর সওয়াব অর্জন করে দেয়; সকালে

সকালের পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যার পানীয় দুগ্ধ দেওয়ার মাধ্যমে (ঐ সদকাহ্‌র সওয়াব লাভ হয়)।” *(মুসলিম ১০২০ নং)*

## ফসল ও গাছ লাগানোর মাহাত্ম্য

(৪০৮) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে কোন মুসলিম যখন কোন গাছ লাগায় অথবা ফসল বোনে অতঃপর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা পশু (তার ফল ইত্যাদি) খায়, তখন ঐ খাওয়া ফল-ফসল তার জন্য সদকাহ স্বরূপ হয়।” *(বুখারী ২৩২০ নং, মুসলিম ১৫৫৩ নং)*

(৪০৯) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ১৪২৪নং)*

## সাদকায়ে জারিয়ার মাহাত্ম্য

(৪১০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), উপকারী ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।” *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

(৪১১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সহিত মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্‌ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে; এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, ইবনে খুযাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

❁ আল্লাহর নেক বান্দারা জীবিত অবস্থায় তো আমল করেনই। তবুও মরণের পরেও যাতে সওয়াব পেতে থাকেন তার জন্য একটা সুব্যবস্থা করে যান। কবর, কিয়ামত ও দোযখের আযাব মাফ করাবার উদ্দেশ্যে এবং বেহেশ্তে নিজ মান সুউন্নত করার উদ্দেশ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যান যার সওয়াব মরণের পরেও জারী থাকে। মসজিদ, মাদ্রাসা, এতীম-খানা, হাসপাতাল, কল, কুয়া প্রভৃতি নির্মাণ করে তাঁরা

মানুষের কাছে মরেও অমর হয়ে থাকেন এবং পরকালেও লাভবান হন। মসজিদ-মাদ্রাসার নামে জমি-জায়গা ওয়াকফ্ করে যান একই উদ্দেশ্যে। আল্লাহর দেওয়া তাঁদের নিজ মেহনত বলে উপার্জিত সেই সম্পদ-সম্পত্তি তাঁদের ছেলে-মেয়েরা ঠিক পথে ব্যয় করবে কি না -এই আশঙ্কায় সময় থাকতে নিজের হাতে সম্বল বেঁধে নেন। আসলে এঁরাই হলেন আল্লাহর সাবধানী বান্দা। আল্লাহ তাঁদের ধনে-মানে-জ্ঞানে বর্কত দিন। আমীন।

## পানি দান করার গুরুত্ব

(৪১২) হযরত সা'দ বিন উবাদাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, "পানি পান করানো।" *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭১ নং)*

(৪১৩) উক্ত সা'দ ﵁ হতেই বর্ণিত, 'তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ ﵁ একটি কুয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(সহীহ আবু দাউদ ১৪৭৪ নং)*

(৪১৪) হযরত সুরাক্বাহ বিন জু'শুম ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উঁট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উঁটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। (ঐ) উঁটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭২ নং)*

## উদ্বৃত্ত পানি পিপাসার্তকে দান না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪১৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠিন আযাব। ওদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি, যার নিকট গাছ-পানিহীন প্রান্তরে উদ্বৃত্ত পানি থাকে অথচ সে মুসাফিরকে তা দান করে না।" (এক বর্ণনায় এ কথা অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আজ আমি নিজ অনুগ্রহ তোমাকে দান করব না, যেমন

তুমি তোমার উদ্বৃত্ত জিনিস দান করনি; যা তোমার মেহনতের উপার্জনও ছিল না। *(বুখারী ২৩৬৯, মুসলিম ১০৮-নং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

## দান দিয়ে ফেরৎ নেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪১৬) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয়, সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে অতঃপর সেই বমি আবার চেঁটে খায়।" *(বুখারী ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম ১৬২২নং, আসহাবে সুনান)*

## যাকাত আদায়ে সীমালংঘন ও খেয়ানত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪১৭) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আমরা যাকাত আদায়কারীরূপে নির্বাচন করেছি এবং তার উপর তার রুজী (পারিশ্রমিক) নির্ধারিত করেছি, সে ব্যক্তি তা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৭৪নং)*

(৪১৮) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁকে (যাকাৎ) সদকাহ আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন, তখন বললেন, "হে আবূ অলীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহি-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি সত্যই তাই?' বললেন, "হ্যাঁ, তাই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে।" (উবাদাহ) বললেন, 'তাহলে সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকুরী করব না।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৭৫নং)*

(৪১৯) হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আয্দের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে

সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﵁ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী ৬৯৭৯, মুসলিম ১৮৩২নং, আবূ দাউদ)*

❁ আদায় করতে গিয়ে কোন উপহার গ্রহণ করায় যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জাল চেক নিয়ে আদায় করলে অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা করলে অথবা ৫০ কে ৫ করলে কি অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং মাদ্রাসার আদায়কারীরা উপদেশ গ্রহণ করবেন কি?

## যাচ্ঞা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪২০) হযরত ইবনে উমার ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যাচ্ঞা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।" *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ১০১৪নং, নাসাঈ, আহমাদ ২/ ১৫)*

(৪২১) উক্ত হযরত ইবনে উমার ﵁ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যাচনা হল কিয়ামতের দিন যাচনাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৭৮৫নং)*

(৪২২) হযরত হুবশী বিন জুনাদাহ ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খেল), সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খেল।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

(৪২৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাহে সে কম করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম ১০৪১নং, ইবনে মাজাহ)*

(৪২৪) হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি বিষয় এমন রয়েছে -সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে -যদি আমি (সেগুলির বাস্তবতার উপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না।) দান

করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন।" *(আহমাদ, আবূ য়্যা'লা, বাযযার, সহীহ তারগীব ৮০৫ নং)*

## আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করা এবং কেউ আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করলে তাকে না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪২৫) হযরত আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, "সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করে। আর সে ব্যক্তিও অভিশপ্ত, যার নিকট হতে আল্লাহর নামে কিছু যাচ্ঞা করা হয় অথচ সে যাচ্ঞাকারীকে দান করে না; যদি সে অবৈধ (বা অবৈধভাবে) কিছু না চেয়ে থাকে তবে। *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮৪১ নং)*

(৪২৬) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে ঘৃণ্য লোকের কথা বলে দেব না কি? যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নামে কিছু চাওয়া হয় অথচ সে তা প্রদান করে না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৪৪নং)*

## উপকারীর কৃতজ্ঞতা না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪২৭) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয় সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় করে দেয়, যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না) সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তাকে দেওয়া হয়নি সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মত। *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

❁ মিথ্যা জাঁক ও ঠাটবাট ঘৃণ্য কাজ। আলেম না হয়েও আলেমের লেবাস পরলে, শিক্ষিত না হয়েও শিক্ষিতের বেশ ধারণ করলে, অথবা যে যা নয় সে তা মিথ্যারূপে ভাবে-ভঙ্গিমায় প্রকাশ করলে মিথ্যা দুই লেবাস পরা হয়।

(৪২৮) হযরত আশআয বিন কাইস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র করল না, সে আল্লাহর শুক্র করল না।"

*(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৯৫৭নং, আবূদাউদ ও তিরমিযীও হযরত আবূ হুরাইরা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

❁ শুকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, দাতার-দানের কথা স্বীকার করে, সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করে এবং দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করে।

রোযা অধ্যায়

## রোযার মাহাত্ম্য

(৪২৯) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, “আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।’ রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সহিত লড়তে চায় তবে সে যেন বলে, ‘আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।’ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু’টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে। *(বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)*

(৪৩০) হযরত সাহ্ল বিন সা’দ ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম ‘রাইয়ান।’ কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।” *(বুখারী ১৮৯৬ নং, মুসলিম ১১৫২ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

(৪৩১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ আর কুরআন বলবে, ‘আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ নবী ﷺ বলেন, “অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার ‘কিতাবুল জু’, সহীহ তারগীব ৯৬৯ নং)*

(৪৩২) হযরত হুযাইফা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর যে ব্যক্তির

জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুটিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৯৭২ নং)*

(৪৩৩) হযরত আবু উমামাহ ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আজ্ঞা করুন।' তিনি বললেন, রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।' তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, "তুমি রোযা রাখ, কারণ এর কোন তুলনাই নেই।' *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম সহীহ তারগীব ৯৭৩ নং)*

(৪৩৪) হযরত আবু সাঈদ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।" *(বুখারী ২৮৪০ নং, মুসলিম ১১৫৩ নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৪৩৫) হযরত আম্র বিন আবাসাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে, সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯৭৫ নং)*

## রমযানের রোযা, তারাবীহ্র নামায ও বিশেষতঃ শবেকদরে নামাযের ফযীলত

(৪৩৬) হযরত আবুহুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে শবেকদরে নামায পড়বে তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমযানের রোযা রাখবে, তারও পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।" *(বুখারী ১৯০১ নং মুসলিম ৭৬০ নং আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(৪৩৭) উক্ত আবু হুরাইরা ؓ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাস রেখে সওয়াবের আশায় রমযানের (রাত্রে তারাবীহর) নামায পড়ে তার পূর্বেকার গোনাহসমূহ মোচন হয়ে যায়।" *(বুখারী ২০০৯ নং, মুসলিম ৭৫৯ নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৪৩৮) হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ

মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

(৪৩৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "রমযান উপস্থিত হলে জান্নাতের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করা হয়, দোযখের দ্বারসমূহকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয় আর সকল শয়তানকে করা হয় শৃঙ্খলিত।" *(বুখারী ১৮৯৯, মুসলিম ১০৭৯)*

(৪৪০) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "রমযান মাসের প্রথম রাত্রি যখন আগত হয় তখন সকল শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও খোলা হয় না। পরন্তু জান্নাতের সকল দরজা খুলে রাখা হয়, সুতরাং তার একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী এই বলে আহ্বান করে, 'হে মঙ্গলকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর হে মন্দকামী! তুমি পিছে হটো (ক্ষান্ত হও)। আল্লাহর জন্য রয়েছে দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (সম্ভবতঃ তুমিও তাদের দলভুক্ত হতে পার)।' এরূপ আহ্বান প্রত্যেক রাত্রেই হতে থাকে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৪ নং)*

(৪৪১) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েই গেল। এই মাসে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যে ব্যক্তি ঐ রাত্রের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হল, সে যেন সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থেকে গেল। আর একান্ত চিরবঞ্চিত ছাড়া ঐ রাত্রের কল্যাণ থেকে অন্য কেউ বঞ্চিত হয় না।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৯৮৬)*

(৪৪২) হযরত আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যহ ইফতারী করার সময় আল্লাহ বহু মানুষকেই দোযখ থেকে মুক্তিদান করে থাকেন।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৯৮৭ নং)*

(৪৪৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই (রমযানের) দিবারাত্রে আল্লাহর জন্য রয়েছে বহু (দোযখ থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যাদেরকে তিনি মুক্ত করে থাকেন)। আর মুসলিমের জন্য রয়েছে প্রত্যহ দিবারাত্রে গ্রহণ (কবুল) যোগ্য দুআ। (প্রার্থনা করলে মঞ্জুর হয়ে থাকে।) *(বায্যার, সহীহ তারগীব ৯৮৮ নং)*

## বিনা ওজরে রমযানের রোযা নষ্ট করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪৪৪) হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর উর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশবেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।" *(ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৯৯১নং)*

❁ সুতরাং যারা রোযা মোটেই রাখে না অথবা ইচ্ছাকৃত ত্যাগ করে তাদের শাস্তি কি তা অনুমেয়।

## রোযা রেখে গীবত করা, অশ্লীল ও মিথ্যা বলা প্রভৃতি হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪৪৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে (রোযাদার) মিথ্যা কথা এবং অসার কর্ম ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(বুখারী ১৯০৩নং, আসহাবে সুনান)*

## শওয়ালের ছয় রোযার মাহাত্ম্য

(৪৪৬) হযরত আবু আইয়ূব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে, সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।" *(মুসলিম ১১৬৪ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

## অহাজীর জন্য আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত

(৪৪৭) হযরত আবু ক্বাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কে আরাফার দিনে রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "(উক্ত রোযা) গত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের কৃত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়।" *(মুসলিম ১১৬২ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(৪৪৮) হযরত সাহ্ল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আরাফার দিন রোযা রাখে তার উপর্যুপরি দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(আবু য়্যা'লা, সহীহ তারগীব ৯৯৮নং)*

## মুহার্রম মাসে রোযা রাখার গুরুত্ব

(৪৪৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযান মাসের রোযার পরে পরেই শ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মহর্রমের রোযা। আর ফরয নামাযের পরে পরেই শ্রেষ্ঠ নামায হল রাত্রের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম ১১৬৩ নং, আবু দাউদ, নাসাঈ ইবনে মাজাহ)*

## আশূরার রোযার ফযীলত

(৪৫০) হযরত আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লার রসূল ﷺ আশুরার (১০ই মুহার্রামের) দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "(উক্ত রোযা) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেয়।" *(মুসলিম ১১৬২, প্রমুখ)*

(৪৫১) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশুরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)*

❁ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায়

এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।" সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ১১৩০নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি আশূরার রোযা রাখবে তার জন্য তার একদিন আগে (৯ তারীখে)ও একটি রোযা রাখা সুন্নত। যেহেতু ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাঊদ ২৪৪৫নং)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখ।' *(বাইহাকী ৪/২৮৭, আব্দুর রাযযাক ৭৮৩৯নং)*

পক্ষান্তরে "তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি রোযা রাখ" -এই হাদীস সহীহ নয়। *(ইবনে খুযাইমা ২০৯৫নং, আলবানীর টীকা দ্রঃ)* তদনুরূপ সহীহ নয় "তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি রোযা রাখ" - এই হাদীস। *(যাদুল মাআদ ২/৭৬ টীকা দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, ৯ ও ১০ তারীখেই রোযা রাখা সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারীখে রোযা রাখা মকরূহ। *(ইবনে বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৭০)* যেহেতু তাতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, 'মকরূহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশূরার দিন) রোযা রাখলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।'

জ্ঞাতব্য যে, হুসাইন ؓ-এর এই দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ রোযার কোন নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ؑ এই দিনে রোযা রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপর মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জঘন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

## শা’বান মাসে রোযা রাখার গুরুত্ব

(৪৫২) হযরত উসামাহ বিন যায়দ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা’বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল রোযা রাখা অবস্থায় (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক।” *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ১০০৮-নং)*

## প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখার মাহাত্ম্য

(৪৫৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য।” *(বুখারী ১৯৭৯নং, মুসলিম ১১৫৯ নং)*

(৪৫৪) হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ধৈর্যের (রমযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্‌কা দূর করে দেয়।” *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১০১৮-নং)*

## সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত

(৪৫৫) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত ,তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১০২৭নং)*

(৪৫৬) উক্ত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যার নিজ ভায়ের সহিত বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।” *(মুসলিম ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)*

## দাঊদ عليه السلام-এর রোযার মাহাত্ম্য

(৪৫৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ ﵇-এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নামায হল দাউদ ﵇-এর নামায। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে নামায পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোযা রাখতেন।” *(বুখারী ১১৩১ নং, মুসলিম ১১৫৯ নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

## সেহরী খাওয়ার গুরুত্ব

(৪৫৮) হযরত আনাস বিন মালেক ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।” *(বুখারী ১৯২৩ নং, মুসলিম ১০৯৫ নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(৪৫৯) হযরত ইবনে উমর ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সেহরী খায়, আর ফিরিশ্তাবর্গও তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৫৩ নং)*

## রোযা ইফতার করানোর ফযীলত

(৪৬০) হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায়, সেই ব্যক্তিও ঐ রোযাদারের সমপরিমাণই সওয়াব অর্জন করে। আর এতে ঐ রোযাদারের সওয়াব কিঞ্চিৎ পরিমাণও কম হয়ে যায় না।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১০৬৫ নং)*

## স্বামী উপস্থিত থাকলে তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪৬১) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কোন মহিলার জন্য এ হালাল নয় যে, তার স্বামী (ঘরে) উপস্থিত থাকাকালে তার বিনা অনুমতিকে সে (নফল) রোযা রাখে এবং তার বিনা অনুমতিতে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে কাউকে অনুমতি দেয়।” *(বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)*

❁ স্বামীর যৌনসুখে বাধা পড়বে বলে নফল ইবাদত নিষেধ। সুতরাং যে হতভাগীরা রোযা না রেখেও স্বামীর যৌনসুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না অথবা যৌন-মিলনে সম্মত

হয় না, তাদের জন্য তা হালাল কি?

হজ্জ ও কুরবানী অধ্যায়

## যুলহজ্জের প্রথম দশদিনের মাহাত্ম্য

(৪৬২) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এই (যুলহজ্জ মাসের) দশটি দিন ছাড়া এমন কোন অন্য দিন নেই, যেদিনের নেক আমল আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (অন্যান্য দিনে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও নয়। তবে (হ্যাঁ, সেই ব্যক্তির আমল ঐ দিনগুলিতে আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হবে), যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে যায়, অতঃপর তার কিছুই নিয়ে সে আর ফিরে আসে না।" *(বুখারী ৯৬৯নং, প্রমুখ)*

## সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, অতএব তুমি নামায পড় তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এবং কুরবানী কর। *(সূরা আসর ২আয়াত)*

(৪৬৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে ব্যক্তি যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়। *(হাকেম, সহীহ তারগীব ১০৭২নং)*

## হজ্জ ও উমরার ফযীলত

(৪৬৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বললেন, "আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমান (বিশ্বাস)। বলা হল, 'অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" বলা হল 'অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, "গৃহীত (আল্লাহর নিকট কবুল হয় এমন) হজ্জ।" *(বুখারী ২৬, ১৫১৯ নং, মুসলিম ৮৩ নং)*

(৪৬৫) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় ও তাতে কোন প্রকারের যৌনাচার ও পাপাচরণ করে না, সে ব্যক্তি সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।" *(বুখারী ১৫২১ নং, মুসলিম ১৩৫০ নং)*

(৪৬৬) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক উমরাহ অপর উমরাহ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত পাপরাশির কাফ্ফারাহ। আর গৃহীত হজ্জের বিনিময় জান্নাত বই কিছু নয়।" *(বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯ নং)*

(৪৬৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা হজ্জকে উমরাহ ও উমরাহকে হজ্জের অনুগামী কর। (অর্থাৎ হজ্জ করলে উমরাহ ও উমরাহ করলে হজ্জ কর।) কারণ, হজ্জ ও উমরাহ উভয়েই দারিদ্র ও পাপরাশিকে সেইরূপ দূরীভূত করে যেরূপ (কামারের) হাপর লোহার ময়লাকে দূরীভূত করে ফেলে।" *(সহীহ নাসাঈ ২৪৬৭ নং)*

(৪৬৮) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হজ্জ ও উমরাহকারিগণ আল্লাহর বিশেষ প্রতিনিধিদল (অতিথি)। আল্লাহ তাদেরকে (কা'বা শরীফ যিয়ারতের জন্য) আহবান করলে তারা সারা দিয়ে (উপস্থিত হয়ে) থাকে। আর তারা তাঁর নিকট চাইলে তিনি তাদেরকে দান করে থাকেন।" *(বাযযার, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮২০ নং, সহীহুল জামে ৩১৭৩ নং)*

(৪৬৯) হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখছি, জিহাদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। অতএব আমরা (মহিলারা) কি জিহাদ করব না?' উত্তরে তিনি বললেন, "না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, গৃহীত হজ্জ।" *(বুখারী ১৫২০নং)*

## সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ (٩٧)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার মক্কায় যাওয়ার সামর্থ্য আছে তার পক্ষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ (ক'বা) গৃহের হজ্জ করা ফরয। আর যে তা অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন। *(সূরা আ-লে ইমরান ৯৭আয়াত)*

(৪৭০) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে বান্দাকে আমি দৈহিক সুস্থতা দিয়েছি এবং আর্থিক প্রাচুর্য দান করেছি, অতঃপর তার পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় অথচ আমার দিকে (হজ্জব্রত

পালন করতে) আগমন করে না, সে অবশ্যই বঞ্চিত।" *(ইবনে হিব্বান ৩৬৯৫নং, বাইহাকী ৫/২৬২, আবূ য়্যা'লা ১০৩১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৬২নং)*

## তালবিয়্যাহ পড়ার ফযীলত

(৪৭১) হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখনই কোন মুসলিম তালবিয়্যাহ পাঠ করে তখনই (তার সাথে) তার ডানে ও বামের পাথর, গাছপালা ও (পাথুরে) মাটি প্রত্যেকেই তালবিয়্যাহ পড়ে থাকে; এমন কি পূর্ব ও পশ্চিম হতে পৃথিবীর শেষ সীমান্তও (তালবিয়্যাহ পাঠ করে থাকে।)" *(সহীহ তিরমিযী ৬৬২ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৬৩ নং)*

❁ 'তালবিয়্যাহ' হল ইহরাম বাঁধার পর 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা---' দুআ পড়া।

## আরাফাতে অবস্থানের গুরুত্ব

(৪৭২) হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আরাফার দিন অপেক্ষা আর এমন কোন দিন নেই, যেদিনে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বান্দাদেরকে দোযখ হতে অধিকরূপে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি এদিনে (বান্দাদের) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্তামন্ডলীর নিকট গর্ব করে বলেন, 'ওরা কি চায়?' *(মুসলিম ১৩৪৮ নং)*

## হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ ও রুক্নে য়্যামানী স্পর্শ করার ফযীলত

(৪৭৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর (প্রভা)কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয়মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন তাহলে উদয় ও অস্তাচল (দিগ্দিগন্ত)কে উভয়ে জ্যোতির্ময় করে রাখত।" *(সহীহ তিরমিযী ৬৯৬ নং, সহীহুল জামে ১৬৩৩ নং)*

(৪৭৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই এই পাথর (হাজরে আসওয়াদ) কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে; এর হবে দুটি চক্ষু, যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে। এর হবে জিহ্বা, যদ্দ্বারা সে কথা বলবে; সেদিন সেই ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দান করবে যে ব্যক্তি যথার্থরূপে তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে খুযাইমাহ ২৩৮২ নং)*

(৪৭৫) হযরত ইবনে উমর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(হাজরে আসওয়াদ ও রুক্নে য়্যামানী) উভয়কে স্পর্শ পাপ মোচন করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ,*

*সহীহ নাসাঈ ২৭৩২ নং)*

## তওয়াফের মাহাত্ম্য

(৪৭৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ করে দুই রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৯৩ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫ নং)*

(৪৭৭) উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত চক্র তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২ নং)*

## মুযদালিফায় অবস্থানের ফযীলত

(৪৭৮) হযরত বিলাল বিন রাবাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুযদালিফার প্রভাতে তাঁকে বললেন, "হে বিলাল! জনমন্ডলীকে নীরব হতে আদেশ কর।" অতঃপর তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের এই (মুযদালিফার) অবস্থান ক্ষেত্রে তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে সৎশীলব্যক্তির কারণেই গোনাহগারকে প্রদান করেছেন (বহু কিছু)। আর সৎশীল লোকদেরকে তাই প্রদান করেছেন যা তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছে। আল্লাহর নাম নিয়ে (মিনার দিকে) যাত্রা শুরু কর।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২৪ নং)*

## রমযানে উমরাহ করার গুরুত্ব

(৪৭৯) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসার গোত্রের উম্মে সিনান নাম্নী এক মহিলাকে বললেন, "আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কে বাধা দিল?" মহিলাটি বলল, 'অমুকের বাপের (স্বামীর) মাত্র দুটি সেচনকারী উঁট ছিল; তার মধ্যে একটি নিয়ে ওরা বাপ-বেটায় হজ্জে গিয়েছিল। আর অপরটি দিয়ে আমাদের এক খেজুর বাগান সেচতে হচ্ছিল। (তাই আমার সওয়ার হয়ে যাওয়ার মত আর উঁট ছিল না।) তিনি বললেন, "তাহলে রমযানে একটি উমরাহ একটি হজ্জের অথবা আমার সাথে একটি হজ্জ করার সমান সওয়াব রয়েছে। (অতএব তা তুমি করে ফেল।)" *(মুসলিম ১২৫৬ নং)*

## হজ্জ বা উমরায় কেশ মুন্ডন করার ফযীলত

(৪৮০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ (হজ্জের সময়

দুআ করে) বললেন, “হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।” সকলে বলল, ‘হে আল্লাহর রসুল! আর কেশকর্তন- কারীদেরকে?’ তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর কেশ কর্তনকারী-দেরকে?’ তিনি পনুরায় বললেন, “হে আল্লাহ! কেশমুন্ডনকারীদেরকে তুমি ক্ষমা কর।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর কেশকর্তন-কারীদেরকে?’ এবারে তিনি বললেন, “আর কেশকর্তনকারীদেরকেও (ক্ষমা কর।)” *(বুখারী ১৭২৮ নং, মুসলিম ১৩০২ নং)*

## যমযমের পানির মাহাত্ম্য

(৪৮১) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, “যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

(৪৮২) হযরত আবু যার্র ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় তা (যমযমের পানি) বর্কতপূণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগনিরাময়ের ঔষধ।” *(ত্বাবরানী, বাযযার, সহীহুল জামে’ ২৪৩৫ নং)*

## তিন মসজিদ ও তাতে নামায পড়ার ফযীলত

(৪৮৩) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা’বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।” *(বুখারী ১৯৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)*

(৪৮৪) উক্ত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।” *(মুসলিম ১৩৯৫ নং)*

(৪৮৫) হযরত জাবের ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমার মসজিদে একটি নামায মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর মসজিদে হারামে (কা’বার মসজিদে) একটি নামায অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৩৮৩৮ নং)*

(৪৮৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সুলাইমান বিন দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) যখন বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণ করেন,

তখন তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করলেন; তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন বিচার মীমাংসা প্রার্থনা করলেন যা তাঁর মীমাংসার অনুরূপ হয়। তাঁকে তাই দেওয়া হল। তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট এমন সাম্রাজ্য চাইলেন যা তাঁর পরে যেন কেউ পেতে না পারে। তাই তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি যখন মসজিদ নির্মাণ শেষ করলেন, তখন আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট প্রার্থনা করলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে; যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪০৮ নং, সহীহ নাসাঈ ৬৬৯ নং)*

## কুবার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত

(৪৮৭) হযরত সাহল বিন হুনাইফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (স্বগৃহ হতে ওযূ করে) বের হয়ে এই মসজিদে (কুবায়) উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তির একটি উমরাহ আদায় করা সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

(৪৮৮) হযরত উসাইদ বিন হুযাইর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কুবার মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব একটি উমরাহ করার সমতুল্য।" *(আহমাদ, তিরমিযী, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৮৭২ নং)*

## মক্কা মুকার্রামার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তো বাক্কা (মক্কা)র (কা'বা গৃহ)। উহা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে; (যেমন) মাকামে ইবরাহীম (পাথরের উপর ইবরাহীমের দাঁড়ানোর পদচিহ্ন)। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। *(সূরা আলে ইমরান ৯৬-৯৭ আয়াত)*

﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি সেখানে (মাসজিদুল হারামে) সীমালংঘন করে পাপ কার্য করতে ইচ্ছা করে, তাকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব। *(সূরা হাজ্জ ২৫*

*আয়াত)*

(৪৮৯) হযরত সাহ্ল বিন হুনাইফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই শহরকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন। এর কোন কাঁটা তোলা যাবে না, কোন শিকার (পশু-পাখী) চকিত করা যাবে না এবং প্রচার উদ্দেশ্যে ছাড়া এর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়ানো যাবে না।" *(বুখারী ১৫৮৭নং)*

(৪৯০) হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারোর জন্য মক্কায় অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৭১৭নং)*

(৪৯১) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কাকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি কতই না সুন্দর শহর! তুমি আমার নিকট কতই না প্রিয়! আমার কওম যদি তোমার মধ্য থেকে আমাকে বাহির না করে দিত, তাহলে তোমার মধ্য ছাড়া আমি অন্য কোথাও বাস করতাম না।" *(তিরমিযী, মিশকাত ২৭২৪নং)*

## মদীনা নববিয়ার মাহাত্ম্য

(৪৯২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে (মুসলিম) ব্যক্তি মদীনার সংকীর্ণতা ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষ্য দেব।" *(মুসলিম, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১১৮৬-১১৮৭নং)*

(৪৯৩) হযরত সা'দ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি মদীনার দুই (হার্রার) প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি। তার কাঁটা তোলা যাবে না এবং তার শিকার হত্যা করা যাবে না। মদীনা তাদের জন্য উত্তম জায়গা; যদি তারা জানত।---" *(মুসলিম, সহীহ তারগীব ১১৮৮নং)*

(৪৯৪) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হয়, সে যেন তা করে। যেহেতু যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষি দেব।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ, সহীহ তারগীব ১১৯৩-১১৯৭নং)*

(৪৯৫) হযরত আবু সাঈদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "ইবরাহীম ﷺ মক্কাকে হারামরূপে ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদীনাকে তার দুই সংকীর্ণ পাহাড়ী পথের মধ্যবর্তী স্থানকে হারামরূপে ঘোষণা করছি। তাতে কোন খুন-খারাবি করা যাবে না, লড়ায়ের জন্য কোন অস্ত্র বহন করা যাবে না এবং পশুকে খাওয়ানো উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন গাছের পাতা ঝরানো যাবে না।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৭৩২নং)*

(৪৯৬) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জালের পদার্পণ হবে না। অবশ্য মক্কা ও মদীনা (সে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে) না। কারণ, নগরীদ্বয়ের প্রতি প্রবেশ-পথে ফিরিশ্তারা কাতার বেঁধে পাহারা দেবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গা) 'সাবাখা'য় অবতরণ করবে। তখন মদীনায় তিনবার কম্পন হবে এবং তার ফলে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিক তার দিকে বের হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ২৯৪৩নং)*

(৪৯৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(মক্কা ও ) মদীনা প্রহরী ফিরিশ্তা দ্বারা নিরাপদ। সেখানে প্লেগ ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না।" *(আহমাদ ২/৪৮৩, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৪১নং)*

❁ উলামাগণ বলেন, মক্কা-মদীনায় ইবাদত কাজের সওয়াব যেমন বহুগুণ, ঠিক তেমনি পাপ কাজের গোনাহও বহুগুন।

## মদীনাবাসীদেরকে সন্ত্রস্ত করা এবং তাদের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৪৯৮) হযরত সাদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তিই মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে সেই ব্যক্তিই গলে যাবে; যেমন লবণ পানিতে গলে যায়।" *(বুখারী ১৮৭৭, মুসলিম ১৩৮৭ নং)*

(৪৯৯) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর উপর অত্যাচার করে এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুমি তাকে সন্ত্রস্ত কর। আর এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। তার নিকট থেকে কোন তওবা (অথবা নফল ইবাদত) এবং মুক্তিপণ (অথবা ফরয ইবাদত) কবুল করা হবে না।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫১নং)*

জিহাদ অধ্যায়

## আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হওয়ার ফযীলত

(৫০০) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর পথে (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ২৭৯২ নং, মুসলিম ১৮৮০ নং)*

(৫০১) হযরত আবু আইয়ুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা সেই (বিশ্বজাহান) অপেক্ষা উত্তম যার উপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়েছে।" *(মুসলিম ১৮৮৩ নং)*

# আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন বাণিজ্যের সন্ধান দেব; যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়; যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; প্রবেশ করাবেন স্থায়ী (আদন) জান্নাতের উত্তম বাসভবনে। এটিই হল মহাসাফল্য। আর তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এ সুসংবাদ দাও। *(সূরা স্বাফ ১০- ১৩ আয়াত)*

(৫০২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জামিন হয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়, (আর বলেছেন,) 'যে কেবলমাত্র আমার প্রতি ঈমান রেখে এবং আমার রসূলকে সত্যজ্ঞান করে বের হয় আমি তাকে সওয়াব অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে ফিরিয়ে আনব, নতুবা তাকে জান্নাত প্রবেশ করাব।' আর আমি যদি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তবে আমি কোনও সৈন্যদলের সঙ্গ ত্যাগ করে স্বগৃহে অবস্থান করতাম না এবং এই চাইতাম যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয়ে যাই অতঃপর জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, তারপর আবার জীবিত হই এবং তারপরেও আবার নিহত হয়ে যাই।" *(বুখারী ৩৬ নং)*

(৫০৩) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারীর উপমা -আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর পথে জিহাদ করে- (অবিরত নফল) রোযা ও নামায পালনকারীর মত। আর আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার প্রাণহরণ করলে তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন, নচেৎ সওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে তাকে নিরাপদে (স্বগৃহে) ফিরিয়ে আনবেন।" *(বুখারী ২৭৮৭ নং, মুসলিম ১৮৭৬ নং)*

(৫০৪) উক্ত আবু হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন,

"অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দর্জা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দর্জার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও জমিনের মত।" *(বুখারী ২৭৯০ নং)*

(৫০৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ?' তিনি উত্তরে বললেন, "প্রথম অক্তে (নামাযের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে) নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "পিতামাতার সেবা-যত্ন করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ২৭৮২ নং, মুসলিম ৯৫ নং)*

(৫০৬) হযরত মুআয ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দুইবার উঁটের দুগ্ধ দোহন করার মধ্যবর্তী বিরতির সময়কাল পরিমাণ জিহাদ করে, তার পক্ষে জান্নাত অনিবার্য হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠার সহিত আল্লাহর নিকট তাঁর পথে শহীদী মত্যু প্রার্থনা (কামনা) করে, অতঃপর যদি সে (সাধারণ মরণে) মারা যায় অথবা খুন হয়ে যায়, তবুও সে শহীদের মতই সওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তির (দেহ) আল্লাহর রাস্তায় একটিবারও জখম হয় অথবা আঘাতে ক্ষত হয় (সে ব্যক্তির) ঐ জখম (বা ক্ষত) পূর্বের চেয়ে অধিক রক্তের ফিন্‌কি নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হবে; যার রঙ হবে জাফরানের এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর। আর আল্লাহর রাস্তায় (থাকা অবস্থায়) যে ব্যক্তির দেহে কোন ঘা বা ফোঁড়া বের হয়, (সেই ব্যক্তির দেহের) ঐ ঘায়ের উপর শহীদদের শীল-মোহর হবে।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৪১৬ নং)*

# জিহাদ অথবা তার নিয়ত না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৫০৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে (জীবনে একটি বারও) জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার ব্যাপারে নিজ মনে কোন নিয়ত (সংকল্প) করল না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম ১৯১০নং, আবূদাউদ ২৫০২নং, নাসাঈ)*

(৫০৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমরা ঈনাহ ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

❁ ঈনাহ ব্যবসা হল, কাউকে ধারে কোন মাল দিয়ে সেই মাল কম দামে তারই নিকট থেকে ক্রয় করা। যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে ৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সেই গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল। যার ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল।

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সূদী কারবার বলে আখ্যায়ন করেছেন।

## আল্লাহর রাস্তায় প্রতিরক্ষা-কার্যের মাহাত্ম্য

(৫০৯) হযরত সালমান ফারেসী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এক দিবারাত্রির (শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) প্রতিরক্ষা-কার্য এক মাসের রোযা ও নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ঐ প্রতিরক্ষা কাজে রত ব্যক্তি) যদি মারা যায়, তাহলে তার সেই আমল জারী থেকে যায়; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার জন্য তার রুজী জারী করা হয়; আর (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।" *(মুসলিম ১৯১৩ নং)*

(৫১০) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (শত্রু সীমান্তে) প্রতিরক্ষার কাজে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তার সেই আমল জারী রাখবেন; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার রুজীও জারী করা হবে, (কবরের) সকল প্রকার  ফিতনা হতে সে নিরাপদে থাকবে, আর আল্লাহ তাকে মহাত্রাস থেকে নির্বিঘ্নে রেখে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।" *(বাইহাক্বী, সহিহুল জামে' ৬৫৪৪ নং)*

## জিহাদের খাতে দান করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّـٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করেছে তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আর তারাই হল সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী বাস করবে।

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। *(সূরা তাওবাহ ২০-২২ আয়াত)*

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারাই মুমিন; যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। *(সূরা হুজুরাত ১৫ আয়াত)*

(৫১১) হযরত আবু মাসউদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একটি লাগামবিশিষ্ট উঁটনী সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)।' আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, "ওর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি লাগামবিশিষ্ট সাতশ' উঁটনী লাভ করবে।" *(মুসলিম ১৮৯২ নং)*

(৫১২) হযরত খুরাইম বিন ফাতেক ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) কিছুও অর্থ ব্যয় (দান) করে সে ব্যক্তির জন্য সাতশ' গুণ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাই, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬১১০ নং)*

## আল্লাহর রাস্তায় ধুলোর মাহাত্ম্য

(৫১৩) হযরত আব্দুর রহমান বিন জাব্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির পদযুগল আল্লাহর রাস্তায় ধূলিধূসরিত হয়, সেই ব্যক্তির ঐ পদযুগলকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ দোযখের জন্য হারাম করে দেন।" *(বুখারী ৯০৭ নং)*

(৫১৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো আর দোযখের ধুঁয়ো একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে একত্রিত হতে পারে না।" *(নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৬১৬ নং)*

## আল্লাহর রাস্তায় প্রহরার ফযীলত

(৫১৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুটি চক্ষুর উপর (দোযখের) আগুনের স্পর্শকে হারাম করা হয়েছে; (প্রথমতঃ) সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, আর (দ্বিতীয়) সেই চক্ষু যা কাফেরদল থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থে প্রহরায় রাত্রি কাটায়।" *(হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৩১৩৬ নং)*

## আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপের গুরুত্ব

(৫১৬) হযরত আম্র বিন আবাসাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) একটি মাত্র তীর শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করে, অতঃপর তার ঐ তীর শত্রুর নিকট পৌঁছে ঠিক লক্ষ্যে আঘাত করে অথবা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায়, এর বিনিময়ে তার একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬২৬৭ নং)*

(৫১৭) হযরত আবু নাজীহ সুলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তির তীর লক্ষ্যভেদ করে (শত্রুকে আঘাত করে) সেই ব্যক্তির জন্য তার বিনিময়ে জান্নাতে একটি দর্জালাভ হয়।" আর আমি সেদিন ষোলটি তীর দ্বারা লক্ষ্যভেদ করেছিলাম।

তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এ কথাও শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তির জন্য একটি দাসমুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহ নাসাঈ ২৯৪৬ নং)*

(৫১৮) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করে অতঃপর তা উপেক্ষা (ত্যাগ) করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা সে ব্যক্তি (আমার) নাফরমান।" *(মুসলিম ১৯১৯, ইবনে মাজাহ ২৮১৪নং)*

(৫১৯) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ( )

অর্থাৎ, (আল্লাহ বলেন,) তোমরা (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর। "শোন! তা হল ক্ষেপণই (তীর বা অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ)। শোন! তা হল ক্ষেপণই (তীর বা অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ)।" *(মুসলিম ১৯১৭নং)*

## আল্লাহর পথে জখমী হওয়ার মাহাত্ম্য

(৫২০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জখমী হয়- আর আল্লাহই অধিক জানেন কে তাঁর রাস্তায় জখমী হয় - সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যখন তার ঐ জখম হতে ফিন্‌কি ধরে রক্ত প্রবাহমান থাকবে; (রক্তের) রঙ তো হবে রক্তের মতই, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর।" *(বুখারী ২৮০৩ নং, মুসলিম ১৮৭৬ নং)*

(৫২১) হযরত আবু উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "দুটি বিন্দু ও চিহ্ন অপেক্ষা অন্য কিছুই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়; আল্লাহর ভয়ে কান্নার

এক বিন্দু অশ্রু এবং আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বহানো একবিন্দু রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হল, আল্লাহর রাস্তায় (চলার) চিহ্ন এবং অপরটি হল, আল্লাহর ফরযসমূহের কোন ফরয (জিহাদ, নামায, হজ্জ, রোযা প্রভৃতি) পালন করার ফলে পড়া (পায়ের বা ক্ষতের) চিহ্ন।” *(সহীহ তিরমিযী ১৩৬৩ নং)*

## সামুদ্রিক জিহাদের মাহাত্ম্য

(৫২২) ইবনে আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “সমুদ্রপথের একটি জিহাদ স্থলপথের দশটি জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সমুদ্র অতিক্রম করে সে যেন সমস্ত উপত্যকা অতিক্রম করে। আর সমুদ্র মাঝে যার মাথা ঘোরে, সে ব্যক্তি রক্তমাখা (মুজাহিদের) মত।” (অর্থাৎ এরা সওয়াবে সমান।) *(হাকেম সহীহুল জামে' ৪১৫৪ নং)*

## যোদ্ধা সাজানো ও তার পরিবারের দেখাশোনা করার গুরুত্ব

(৫২৩) হযরত যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ-পথ্যের ব্যবস্থা করে) সাজিয়ে দেয় সে ব্যক্তি যেন নিজেই যুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার (তার অনুপস্থিতিতে তার) ঘর ও পরিবারের দেখাশোনা সৎভাবে করে সে ব্যক্তিও যেন সশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।” *(বুখারী ২৮৪৩ নং, মুসলিম ১৮৯৫ নং)*

(৫২৪) উক্ত যায়দ বিন খালেদ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (জিহাদের জন্য) কোন যোদ্ধাকে (তার রসদ সহ) সাজিয়ে দেয়, সেই ব্যক্তিও ঐ যোদ্ধার সমপরিমাণই সওয়াব লাভ করে, এতে ঐ যোদ্ধার সওয়াবও কিছু পরিমাণ কম হয়ে যায় না।” *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৬১৯৪ নং)*

## আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলত

(৫২৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “শহীদ খুন হওয়ার সময় ঠিক ততটুক ব্যথা পায়, যতটুক ব্যথা তোমাদের কেউ চিমটি কাটাতে পেয়ে থাকে।” *(তিরমিযী ১৬৬৮, সহীহুল জামে' ৫৮১৩নং)*

(৫২৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর রাস্তায় (শহীদী) মৃত্যু ঋণ ছাড়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।” *(মুসলিম ১৮৮৬ নং)*

(৫২৭) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও সুখ পেলেও জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কেউই পুনরায় পৃথিবীতে

ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি (জান্নাতে) বিশাল মর্যাদা দেখে এই কামনা করবে যে, সে যেন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যায় এবং (জিহাদে) দশ দশবার শহীদ হয়ে আসে।” *(বুখারী ২৮১৭ নং, মুসলিম ১৮৭৭ নং)*

(৫২৮) হযরত মিকদাদ বিন মা’দীকারিব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সহিত তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৫১৮২ নং)*

(৫২৯) হযরত মাসরূক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﵁)কে

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ ﴾

(অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।) *(সূরা আলে ইমরান ১৬৯)* এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, -‘শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, “তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।

একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, ‘তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?’ তারা বলল, ‘আমরা আর কি কামনা করব? আমরা তো বেহেশ্তে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!’ (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।’

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।” *(মুসলিম ১৮৮৭)*

## আল্লাহর রাহে ঘোড়া বাঁধার গুরুত্ব

(৫৩০) আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে ও তাঁর (দেওয়া) প্রতিশ্রুতিকে সত্যজ্ঞান করে আল্লাহর রাহে ঘোড়া বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে, সে ব্যক্তির (ঘোড়ার) খাদ্য, পানীয়, বিষ্ঠা, মূত্র কিয়ামতের দিন তার (নেকীর) পাল্লায় রাখা হবে।" *(বুখারী ২৮৫৩ নং)*

## যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴿١٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফেরদের মুখোমুখী হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করো না। সেদিন যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন কিংবা নিজ সৈন্যদলে আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত কেউ তার পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম; বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট বাসস্থান। *(সূরা আনফাল ১৫- ১৬ আয়াত)*

(৫৩১) হযরত আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

## যুদ্ধলব্ধ সম্পদে খেয়ানত করা হতে কঠোরভাবে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴿١٦١﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যে (গনীমতে) খেয়ানত করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা আমল করেছে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রতিদান লাভ করবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। *(সূরা আ-লে ইমরান ১৬১আয়াত)*

(৫৩২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল দেখাশুনা করার জন্য কারকারা

নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। সে মারা গেলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "ও তো জাহান্নামী!" (একথা শুনে) তার ব্যাপার দেখতে সকলে তার নিকট উপস্থিত হল; দেখল, একটি আলখাল্লা সে খেয়ানত করে রেখে নিয়েছিল। *(বুখারী ৩০৭৪, ইবনে মাজাহ ২৮৪৯নং)*

(৫৩৩) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ হুনাইনের দিন গনীমতের একটি উঁটের পাশে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি হাত বাড়িয়ে উঁট থেকে কিছু গ্রহণ করলেন। বুঝা গেল, তিনি কিছু লোম হাতে নিয়েছেন। অতঃপর তা দুটি আঙ্গুলের মাঝে রেখে বললেন, "হে লোক সকল! এ হল তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা অথবা ছুঁচ, এর চাইতে কোন বেশী দামের জিনিস অথবা কম দামের জিনিস তোমরা আদায় (জমা) করে দাও। কেন না, গনীমতের মালে খেয়ানত হল কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও দোযখ যাওয়ার কারণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৮৫০, সিলসিলা সহীহাহ ৯৮৫নং)*

(৫৩৪) যায়দ বিন খালেদ জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, খাইবারের দিন নবী ﷺ-এর এক সহচরের মৃত্যু হলে সে কথা তাঁর নিকট উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" এ কথা শুনে লোকেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমাদের ঐ সঙ্গী আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। (তাই আমি ওর জানাযা পড়ব না।)" আমরা তার আসবাব-পত্রের তল্লাশী নিলাম, এর ফলে তাতে আমরা ইয়াহুদীদের ব্যবহৃত একটি মাত্র মালা পেলাম; যার মূল্য দুই দিরহামও নয়! *(মালেক, আহমাদ ৪/১১৪, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ৭৯ ও ৮৫পৃঃ)*

(৫৩৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের মাঝে দণ্ডায়মান হয়ে গনীমতের মালে খেয়ানতের কথা উল্লেখ করলেন এবং বিষয়টির প্রতি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট এ (দুরবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট ঘোড়া ঘাড়ে করে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে 'আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' তখন আমি বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমার নিকট (এ দুর্দিনের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান।' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সহায়তা করতে সক্ষম

নই। আমি তো তোমার নিকট (এ করুণ অবস্থার কথা দুনিয়াতে) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন চিৎকার আওয়াজ-বিশিষ্ট কোন জীব ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাঁচান!' আর আমি সে সময় বলব , 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ নিদারুন অবস্থার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের কাউকে যেন কিয়ামতের দিন উড়ন্ত কাপড় ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার উপকার করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়াতে) তোমার নিকট (এ দুর্দশার কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন কিয়ামতের দিন সোনা-চাঁদি ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত না পাই। যখন সে বলবে, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহায্য করুন!' আর আমি তখন বলব, 'আমি তোমার কোন প্রকার সাহায্য করতে সমর্থ নই। আমি তো (পৃথিবীতে) তোমাকে (শরীয়তের কথা) পৌঁছে দিয়েছিলাম।" *(বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩১নং, হাদীসের শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের।)*

## কুরআন অধ্যায়

# কুরআন শিক্ষা ও শিখানোর মাহাত্ম্য

(৫৩৬) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখে অপরকে শিখায়।" *(বুখারী ৫০২৭ নং)*

(৫৩৭) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা সুফ্‌ফাহ (মসজিদে নববীর এক বিষেশ মন্ডপ; যাতে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন সেই স্থানে) ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বাত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব (মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি করে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উঁটনী নিয়ে আসবে; যাতে কোন পাপ ও নাহক কারো অধিকার হরণও হবে না?" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।' তিনি বললেন, "তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করে না কেন? এটাই দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে

অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!” *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

## সুদক্ষ ক্বারী-হাফেযের মাহাত্ম্য

(৫৩৮) হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “কুরআনের (শুদ্ধপাঠকারী ও পানির মত হিফয্‌কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পূতচরিত্র লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(মুসলিম ৭৯৮ নং)*

## মসজিদ ও নামাযে কুরআন তেলাঅতের ফযীলত

(৫৩৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখনই কোন জন-গোষ্ঠী আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাঅত করে ও আপোসে অধ্যয়ন করে তখনই তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, করুণা তাদেরকে আচ্ছাদিত করে, ফিরিশ্তামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়। আর আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন--।” *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

(৫৪০) উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গাভিন উষ্ট্রী পাবে?” আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, “নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!” *(মুসলিম ৫৫২ নং)*

## আহ্‌লে কুরআনের মাহাত্ম্য

(৫৪১) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহ্‌লে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।” *(আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২ ১৬৫ নং)*

## কুরআন পাঠের গুরুত্ব

(৫৪২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর

রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি মাত্র অক্ষর পাঠ করে, সে ব্যক্তি একটি নেকী লাভ করে। আর একটি নেকী দশগুণ বর্ধিত করা হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৬৯ নং)*

(৫৪৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! ওকে (কুরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, 'হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।' আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

(৫৪৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কুরআন তেলাঅতকারীকে বলা হবে, 'পড়তে থাক ও মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে-ধীরে, শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর; যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে। যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।' *(আবু দাউদ নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ৮১২২ নং)*

(৫৪৫) হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, '(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এইভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৮১২১ নং)*

(৫৪৬) হযরত তামীম দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

## সূরা ফাতেহার মাহাত্ম্য

(৫৪৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের জননী) সম্পর্কে বলেছেন, "এটাই হল (সেই সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত আমাকে প্রদত্ত) সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত

হয় এবং সেটাই হল মহা কুরআন।” *(বুখারী ৪৭০৪ নং)*

(৫৪৮) হযরত আবু সাঈদ বিন মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।’ তিনি বললেন, “আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?’ *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)* অতঃপর তিনি বললেন,“মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি?” অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, ‘হে আল্লার রসূল! আপনি বলেছিলেন “আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব।” তিনি বললেন, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।” এটাই হল সেই সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হল মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।” *(বুখারী ৫০০৬ নং)*

## সূরা বাক্বারাহ ও আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্য

(৫৪৯) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুরই চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হল সূরা বাক্বারাহ---।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৮ নং)*

(৫৫০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ পঠিত হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।” *(মুসলিম ৭৮০ নং)*

(৫৫১) হযরত উবাই বিন কা’ব ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা তাঁকে বললেন, “হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তাআলার কিতাব রয়েছে তার মধ্যে কোন্ আয়াতটি মহত্তম?” আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তদীয় রসূলই অধিক জানেন।’ তিনি পুনরায় বললেন, “হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার কাছে যে আল্লাহ তাআলার কিতাব রয়েছে তার মধ্যে কোন্ আয়াতটি মহত্তম?” আমি বললাম, (( )) উবাই বলেন, একথা শুনে তিনি আমার বুকে (মৃদু) আঘাত করে (শাবাশী দিয়ে) বললেন, “ইল্ম তোমার জন্য মোবারক হোক, হে আবুল মুনযির!” *(মুসলিম ৮১০ নং)*

(৫৫২) হযরত আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পশ্চাতে ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না। *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান,*

*সহীহুল জামে ৬৪৬৪ নং)*

## সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

(৫৫৩) হযরত আবু মাসঊদ বদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে , তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।” *(বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)*

(৫৫৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, ‘এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।’ অতঃপর তিনি বললেন, “তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, “(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।” *(মুসলিম ৮০৬ নং)*

## সূরা বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরানের মাহাত্ম্য

(৫৫৫) হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বর্কত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।” মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম বলেন, ‘আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থী অর্থাৎ যাদুকরদল।’ *(মুসলিম ৮০৪ নং)*

(৫৫৬) হযরত নাউওয়াস বিন সামআন কিলাবী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, “কিয়ামতের দিন কুরআনকে হাজির করা হবে এবং আহলে কুরআনকেও; যারা তার মুতাবেক আমল করত। যার সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান।”

আল্লাহর রসূল ﷺ (সূরা দুটি যেরূপ হাজির হবে তার) তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন,

আমি এখনও ভুলে যাইনি; তিনি বলেছেন, "যেন সে দুটি দুই খন্ড মেঘ অথবা কালো ছায়া যার মাঝে থাকবে দীপ্তি, অথবা যেন উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক; উভয়েই তাদের সপক্ষে (পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে।" *(মুসলিম ৮০৫নং)*

## সূরা কাহ্ফের ফযীলত

(৫৫৭) হযরত আবু দারদা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের শুরুর দিকে দশটি আয়াত হিফ্য করবে, সে ব্যক্তি দাজ্জাল (এর অনিষ্ট) থেকে নিষ্কৃতি পাবে।" *(মুসলিম ৮০৯ নং প্রমুখ)*

(৫৫৮) হযরত আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করে, সে ব্যক্তির জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী কাল জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।" *(হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৬৪৭০নং)*

(৫৫৯) হযরত বারা' ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। তার পাশে ছিল দুই লম্বা রশিতে বাঁধা এক (নর) ঘোড়া। ইত্যবসরে এক খন্ড মেঘ এসে ঘোড়াটিকে আচ্ছাদন করে ফেলল। মেঘখন্ডটি একটু একটু করে নিকটবর্তী হতে লাগল। আর ঐ লোকটির ঘোড়াটি লাগল চকতে। অতঃপর সকাল হলে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট ঐ বৃত্তান্ত খুলে বলল। তা শুনে তিনি বললেন, "ওটা ছিল প্রশান্তি; যা কুরআনের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।" *(বুখারী ৫০১১ নং, মুসলিম ৭৯৫ নং)*

## আদিতে তসবীহ-বিশিষ্ট সূরার ফযীলত

(৫৬০) হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শয়ন করার আগে শুরুতে তসবীহ (সুবহা-না, সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ)বিশিষ্ট (বানী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশ্র, সাফ্ফ, জুমুআহ, তাগাবুন, ও আ'লা এই সাতটি) সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, "ঐ সূরাগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(সহীহ তিরমিযী ২৩৩৩ নং)*

## সূরা মুল্কের মাহাত্ম্য

(৫৬১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কুরআনের মধ্যে ৩০টি আয়াত-বিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ

করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। সূরাটি হল, 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্ক।" *(আবু দাঊদ, সহীহ তিরমিযী ২৩১৫ নং)*

## সূরা 'ইখলাস' ও 'কা-ফিরূন'এর ফযীলত

(৫৬২) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' পাঠ করবে, তার এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে। আর যে, ব্যক্তি 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' পাঠ করবে তার এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৪৬৬ নং)*

(৫৬৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাকে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এক রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অসমর্থ হবে?" এতে সকলকে বিষয়টি ভারী মনে হল। বলল, 'একাজ আমাদের মধ্যে কে পারবে, হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, *'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ'* হল এক তৃতীয়াংশ কুরআন।" *(বুখারী ৫০১৫ নং, অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।)*

(৫৬৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূল ﷺ (গৃহ হতে) বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, "আমি তোমাদের মাঝে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব।" অতঃপর তিনি 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ, আল্লা-হুস সামাদ' শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। *(মুসলিম ৮১২ নং)*

(৫৬৫) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার গোত্রের লোকদের ইমাম ছিল। সে নামাযে প্রত্যেক সূরার সাথে 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' মিলিয়ে নিয়মিত পাঠ করতো। একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নিয়মিত এই সূরা কেন পাঠ কর?" লোকটি বলল, 'আমি সূরাটিকে ভালোবাসি।' তিনি বললেন, "ঐ সূরাটির প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" *(বুখারী কাটা সনদে ৭৭৪ নং ,সহীহ তিরমিযী ২৩২৩ নং)*

(৫৬৬) হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এক (জিহাদের) সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করলেন। সে তাদের নামাযে ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে 'কুল হুঅল্লাহু আহাদ' যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল তখন সে কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন, "তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে?" সুতরাং তারা ওকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, 'কারণ, সূরাটিতে পরম

দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "ওকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্‌ও ওকে ভালো বাসেন।" *(বুখারী ৭৩৭৫ নং, মুসলিম ৮১৩ নং)*

(৫৬৭) হযরত মুআয বিন আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করবেন।" *(আহমাদ, প্রমুখ, সিসিলাহ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

(৫৬৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-এর সহিত (একস্থানে) আগমন করলাম। তিনি এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, সে 'কুল হুঅল্লা-হু আহাদ' পড়ছে। অতঃপর তিনি বললেন, "অনিবার্য।" আমি বললাম, 'কি অনিবার্য?!' তিনি বললেন, "জান্নাত।" *(সহীহ তিরমিযী ২৩২০নং)*

## সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস'এর মাহাত্ম্য

(৫৬৯) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায় নি? (আর তা হল,) *'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।' (মুসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী)*

বিবাহ ও দাম্পত্য অধ্যায়

❁❁❁❁❁❁

## বিবাহের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾

অর্থাৎ, ---তবে বিবাহ কর নারীদের মধ্য হতে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চারটি। আর যদি আশঙ্কা কর যে (স্ত্রীদের মাঝে) সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একটি (বিবাহ কর) অথবা অধিকারভুক্ত দাসী (ক্রীতদাসী বা যুদ্ধবন্দিনী

দাসী ব্যবহার কর)। এতেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার অধিক সম্ভাবনা আছে। *(সূরা নিসা ৩ আয়াত)*

﴿ وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *(সূরা নূর ৩২ আয়াত)*

(৫৭০) হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “বান্দা যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নেয়। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত।” *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে’ ৪৩০ নং)*

(৫৭১) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদ, সেই ক্রীতদাস যে নিজেকে স্বাধীন করার জন্য তার প্রভুকে কিস্তিতে নির্দিষ্ট অর্থ দেওয়ার চুক্তি লিখে সেই অর্থ আদায় করার ইচ্ছা করে এবং সেই বিবাহকারী যে বিবাহের মাধ্যমে (অবৈধ যৌনাচার হতে) নিজের চরিত্রের পবিত্রতা কামনা করে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ৩০৫০ নং)*

## দাম্পত্যের ব্যবহার

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

অর্থাৎ, “আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সহিত সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।” *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

(৫৭২) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কোন মু’মিন পুরুষ যেন কোন মু’মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না বাসে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।” *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*

(৫৭৩) হযরত খুয়াইলিদ বিন উমার খুযাঈ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করছি।” *(আহমাদ ২/৪৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮-নং)*

(৫৭৪) হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমরা নারীদের

জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্ট। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে (তালাক দেবে)। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে তা বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮নং)*

(৫৭৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

(৫৭৬) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, নবী ﷺ ঘরে কি করেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি সাংসারিক কাজ করতেন। অতঃপর নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন।' *(বুখারী ৬৯৩৯নং)*

(৫৭৭) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ হাতে কাউকে প্রহার করেননি; না কোন স্ত্রীকে, আর না-ই কোন দাস-দাসীকে। অবশ্য আল্লাহর রাস্তায় তিনি জিহাদ করেছেন। তাঁর প্রতি কেউ অন্যায় করলে কোনদিন তার প্রতিশোধ নেননি। অবশ্য আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিসের লংঘন হলে, তিনি আল্লাহ তাআলার জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(মুসলিম ২৩২৮নং)*

(৫৭৮) হযরত মুআবিয়া ﷺ বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি যখন খাবে, তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরলে তাকেও পরাবে, তার চেহারায় মারবে না, তার চেহারা বিকৃত হওয়ার বদ্দুআ করবে না এবং ঘরে ছাড়া (অন্য জায়গায় রাগে) তাকে বর্জন করবে না।" *(আবু দাঊদ ২১৪২নং)*

(৫৭৯) হযরত আম্র বিন আহওয়াস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শোন! তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে মঙ্গলকামী হও। তারা তো তোমাদের নিকট বন্দিনী মাত্র। এ ছাড়া তোমরা তাদের অন্য কিছুর মালিক নও।" *(তিরমিযী ১১৬৩নং)*

(৫৮০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। (খাবার সামনে এলে) রুচি (বা ইচ্ছা) হলে তিনি খেতেন, তা না হলে বর্জন করতেন।' *(বুখারী ৫৪০৯, মুসলিম ২০৬৪নং)*

(৫৮১) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা এক সফরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাতে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম, তখন একবার প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন।' *(আবু দাঊদ ২৫৭৮নং)*

# পুণ্যময়ী স্ত্রীর মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ ﴾

অর্থাৎ, “সুতরাং সাধ্বী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লাহর হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে।” *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

(৫৮২) হযরত আবূ হুরাইরা ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।” *(বুখারী ৫০৯০নং)*

(৫৮৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷠ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।” *(মুসলিম ১৪৬৭ নং)*

(৫৮৪) হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

(৫৮৫) হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।” *(ঐ ১০৪৭নং)*

(৫৮৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “শ্রেষ্ঠা রমণী সেই, যার প্রতি তার স্বামী দৃক্পাত করলে সে তাকে খোশ করে দেয়, কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং তার জীবন ও সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।” *(ঐ ১৮৩৮নং)*

(৫৮৭) হযরত ষাওবান ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞ হৃদয়, (আল্লাহর) যিক্রকারী জিহবা এবং আখেরাতের কাজে সহায়িকা মুমিন স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ১৮৫৬নং)*

## স্বামীর আনুগত্য করার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, পুরুষ হল নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে থাকে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ ﴾

অর্থাৎ, "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৮ আয়াত)*

(৫৮৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করে, তার রমযান মাসের রোযা পালন করে, (অবৈধ যৌনাচার থেকে) তার যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং তার স্বামীর কথা ও আদেশমত চলে, তখন তাকে বলা হয়, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কর।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬০ নং)*

(৫৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িণী, সন্তানদাত্রী, বার-বার ভুল করে বার-বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭ নং)*

## স্বামীকে রাগান্বিত ও তার অবাধ্যাচরণ করা হতে স্ত্রীকে ভীতি-প্রদর্শন

(৫৯০) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত করা হবে। ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক তার রাষ্ট্রের) একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মহিলা তার স্বামী-গৃহের দায়িত্বশীলা, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। চাকর তার মুনিবের অর্থের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ৮৯৩, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ১৮২৯নং)*

(৫৯১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ﷺ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একি মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।' তা শুনে তিনি ﷺ বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! মহিলা তার প্রতিপালক (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না।) এমন কি সে যদি (সফরের জন্য) কোন বাহনে আরোহিণী থাকে, আর সেই অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর, 'না' বলার অধিকার নেই।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১ নং, হাকেম ৪/১৭২, বায্যার ১৪৬১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

(৫৯২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, বায্যার, হাকেম ২/১৯০, বাইহাকী ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

❁ কথায় বলে, 'মেয়ে লোকের এমনি স্বভাব, হাজার দিলেও যায় না অভাব।' স্বামীর কৃতঘ্নতা করা স্ত্রীর এক সহজাত অভ্যাস। হাজার করলেও অন্যের স্বামী তার নজরে ভালো হয়। স্বামীর কৃতঘ্নতা (নাশুকরি) করা, তার অনুগ্রহ ও এহসান ভুলা, তার বিরুদ্ধে খামাকা নানান অভিযোগ তোলা, তাকে লানতান করা এবং সে 'হিরো' হলেও তাকে 'জিরো' ভাবা ইত্যাদি কারণেই নারী জাতির অধিকাংশই জাহান্নামী হবে। *(বুখারী ২৯, ৪৩১ প্রভৃতি নং, মুসলিম প্রমুখ)*

(৫৯৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "স্বামী যখন নিজ স্ত্রীকে (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) তার বিছানার দিকে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে, আর এর ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন ফিরিশ্তামন্ডলী সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীর উপর অভিশাপ করতে থাকে।" *(বুখারী ৫১৯৩, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১নং, নাসাঈ)*

(৫৯৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"মহিলা যেন স্বামীর বর্তমানে তার বিনা অনুমতিতে রমযানের রোযা ছাড়া একটি দিনও রোযা না রাখে।" *(আহমাদ ২/২৪৫, ৩১৬, বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬নং প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "স্বামী বর্তমান থাকলে তার বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয়। আর স্ত্রী যেন স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে তার ঘর প্রবেশের

অনুমতি না দেয়।?”

## একাধিক স্ত্রীর মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাদের মাঝে ইনসাফ না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যতই আগ্রহ রাখ না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১২৯ আয়াত)*

(৫৯৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির দু’টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।” *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/ ১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

## কোনও রহস্য, বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলন-রহস্য প্রকাশ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৫৯৬) হযরত আবূ সাঈদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।” *(মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাঊদ ৪৮৭০নং)*

(৫৯৭) হযরত আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, “সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?” এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।’ অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মত, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।” *(আহমাদ,ইবনে আবী*

*শাইবাহ্ আবূ দাঊদ,বাইহাকী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ)*

## অকারণে তালাক চাওয়া হতে স্ত্রীকে ভীতি-প্রদর্শন

(৫৯৮) হযরত ষাউবান ﷺ হতে বর্ণিত, "নবী ﷺ বলেন, "যে স্ত্রীলোক অকারণে তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক চাইবে সে স্ত্রীলোকের জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যাবে।" *(আবূ দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনে মাজাহ ২০৫৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী ৭/৩১৬, সহীহুল জামে' ২৭০৬নং)*

(৫৯৯) হযরত ষাউবান ﷺ হতে বর্ণিত, "নবী ﷺ বলেন, "খোলা তালাক প্রার্থিনী এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারিণীরা মুনাফিক মেয়ে।" *(আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৩২নং)*

## নারীর ফিতনা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬০০) হযরত উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৬০১) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

❁ নারীঘটিত ফিতনা অনেক। তার সঙ্গে গম্য পুরুষের নির্জনবাস ফিতনা, একাকিনী সফর করা ফিতনা, অপ্রয়োজনে ঘর থেকে তার বের হওয়া ফিতনা, পুরুষের পক্ষে নারীর তাবেদারী করা ফিতনা, তার সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া ফিতনা, তার বেপর্দা হওয়া ফিতনা, পর্দার ব্যাপারে তাদের সাথে অবহেলা প্রদর্শন ফিতনা। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

## বেগানা মহিলার সহিত নির্জনবাস ও তাকে স্পর্শ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬০২) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে

আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু দেওর সম্বন্ধে আপনার মত কি?' তিনি বললেন, "দেওর তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

❁ যেহেতু ভাবী-দেওরে অঘটন ঘটা অধিক সম্ভব, তাই সমাজ বিজ্ঞানী নবীর এই সতর্কবাণী।

(৬০৩) হযরত উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সহিত নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

(৬০৪) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম, 'আর আপনারও রক্ত-শিরায়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

(৬০৫) হযরত মা'কাল বিন য়্যাসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে মহিলা (স্পর্শ করা) হালাল নয় তাকে স্পর্শ করার চেয়ে তোমাদের কারো মাথায় লোহার ছুঁচ গেঁথে যাওয়া অনেক ভালো।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫০৪৫নং)*

❁ বলা বাহুল্য, মিশ্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনে-বাসে, হাটে-বাজারে মুসলিমকে এ কথার খেয়াল রেখে চলা অবশ্যকর্তব্য। পর্দাহীনা বা আধুনিকা মহিলা নিজে সতর্ক না হলেও তাকে সতর্ক হতেই হবে। পরিবেশের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে নিশ্চয় গোনাহগার হবে সে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক অতি প্রয়োজনে রোগিণীর দেহ স্পর্শ করতে পারে। নচেৎ অপ্রয়োজনে স্পর্শ করলে সেও পাপী হবে। পুরুষ দর্জি মহিলার কোন জামা থেকে তার দেহের মাপ নেবে। সরাসরি তার দেহ থেকে মাপ নিতে পারে না। খেলাধূলার ক্ষেত্রেও কোন পুরুষ কোন বেগানা নারীর গায়ে হাত লাগাতে পারে না। আর ইচ্ছাকৃত কোন অবৈধ মহিলার দেহ স্পর্শ তো পাপ বটেই।

## সুসজ্জিতা ও সুবাসিতা হয়ে বাইরে যাওয়া হতে মহিলাকে ভীতি-প্রদর্শন

(৬০৬) হযরত আবূ মূসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যার মেয়ে)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

(৬০৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা চাশতের সময় তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার

দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, 'আলাইকিস্ সালাম।' মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাবে তুমি?' সে বলল, 'মসজিদে।' বললেন, 'কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?' বলল, 'মসজিদের জন্য।' বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় বললেন, 'আল্লাহর কসম?' বলল, 'আল্লাহর কসম।' তখন তিনি বললেন, 'তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, "সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।" অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।' *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩১নং)*

(৬০৮) হযরত আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

❁ সুগন্ধি লাগিয়ে মহিলা নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদেও যেতে পারে না। সুতরাং যে সব মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের প্রসাধন ও পারফিউম ব্যবহার করে বাইরে পুরুষদের ভিড় ঠেলে বাসে-ট্রেনে, হাটে-বাজারে বা স্কুল-কলেজে যায় তারা ও তাদের অভিভাবকরা সচেতন হবে কি?

## স্ত্রী-পরিজনের উপর ব্যয় করার ফযীলত

(৬০৯) হযরত আবু মসঊদ ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার পরিবারের উপর খরচ করে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখে, তখন ঐ খরচ তার জন্য সদকার সমতুল্য হয়।" *(বুখারী ৫৫ নং, মুসলিম ১০০২ নং)*

(৬১০) হযরত আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর পথে ব্যয়িত তোমার একটি দীনার, দাসমুক্তকরণে ব্যয়িত তোমার অপর একটি দীনার, নিঃস্ব ব্যক্তিকে দানকৃত তোমার আরো একটি দীনার এবং তোমার পরিবারের উপর খরচকৃত অপর আরো একটি দীনার; উক্ত দীনারগুলোর মধ্যে সওয়াবের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দীনার হল সেটাই, যেটা তুমি তোমার পরিবারের উপর খরচ করে থাকো।" *(মুসলিম ৯৯৫ নং)*

## যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে তাদেরকে উপেক্ষা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬১১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মানুষের

পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তার উপর যার আহারের দায়িত্ব আছে সে তাকে তা না দিয়ে আটকে রাখে।” *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় ভিন্ন শব্দে বলা হয়েছে, “মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যার আহার্য যোগায় তাকে অসহায় ছেড়ে দেয়।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ১৬৯২নং, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে’ ৪৪৮১ নং)*

(৬১২) হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্বাধীন ব্যক্তি ও বিষয় সম্পর্কে (কিয়ামতে) প্রশ্ন করবেন; ‘সে কি তার যথার্থ রক্ষণা-বেক্ষণ করেছে, নাকি তার প্রতি অবহেলা করেছে?’ এমন কি গৃহকর্তার নিকট থেকে তার পরিবারের লোকেদের বিষয়েও কৈফিয়ত নেবেন।” *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান ৪৪৭৫, সহীহুল জামে’ ১৭৭৪নং)*

## দুটি কন্যা বা বোন প্রতিপালনের ফযীলত

(৬১৩) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।” *(আহমাদ ৩/১৪৭-১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)*

(৬১৪) হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ করে তার দু’টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।” *(বুখারী ১৪১৮ নং, মুসলিম ২৬২৯ নং)*

۞ যেহেতু কন্যা-সন্তান অনেক মানুষের কাছে অবহেলিতা, বঞ্চিতা ও অবাঞ্ছিতা এবং নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং অধিকাংশ সময়ে সে কোন না কোন পুরুষের মুখাপেক্ষিনী, সেহেতু ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার প্রতি সুনজর দিতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর তার প্রতি যত্ন নেওয়াতে বৃহৎ প্রতিদান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

# খারাপ নাম রাখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴾

অর্থাৎ, এবং তোমরা এক অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর ফাসেকী নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজরাত ১১ আয়াত)*

(৬১৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হল শাহানশাহ।" *(বুখারী ৬২০৬, মুসলিম ২১৪৩ নং)*

❁ যে নামে আল্লাহর সমকক্ষতা, মানুষের অহংকার, আত্মপ্রশংসা প্রভৃতি প্রকাশ পায় সে নাম রাখা বৈধ নয়। 'শাহানশাহ' এর অর্থ হল রাজাধিরাজ। আর সার্বভৌম অধীশ্বর হলেন আল্লাহ। তাই এ নাম কোন মানুষের জন্য সমীচীন নয়। অনুরূপ আব্দুর রসূল, আব্দুন্নবী, রসূল বখ্‌শ, গোলাম নবী প্রভৃতি নামে শির্ক হয়। পিতা-মাতার উচিত, সন্তানের সুন্দর নামকরণ করা; নামের অর্থ না জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাম রাখা।

# পরের বাপকে বাপ বলা অথবা অন্য প্রভুর প্রতি (মুক্ত দাসের) সম্বন্ধ জুড়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬১৬) হযরত সা'দ বিন আবী অক্কাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।" *(বুখারী ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩নং, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

(৬১৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮৮নং)*

(৬১৮) হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

(৬১৯) মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, "এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ,

ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।” *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

(৬২০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।” *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৮৬নং)*

## কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে ও কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬২১) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(আহমাদ ৫/৩৫২, বায্যার, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৮৯, সহীহুল জামে' ৫৪৩৬নং)*

ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেন অধ্যায়

## পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের ফযীলত

(৬২২) হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “স্বহস্তে উপার্জন করে যে খায় তার চেয়ে উত্তম খাদ্য অন্য কেউ ভক্ষণ করে না। আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ স্বহস্তে উপার্জিত খাদ্য ভক্ষণ করতেন।” *(বুখারী ২০৭২ নং)*

(৬২৩) হযরত আয়েশা প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।” *(বুখারীর তারীখ, তিরমিযী, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ নং)*

## সৎব্যবসায়ীর ব্যবসায় বর্কত

(৬২৪) হযরত হাকীম বিন হিযাম ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “(বিক্রয়-স্থল হতে) ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে) উভয়ের এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং যদি উভয়ে (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে ও (পণদ্রব্যের

দোষ-গুণ) প্রকাশ করে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত লাভ হয়। অন্যথা যদি তারা মিথ্যা বলে ও (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।” *(বুখারী ২০৭৯ নং, মুসলিম ১৫৩২ নং)*

## হারাম উপার্জন করা ও খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬২৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র (মালই) কবুল করে থাকেন। আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন, যে আদেশ করেছেন আম্বিয়াগণকে। সুতরাং তিনি আম্বিয়াগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴾

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মু’মিনূন ৫১ আয়াত)*

আর তিনি (মুমিনদের উদ্দেশ্যে) বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে সব রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে লম্বা সফর করে আলুথালু ধূলিমলিন বেশে নিজ হাত দু’টিকে আকাশের দিকে লম্বা করে তুলে দুআ করে, ‘হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রভু!’ কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় লেবাস হারাম এবং হারাম দ্বারাই তার পুষ্টিবিধান হয়েছে। অতএব তার দুআ কিভাবে কবুল হতে পারে? *(মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯নং)*

(৬২৬) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা’ব বিন উজরার উদ্দেশ্যে বললেন, “হে কা’ব বিন উজরাহ! সে মাংস কোন দিন বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না, যার পুষ্টিসাধন হারাম খাদ্য দ্বারা করা হয়েছে।” *(দারেমী ২৬৭৪ নং)*

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হযরত কা’ব বিন উজরা ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। কা’ব বলেন, আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “--- হে কা’ব বিন উজরাহ! যে মাংস হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত।” *(সহীহ তিরমিযী ৫০১নং)*

## লোককে ঠকানো ও ধোকা দেওয়া হতে ভীতি-

## প্রদর্শন

(৬২৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

(৬২৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং যে (মানুষকে) ধোকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ১০১নং)*

(৬২৯) হযরত ইবনে মসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোকা ও চালবাজ জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ও সাগীর, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, সহীহুল জামে' ৬৪০৮ নং)*

(৬৩০) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার (মুসলিম) ভায়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করেছে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, ইবনে হিব্বান ২৩৫নং)*

(৬৩১) হযরত তামীম দারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম ৫৫নং)*

## ব্যবসায় মিথ্যা বলা এবং সত্য হলেও কসম খাওয়া হতে ব্যবসায়ীদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৩২) হযরত হাকীম বিন হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত (ক্রয়-বিক্রয়ে তাদের) এখতিয়ার থাকে। সুতরাং তারা যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষ-গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বর্কত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বর্কত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের (বর্কত) বিনষ্ট করে দেয়।" *(বুখারী ২১১৪, মুসলিম ১৫৩২, আবূদাউদ ৩৪৫৯, তিরমিযী ১২৪৬নং, নাসাঈ)*

(৬৩৩) হযরত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।" তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।" *(মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

(৬৩৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; (আর তারা হল,) কথায় কথায় শপথকারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী শাসক।" *(নাসাঈ ৫/৮৬, ইবনে হিব্বান ৫৫৩২, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

## মিথ্যা কসম খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৩৫) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মাল অনধিকার আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে কসম করে, সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথার সমর্থনে আল্লাহর কিতাব থেকে এই আয়াত আমাদের জন্য পাঠ করলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰٓئِكَ لَا خَلَـٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ

وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *(সূরা আ-লি ইমরান ৭৭ আয়াত) (বুখারী ৬৬৭৬, ৬৬৭৭, মুসলিম ১১০নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৬৩৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সহিত শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্যাচরণ করা এবং মিথ্যা কসম করা।" *(বুখারী ৬৬৭৫, তিরমিযী ৩০২১নং, নাসাঈ)*

(৬৩৭) হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন এমন বিষয়ে (জেনে-শুনে) মিথ্যা কসম খেল; যে বিষয়ে কাফ্ফারা অথবা গোনাহ অনিবার্য, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল।" *(আবূ দাঊদ ৩২৪২নং, হাকেম ৪/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৩২নং)*

(৬৩৮) হযরত আবূ উমামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার হরণ করে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ দোযখ ওয়াজেব এবং বেহেশ্ত্ হারাম করে দেন।” লোকেরা বলল, ‘যদিও সামান্য কিছু হয় তাও, হে আল্লাহর রসূল?!’ বললেন, “যদিও বা পিলু (গাছের) একটি ডালও হয়।” *(মালেক, মুসলিম ১৩৭, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৩২৪নং)*

## ক্রয়-বিক্রয়ে সরলতা অবলম্বনের ফযীলত

(৬৩৯) হযরত উসমান বিন আফফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আযযা অজাল্ল এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, যে ক্রয়-বিক্রয়, বিচার ও ঋণ আদায় করার সময় ছিল অতি সরল।” *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ২৪৩ নং)*

(৬৪০) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ আদায়কালে অতি সরল মানুষ।” *(বুখারী ২০৭৬ নং)*

### প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল করার ফযীলত

(৬৪১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেয়, (অর্থাৎ তার পছন্দ না হলে মূল্য ফিরিয়ে দিয়ে বস্তু ফেরৎ নেয়) আল্লাহ সেই ব্যক্তির অপরাধকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেবেন।” *(আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬১৪ নং)*

## খাদ্যবস্তু মাপার মাহাত্ম্য

(৬৪২) হযরত মিকদাম বিন মা’দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে রাখ, এতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে।” *(বুখারী ২১২৮ নং)*

## সকাল- সকাল কর্ম করার গুরুত্ব

(৬৪৩) হযরত সখর গামেদী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যূষে বর্কত দাও।” আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে

সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সখ্‌র ﷺ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তাঁর মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাঊদ ২২৭০নং)*

## ঋণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৪৪) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "নিরাপত্তা লাভের পর তোমরা তোমাদের আত্মাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো না।" সকলে বলল, 'তা কি (দ্বারা) হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি বললেন, "ঋণ (দ্বারা)।" *(আহমাদ ৪/১৪৬, ত্বাবারানীর কাবীর, আবূ য়্যা'লা ১৭৩৯, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, হাকেম২/২৬, সহীহুল জামে' ৭২৫৯নং)*

(৬৪৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকের মাল (ঋণ) নিয়ে তা আদায় করার সংকল্প রাখে, সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। (অর্থাৎ পরিশোধের উপায় সহজ করে দেন।) আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য রেখে লোকেদের মাল গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।" *(বুখারী ২৩৮৭, ইবনে মাজাহ ২৪১১নং)*

(৬৪৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি) সমূহের কোন হদ্দ্‌ কায়েমের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হল সে ব্যক্তি আল্লাহর অনুশাসনের বিরোধিতা করল।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেল (সে ব্যক্তি পরকালে তা পরিশোধ করবে)। কিন্তু সেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা) দ্বারা নয় বরং নেকী ও গোনাহ দ্বারা (পরিশোধ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।

আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন মানুষের চরিত্রে এমন কথা বলে যা তার মধ্যে নেই সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামের নর্দমায় বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে যা বলেছে তা হতে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তখন আর সে বের হতে পারবে না।" *(আবূ দাঊদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

(৬৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ এবং অন্যান্য সাহাবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা বলেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট জানাযা পড়ার জন্য যখন কোন ঋণগ্রস্ত মুর্দাকে হাযির করা হত, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "ঋণ পরিশোধ করার মত কোন মাল ও ছেড়ে যাচ্ছে কি?" সুতরাং উত্তরে যদি তাঁকে বলা হত যে, 'হ্যাঁ,

পরিশোধ করার মত মাল ছেড়ে যাচ্ছে' তাহলে তিনি তার জানাযা পড়তেন। নচেৎ বলতেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"

অতঃপর আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিভিন্ন বিজয় দান করলেন তখন তিনি বললেন, "মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ১৬১৯নং)*

## সমর্থ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৪৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "ঋণ পরিশোধে সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম। আর যখন কোন (ঋণদাতা) ব্যক্তিকে কোন ধনীর বরাত দেওয়া হয় তখন সে যেন তার অনুসরণ করে।" *(বুখারী ২২৮৮, মুসলিম ১৫৬৪নং, আসহাবে সুনান)*

(৬৪৯) হযরত শারীদ বিন সুয়াইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(ঋণ পরিশোধে) সক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তিকে হালাল করে দেয়।" *(আহমাদ ৪/২২২, আবূ দাউদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪২৭, ইবনে হিব্বান ৫০৮৯, হাকেম ৪/১০২, সহীহুল জামে' ৫৪৮৭নং)*

❁ ঋণ করে তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তা পরিশোধ করতে টালবাহানা ও ছেঁচড়ামি করলে ঋণদাতার পক্ষে তার এই দুর্ব্যবহারের চর্চা করা বৈধ হয়ে যায়। যেমন বিচার-বিভাগ কর্তৃক তার ঐ টালবাহানার উপর শাস্তি বা জেল দেওয়া ন্যায়সঙ্গত।

(৬৫০) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে জাতি পবিত্র হবে না, যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে অর্জন না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাযযার হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে, ত্বাবারানী হযরত ইবনে ﷺ মাসউদ হতে, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১নং)*

## উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করার ফযীলত

(৬৫১) হযরত আবু রাফে' ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি তরুণ উঁট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সদকার উঁট এল তখন তিনি আবু রাফে'কে ঐ লোকটির তরুণ উঁট পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন। আবু রাফে' তার নিকট এসে বললেন, 'সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উঁট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।' নবী ﷺ বললেন, "ঐ একটিই ওকে দিয়ে দাও।

কারণ, লোকেদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম।" *(মুসলিম ১৬০০ নং)*

(৬৫২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একটি উঁট ধার করেছিলেন। তিনি যে বয়সের উঁট নিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী বয়সের উঁট দিয়ে ধার পরিশোধ করলেন। আর বললেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধে শ্রেষ্ঠ।" *(বুখারী ২৩৯০ নং, মুসলিম ১৬০১ নং)*

❁ জ্ঞাতব্য যে, ঋণ দিয়ে শর্তের সাথে বেশী নিলে-দিলে সূদ নেওয়া-দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত ও আশা না করে ঋণী যদি পরিশোধের সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু বেশী দেয়, তাহলে তা সূদ নয়; বিধায় ঋণদাতার তা গ্রহণ করা বৈধ।

## ঋণীকে পরিশোধে অবকাশ দেওয়ার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ, যদি ঋণী অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি দান করে (ঋণ মকুব করে) দাও, তবে তা খুবই উত্তম; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮০ আয়াত)*

(৬৫৩) হযরত হুযাইফা ﷺ, আবূ মাসঊদ ﷺ ও উকবাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট এক বান্দাকে আনা হবে, যাকে তিনি ধন দান করেছিলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি দুনিয়াতে কি কি আমল করেছিলে?' লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন কিছু আমল করতে পারি নি। তবে আপনি আমাকে যে ধন দান করেছিলেন, তদ্দ্বারা আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। আর তাতে আমার চরিত্র এই ছিল যে, আমি সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রতি সরলতা প্রদর্শন করতাম এবং সামর্থ্যহীন ব্যক্তিকে (আমার পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'এ ব্যাপারে আমি তোমার থেকে বেশী হকদার। (হে ফিরিশ্তামন্ডলী!) আমার বান্দাকে তোমরা মুক্তি দাও।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ১২৫নং)*

(৬৫৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি কোন দিন কোন নেক আমল করেনি। তবে সে লোককে ঋণ দান করত এবং নিজের তহসীলদার দূতকে বলত, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' অতঃপর লোকটি যখন মারা গেল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন দিন কোন ভাল কাজ করেছ?' লোকটি বলল, 'না। তবে আমার একজন (তহসীলদার) কিশোর ছিল। আমি মানুষকে ঋণ দান করতাম।

আর আমি যখন তাকে সেই ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম, তখন বলতাম, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' আল্লাহ বললেন, 'আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ২০৭৮ নং)*

(৬৫৫) হযরত হুযাইফা ﷺ ও আবূ মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একটি লোকের জান কবয করতে মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন নেক আমল করেছ?' সে বলল, 'আমি (কোন ভাল কাজ করেছি বলে) জানি না।' ফিরিশ্তা বললেন, 'ভেবে দেখ।' লোকটি বলল, 'আমি এমন কিছু জানি না। তবে আমি লোকের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কাজ করতাম। আর অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম।' সুতরাং আল্লাহ এই আমলের অসীলায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২০৭৯ নং)*

(৬৫৬) হযরত আবূল ইউস্‌র ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মকুব করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।" *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬১০৬, ৬১০৭ নং)*

(৬৫৭) হযরত আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,"যে ব্যক্তি খুশীর সাথে এই কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই দেন, সে ব্যক্তির উচিত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ সহজ করে দেওয়া অথবা তার ঋণ মকুব করে দেওয়া।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯০২ নং)*

(৬৫৮) হযরত আবূ কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯০৩ নং)*

(৬৫৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ঋণ আসান করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে আসান করে দেবেন।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬১৪ নং)*

(৬৬০) হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন "যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ খাতককে (ঋণ পরিশোধ করতে) সময় দেবে, সে ব্যক্তি

প্রত্যহ তার ঋণ-পরিমাণ সদকাহ করার সওয়াব লাভ করবে। আর এ সওয়াব সে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পাবে। পক্ষান্তরে মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পরও যদি সে তাকে আরো সময় দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার বিনিময়ে তার ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সদকাহ করার সমান সওয়াব প্রত্যহ অর্জন করবে।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬১০৮ নং)*

# সূদ খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, ‘বেচা-কেনা তো সূদের মতই।’ অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সূদ ছেড়ে দাও; যদি তোমরা মু’মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তাহলে জেনে রাখ যে, এ হল আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও না। *(ঐ ২৭৮-আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩০ আয়াত)*

(৬৬১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাঊদ, নাসাঈ)*

(৬৬২) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮নং)*

(৬৬৩) হযরত আবূ জুহাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ চামড়ায় দেগে নকশা করায় ও করে এমন মহিলাকে, সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন। কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন গ্রহণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মূর্তি (বা ছবি) নির্মাণকারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ২২৩৮, আবূ দাঊদ ৩৪৮৩নং সংক্ষিপ্তভাবে)*

(৬৬৪) যাঁকে ফিরিশ্তা শেষ গোসল দিয়েছিলেন সেই হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জেনেশুনে মানুষের মাত্র এক দিরহাম খাওয়া সূদ আল্লাহর নিকটে ৩৬ ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক গুরুতর।" *(আহমাদ ৫/৩৩৫, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৩৩৭৫নং)*

❁ অর্থাৎ, এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খাওয়ার গোনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার গোনাহ অপেক্ষা অধিক গুরুতর ও বড়। বরং সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট গোনাহ হল নিজ মায়ের সহিত ব্যভিচার করার সমান!!

(৬৬৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সূদ খাওয়ায় রয়েছে ৭০ প্রকার পাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত!" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৪নং)*

(৬৬৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সূদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।" *(ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নং)*

❁ সূদখোর সূদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বর্কত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ হতে।

## ভেঁড়া-ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপালনের ফযীলত

(৬৬৭) হযরত উম্মে হানী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, "বাড়িতে ছাগল পাল। কারণ তাতে বর্কত আছে।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৭৩ নং)*

(৬৬৮) হযরত উরওয়াহ বারেকী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "উঁট তার পালনকারীর জন্য সম্মান ও ইজ্জত, ভেঁড়া-ছাগল হল বর্কত। আর কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে বাঁধা আছে কল্যাণ।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৩ নং)*

## ক্রীতদাস মুক্ত করার ফযীলত

﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۝ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলো না (কষ্টসাধ্য পরিত্রাণ ও মঙ্গলের পথ অবলম্বন করল না)। তুমি কি জান যে, গিরি সংকট কি? এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান; অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান; পিতৃহীন আত্মীয়কে, অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে। তদুপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা মুমিন এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; তারাই সৌভাগ্যশালী। *(সূরা বালাদ ১১- ১৮ আয়াত)*

(৬৬৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি একটি মুমিন দাস স্বাধীন করে আল্লাহ ঐ দাসের প্রত্যেক অঙ্গের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তির অঙ্গসমূহকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তারও লজ্জাস্থানকে দোযখ-মুক্ত করে দেবেন।" *(বুখারী ৬৭১৫নং, মুসলিম ১৫০৯ নং)*

## খাদ্য গুদামজাত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৭০) হযরত মা'মার বিন আবী মা'মার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাপী ছাড়া অন্য কেউ (দুষ্প্রাপ্যতার সময়) খাদ্য গুদামজাত করে না।" *(মুসলিম ১৬০৫, আবূ দাঊদ ৩৪৪৭, তিরমিযী ১২৬৭, ইবনে মাজাহ ২১৫৪নং)*

❁ বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্যতার সময় খাদ্য গুদামজাত করে রেখে দাম বাড়ানো বৈধ নয়। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে পয়সা দিয়েও খাদ্য পায় না, তখন তা আটকে রাখা অবশ্যই হারাম। অবশ্য দুষ্প্রাপ্যতার বাজার না হলে খাদ্য-শস্য বেঁধে রেখে মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তা বিক্রয় করা অবৈধ নয়।

## জমি ইত্যাদি জবর-দখল করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৭১) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ঘাড়ে ঐ জমির (নীচের) সাত (তবক) জমিনকে বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৫৩, মুসলিম ১৬১২নং)*

(৬৭২) হযরত য়্যা'লা বিন মুর্রাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি অর্ধহাত পরিমাণও জমি জবর-দখল (আত্মসাৎ) করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন ঐ জমির সাত তবক পর্যন্ত খুঁড়তে আদেশ করবেন। অতঃপর তা তার গলায় বেড়িস্বরূপ ঝুলিয়ে দেওয়া হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত লোকেদের বিচার-নিষ্পত্তি শেষ হয়েছে (ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ সাত তবক আধ হাত জমি তার গলায় লটকানো থাকবে)!" *(আহমাদ ৪/১৭৩, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে হিব্বান ৫১৪২, সহীহুল জামে' ২৭২২নং)*

## আপোসে গর্ব-প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর-বানানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৭৩) হারেসাহ বিন মুযার্রিব বলেন, আমরা খাব্বাব ﷺ-এর নিকট তাঁর অসুখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এলাম। তখন তিনি (চিকিৎসার জন্য) দেহে সাত সাত বার দাগা নিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'আমার অসুখ লম্বা সময় ধরে রয়ে গেল। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, "তোমরা মৃত্যু কামনা করো না।" তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।'

তিনি আরো বলেছেন, "মানুষের সমস্ত প্রকার খরচে সওয়াব লাভ হয়, কিন্তু মাটি অথবা ঘর-বাড়ির খরচে নয়।" *(তিরমিযী ২৪৮৩নং)*

ইমাম ত্বাবারানী হযরত খাব্বাব ﷺ কর্তৃক হাদীসটিকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন, "ঘর-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বান্দা যে অর্থই ব্যয় করে সেই অর্থেই সে সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।" *(সহীহুল জামে' ৪৫৬৬ ও ৮০০৭ নং)*

## মজুরকে মজুরী না দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৭৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী। আর আমি যার প্রতিবাদী হব অবশ্যই তাকে পরাজিত করব। তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল; অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(আহমাদ ২/৩৫৮, বুখারী ২২২৭ ও ২২৭০নং, ইবনে মাজাহ ২৪৪২নং)*

(৬৭৫) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ঠ সে) ব্যক্তি, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর তার নিকট থেকে মজা লুটে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহরও আত্মসাৎ করে। (দ্বিতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে কোন লোককে মজুর খাটায়, অতঃপর তার মজুরী আত্মসাৎ করে এবং (তৃতীয় হল) সেই ব্যক্তি, যে খামাকা পশু হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

(৬৭৬) হযরত আবূ হুরাইরা, ইবনে উমার, আনাস ও জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও।" *(সহীহুল জামে' ১০৫৫নং)*

পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য অধ্যায়

## গাঁটের নীচে পরিহিত কাপড় ঝুলানো হতে পুরুষকে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা লুক্বমান ১৮ আয়াত)*

(৬৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিহিত কাপড় (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।" *(বুখারী ৫৭৮৩, মুসলিম ৫৭৮৩নং)*

(৬৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "লুঙ্গির যেটুকু অংশ গাঁটের নীচে হবে সেটুকু (অঙ্গ) দোযখে যাবে।" *(বুখারী ৫৭৮৭নং, নাসাঈ)*

(৬৭৯) হযরত আবূ যার্র গিফারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে (পাপ হতে) পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক

শাস্তি।” তিনি এ কথাটি পুনঃপুনঃ তিনবার বললেন। আমি বললাম, ‘ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “তারা হল, যে ব্যক্তি গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে ‘দিয়েছি-দিয়েছি’ বলে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম করে যে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।” *(মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, তিরমিযী ১২১১, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২২০৮নং)*

❁ অহংকারবশে যে পুরুষ তার পরনের কাপড় গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরবে তার শাস্তি হল, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার সাথে কথা বলবেন না, তার দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাকে (পাপ হতে) পবিত্রও করবেন না এবং তার জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে অহংকারের সাথে নয়; বরং অভ্যাসগতভাবে তা পরবে তার শাস্তি হল, প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গির যেটুকু অংশ গাঁটের নীচে হবে কেবল সেটুকু (অঙ্গ) দোযখে যাবে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ মানুষ উক্ত পাপে জেনেশুনেও লিপ্ত থাকে। গাঁটের উপর তুলে কাপড় পরে মানুষের কাছে হ্যাংলা হওয়ার ভয় করে, অথচ জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে না! পক্ষান্তরে মহিলারা ঐ আমল করে এবং হাঁটু পর্যন্ত সূর্যের আলো দেখিয়ে ‘আলোকপ্রাপ্তা’ সাজে!

## চামড়া বুঝা যায় এমন পাতলা কাপড় পরা হতে মহিলাকে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ﴾

অর্থাৎ, “মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে ও লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের (অন্যান্য) সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (উড়না অথবা চাদর) দ্বারা আবৃত করে। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

(৬৮০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামবাসী হবে যাদেরকে এখনো আমি দেখিনি। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী হল সেই লোক, যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক; যদ্দ্বারা তারা লোকেদেরকে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই মহিলাদল, যারা কাপড় পরা সত্ত্বেও যেন উলঙ্গ থাকবে, (যারা পাতলা অথবা খোলা লেবাস পরিধান করবে।) এরা (পর পুরুষকে নিজের প্রতি) আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও (তার প্রতি) আকৃষ্ট হবে; তাদের মাথা হবে হিলে যাওয়া উঁটের কুঁজের মত। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে না

এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ এত-এত দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম ২১২৮নং)*

(৬৮১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার শেষ যামানার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা ঘরের মত জিন্ (মোটর গাড়ি)তে সওয়ার হয়ে মসজিদের দরজায় দরজায় নামবে। (গাড়ি করে নামায পড়তে আসবে।) আর তাদের মহিলারা হবে অর্ধনগ্না; যাদের মাথা কৃশ উঁটের কুঁজের মত (খোঁপা) হবে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো। কারণ, তারা অভিশপ্তা!---" *(আহমাদ, ২/২২৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৮৩নং)*

## রেশমবস্ত্র ও সোনা ব্যবহার করা হতে পুরুষকে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৮২) হযরত উমার বিন খাত্তাব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা রেশমের কাপড় পরো না। কারণ, যে ব্যক্তি তা দুনিয়াতে পরবে সে ব্যক্তি আখেরাতে পরতে পাবে না।" *(বুখারী ৫৮৩৩, মুসলিম ২০৬৯নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৬৮৩) হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" *(মুসলিম ২০৯০নং)*

❁ আংটিটা কুড়িয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য কাজে লাগানোতে অথবা আত্মীয় মহিলাকে দেওয়াতে কোন গোনাহ ছিল না। তবুও সাহাবী ﵁ রসূল ﷺ এর তা'যীমে তা গ্রহণ করলেন না। বলা বাহুল্য, এটা হল রসূলের চরম আনুগত্যের প্রকৃষ্ট নমুনা।

## চাল-চলন, কথাবার্তা অথবা লেবাসে নারী-পুরুষের পরস্পর সাদৃশ্য অবলম্বন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৮৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ নারীদের বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের বেশধারিণী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫নং, আসহাবে সুনান)*

(৬৮৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫০৯৫নং)*

(৬৮৬) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ (যে তার স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে) এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।" *(নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)*

## বিজাতির বেশ ধারণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

﴿ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

অর্থাৎ, "তোমরা সীমা লংঘনকারীদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ো না, অন্যথায় অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু থাকবে না এবং তোমরা সাহায্যও পাবে না।" *(সূরা হূদ ১১৩)*

(৬৮৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদেরকে ছেড়ে অন্যদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং)*

(৬৮৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব হযরত হুযাইফাহ কর্তৃক, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

(৬৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে যাকে ভালোবাসে, সে তার সাথে (কিয়ামতে) অবস্থান করবে।" *(মুসলিম ২৬৪০নং)*

(৬৯০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, ""আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ২৬৩৮, আবূ দাউদ, মিশকাত ৫০০৩নং)*

❁ বলা বাহুল্য, একজন মুসলিমের হৃদয় আদর্শ মুসলিমের লেবাশ-পোশাক, আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও চাল-চলনের প্রতিই আকৃষ্ট হওয়া উচিত; কোন

কাফেরের প্রতি নয়। বহু বিষয়েই আমাদের নবী ﷺ আমাদেরকে বিজাতির বিপরীত কর্ম করতে আদেশ দিয়েছেন।

## গর্ব ও প্রসিদ্ধিজনক পোশাক পরা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৯১) হযরত ইবনে উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) প্রসিদ্ধিজনক পোশাক পরবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে দোযখের অগ্নিশিখা প্রজ্বালিত করবেন।" *(আহমাদ ২/৯২, ১৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৬০৭, আবূ দাউদ ৪০২৯নং, সহীহুল জামে' ৬৫২৬নং)*

۞ কেবল প্রসিদ্ধলাভের উদ্দেশ্যে, লোকমাঝে চর্চা হবে এই উদ্দেশ্যে অথবা গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন বিস্ময়কর অদ্ভুত পোশাক ব্যবহার করলে ঐ শাস্তি রয়েছে কিয়ামতে। তাতে সে পোশাক অত্যন্ত মূল্যবান হোক অথবা মামুলী মূল্যের। কারণ মামুলী মূল্যের লেবাস পরেও পরহেযগারী ও দুনিয়া-বৈরাগ্যে প্রসিদ্ধিলাভ উদ্দেশ্য হতে পারে। অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরিধান করাবেন।

## দাড়ি রাখার গুরুত্ব

(৬৯২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা মোছ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (কমপক্ষে এক মুঠো পরিমাণ)। আর একাজ করে তোমরা মুশরিকদের অন্যথাচরণ কর।" *(বুখারী ৫৮৯৩, মুসলিম ২৫৯ নং)*

(৬৯৩) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মোছ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" *(মুসলিম ২৬০ নং)*

(৬৯৪) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোছ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

۞ প্রকাশ থাকে যে, দাড়ি রাখা সকল আম্বিয়ার সুন্নত (তরীকা) এবং তা ওয়াজেব। বলা বাহুল্য, দাড়ি চাঁছা, ছিঁড়া বা ছোট করে ছাঁটা হারাম ও কাবীরা গোনাহ। আর তা হল পৌরুষ ও সম্মানের নিদর্শন, পুরুষের সৌন্দর্য ও সমীহপূর্ণ ভূষণ। পক্ষান্তরে দাড়ি সাফ করার অপকর্মে কয়েকটি বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে। (১) দাড়ি বর্ধনের উপর রসূলের আদেশ উল্লঙ্ঘন এবং তাতে তাঁর বিরোধিতা। (২) কাফেরদের প্রতিরূপ

ধারণ। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য ধারণ করে, সে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত।" (৩) নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন। অথচ তিনি নারীদের আকৃতি ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন। (৪) (আল্লাহর বিনা অনুমতিতে) আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন এবং শয়তানের প্রতিজ্ঞার আনুগত্য।

## গোঁফ লম্বা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৬৯৫) হযরত যায়দ বিন আরকাম ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার গোঁফ ছোট করে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৬৫৩৩নং)*

❁ লক্ষণীয় যে, গোঁফ ছোট করা বা ছাঁটা হল শরীয়তসম্মত ও বিধেয়। পক্ষান্তরে তা চেঁছে ফেলা বিধেয় নয়। ভালো মনে করে করলে তা বিদআত হবে।

## ইসলামে চুল পাকার মাহাত্ম্য

(৬৯৬) হযরত আম্র বিন আবাসাহ ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির ইসলামে (জিহাদ, আল্লাহর ভয় প্রভৃতির কারণে) একটি চুল পাকে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ সাদা চুলটি কিয়ামতের দিন জ্যোতি হবে।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৪ নং)*

(৬৯৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শুভ্র কেশ মুমিনের নূর (জ্যোতি)। ইসলামে যে ব্যক্তিরই একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ হবে এবং একটি করে মর্যাদায় সে উন্নীত হবে।" *(ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪৩ নং)*

(৬৯৮) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা শুভ্র কেশ তুলে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের দিনে নূর (জ্যোতি) হবে। ইসলামে যে ব্যক্তির একটি কেশ শুভ্র হবে, সেই ব্যক্তির প্রত্যেক শুভ্র কেশের পরিবর্তে আল্লাহ তার জন্য একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, একটি করে গোনাহ ঝরিয়ে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ২০৯৬নং)*

## চুল-দাড়িতে কালো কলপ ব্যবহার করা হতে

# ভীতি-প্রদর্শন

(৬৯৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর।” *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, সহীহুল জামে' ১৯৯৮নং)*

(৭০০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে পাকা চুল-দাড়ি রঙিয়ে থাকো, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো হল, মেহেদি ও কাতাম। *(আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১৫৪৬নং)*

❁ 'কাতাম' এক শ্রেণীর গাছড়ার নাম, যার পাতা থেকে লালচে কালো রঙ প্রস্তুত করা হয়।

(৭০১) হযরত জাবের ﷺ বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হল। তখন তাঁর চুল-দাড়ি ছিল 'ষাগামা' ফুলের মত সফেদ (সাদা)। নবী ﷺ বললেন, “কোন রঙ দিয়ে এই সফেদিকে বদলে ফেল। আর কালো রঙ থেকে ওঁকে দূরে রাখ।” *(মুসলিম, মিশকাত ৪৪২৪নং)*

(৭০২) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে; যারা পায়রার ছাতির মত কালো কলপ ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।” *(আবূ দাঊদ ৪২১২, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৮১৫৩নং)*

❁ প্রকাশ থাকে যে, কালো কলপ ব্যবহার হারাম। তবে কালচে লাল, বাদামী প্রভৃতি রঙ হারাম নয়।

# অপরের অথবা নিজের মাথায় পরচুলা বাঁধা, অপরের অথবা নিজের দেহে দেগে নক্‌শা করা, অপরের অথবা নিজের চেহারা থেকে লোম তোলা, ভ্রূ চাঁছা এবং দাঁতের মাঝে ঘসে ফাঁক করা হতে মহিলাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

(৭০৩) হযরত আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ের হাম হয়েছিল। যার ফলে তার মাথার চুল (অনেক) ঝরে গেছে। আর তার বিয়েও দিয়েছি। অতএব তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি কি?' নবী ﷺ বললেন, “পরচুলা যে লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগিয়ে দেওয়া হয় এমন উভয় মহিলাকেই আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হযরত আসমা বলেন, 'যে অপরের মাথায় পরচুলা বেঁধে

দেয় এবং যে নিজের মাথায় তা বাঁধে, এমন উভয় মহিলাকেই নবী ﷺ অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, ইবনে মাজাহ ১৯৮৮নং)*

(৭০৪) হযরত ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলতেন, '(হাত বা চেহারায়) দেগে যারা নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।'

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ ﷺ-কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?'

﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ ﴾

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশর ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, 'কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসউদ ﷺ তাকে বললেন, 'যদি তাই হত তাহলে আমি তার সহিত সঙ্গমই করতাম না।' *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

(৭০৫) হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি মুআবিয়া ﷺ এর হজ্জের বছরে মিম্বরের উপর তাঁকে বলতে শুনেছেন। তিনি এক প্রহরীর হাত থেকে এক গোছা পরচুলা নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের উলামাগণ? আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মুখে শুনেছি, তিনি এ জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, "বনী ইসরাঈল তখনই ধ্বংস হল যখনই তাদের মেয়েরা এই (পরচুলা) ব্যবহার শুরু করল।" *(মালেক, বুখারী ৩৪৬৮, মুসলিম ২১২৭নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

বুখারী ও মুসলিমে ইবনুল মুসাইয়িব কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুআবিয়া

মদীনায় এসে আমাদের মাঝে ভাষণ দিলেন। আর (তারই মাঝে) এক গোছা পরচুলা বের করে বললেন, 'ইয়াহুদীরা ছাড়া অন্য কোন (মুসলিম) ব্যক্তি এ জিনিস ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এই (পরচুলা ব্যবহারের) খবর পৌঁছলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, 'জালিয়াতি!' *(বুখারী ৫৯৩৮নং)*

পানাহার অধ্যায়

## সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭০৬) হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করো না। কারণ, তা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।" *(বুখারী ৫৬৩৩, মুসলিম ২০৬৭নং)*

(৭০৭) হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সোনা-চাঁদির পাত্রে পান করে, আসলে সে ব্যক্তি নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্‌ করে পান করে।" *(বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫নং)*

## বামহাতে পানাহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭০৮) হযরত ইবনে উমার ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা অবশ্যই না খায় এবং পানও না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।"

বর্ণনাকারী বলেন, (ইবনে উমার ؓ এর স্বাধীনকৃত দাস তাবেয়ী) নাফে' (রঃ) দুটি কথা আরো বেশী বলতেন, "কেউ যেন বাম হাত দ্বারা কিছু গ্রহণ না করে এবং অনুরূপ তদ্দ্বারা কিছু প্রদানও না করে।" *(মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৮০০, মালেক, আবূ দাউদ ৩৭৭৬ নং)*

(৭০৯) হযরত উমার বিন আবী সালামাহ ؓ বলেন, আমি শিশুবেলায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কোলে (বসে খাবার সময়) আমার হাত পাত্রের যেখানে-সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বললেন, "ওহে বৎস! আল্লাহর নাম নাও, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের তরফে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম ২০২২নং)*

(৭১০) হযরত সালামাহ বিন আকওয়া' ؓ হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট বাম হাত দিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তিনি তা লক্ষ্য করে তাকে বললেন, "তুমি ডান হাত দিয়ে খাও।" সে বলল, 'আমি পারি না।' রসূল ﷺ বললেন, "তুমি যেন না পার। অহংকারই ওকে (আদেশ পালনে বিরত রেখেছে)।" সালামাহ বলেন, 'সুতরাং (এই বদ্দুআর ফলে) সে আর তার হাতকে মুখ পর্যন্ত

উঠাতে পারেনি।' *(মুসলিম ২০২১নং)*

## খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার গুরুত্ব

(৭১১) হযরত হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই শয়তান (মুসলিমের) খাবার খেতে সক্ষম হয়; যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলা হয়।---" *(মুসলিম ২০১৭, আবূ দাউদ ৩৭৬৬নং)*

(৭১২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন খাবার খাবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে কেউ তা বলতে ভুলে গেলে সে যেন (মনে পড়লে বা) শেষে বলে, 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অআ-খিরাহ।" *(আবূ দাউদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮নং)*

(৭১৩) হযরত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নিজ বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় এবং রাতে খাবার সময় না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, 'তোমরা রাতের খাবার পেলে, কিন্তু রাত্রিযাপনের জায়গা নেই।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" *(মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫নং)*

❁ খাবার সময় আরো মান্য আদব এই যে, খাবার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা নির্দিষ্ট দুআ পড়তে হয়। খাবার পাত্রের মাঝখান হতে খেতে হয় না। খাবার যেমনই হোক তার কোন দোষ বর্ণনা করতে হয় না। খাদ্যাংশ নিচে পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলা কর্তব্য। কারণ, তাতেই বর্কত নিহিত থাকতে পারে। এ ছাড়া খাবার শেষে পাত্র ও আঙ্গুল চেঁটে খেতেও শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

## দাঁড়িয়ে পানাহার করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭১৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে।" *(মুসলিম ২০২৬নং)*

(৭১৫) হযরত আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোন লোক যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। আনাস ﷺ-কে দাঁড়িয়ে খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, 'এটা তো আরো খারাপ ও আরো নোংরা।" *(মুসলিম ২০২৪নং)*

❁ পানি পান করলে তিন শ্বাসে পান করতে হয় এবং দাঁড়িয়ে পান করতে হয় না। যেমন পানপাত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু বসার জায়গা না

থাকলে অথবা অন্য কোন অসুবিধায় বা প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানাহার করা হারাম নয়। যেহেতু দাঁড়িয়ে পান বৈধ হওয়ার হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

## উদর পূর্ণ করে খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭১৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম একটি মাত্র অন্ত্রে খায়, পক্ষান্তারে কাফের খায় সাত অন্ত্রে।" *(বুখারী ৫৩৯৬, মুসলিম ২০৬২নং, ইবনে মাজাহ)*

(৭১৭) হযরত মিকদাম বিন মা'দীকারিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "উদর অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের জন্য ততটুকুই খাদ্য যথেষ্ট যতটুকুতে তার পিঠ সোজা করে রাখে। আর যদি এর চেয়ে বেশী খেতেই হয়, তাহলে সে যেন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে।" *(তিরমিযী ২৩৮০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৯, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১২১, সহীহুল জামে' ৫৬৭৪নং)*

## গরীবদেরকে ছেড়ে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং দাওয়াত কবুল না করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭১৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলতেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার যার জন্য ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বাদ দেওয়া হয় গরীবদেরকে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।' *(বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্টতম খাবার হল সেই অলীমার খাবার; যাতে তাদেরকে আসতে নিষেধ করা হয় (বা দাওয়াত দেওয়া হয় না), যারা তা খেতে চায় এবং যার প্রতি তাদেরকে আহবান করা হয়, যারা তা খেতে চায় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের না ফরমানী করে।"

(৭১৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিমের উপর মুসলিমের ৫টি অধিকার রয়েছে; সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২নং)*

(৭২০) হযরত জাবের ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খেতে পারে, না হলে না খেতে পারে।” *(মুসলিম ১৪৩০নং)*

❁ মুসলিম ভায়ের দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজেব। অবশ্য দাওয়াত-স্থলে কোন প্রকার আপত্তিকর অবৈধ কিছু থাকলে এবং উপদেশের মাধ্যমে তা অপসারণ না করতে পারলে ভিন্ন কথা।

## শাসন ও বিচার অধ্যায়

# ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসকের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

﴿ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা যখন কথা বলবে, তখন তা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্যভাবে বলবে। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতম অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে খেয়াল-খুশীর

অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা প্যাঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তবে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। *(সূরা নিসা ১৩৫ আয়াত)*

﴿ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, (বিবদমান দুই গোষ্ঠী) যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা কর এবং সুবিচার কর। আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৯ আয়াত)*

(৭২১) হযরত আম্র বিন আস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর ﷺ বলেছেন, "বিচারক যদি সুবিচারের প্রয়াস রেখে বিচার করে অতঃপর তা সঠিক হয়, তবে তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব। আর সুবিচারের প্রয়াস রেখে যদি বিচারে ভুল করেও বসে, তবে তার জন্যও রয়েছে একটি সওয়াব।" *(বুখারী ৭৩৫২ নং, মুসলিম ১৭১৬ নং)*

(৭২২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম ১৮২৭ নং)*

❁ প্রত্যেক ব্যাপারেই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। নিজের সন্তানদের জন্যও মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ হল, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।" *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩নং)*

## বিচার শাসন ও রাজকার্য গ্রহণ করা হতে বিশেষ করে দুর্বল ব্যক্তিকে ভীতি-প্রদর্শন

(৭২৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিচারক-পদ গ্রহণ করল অথবা যাকে লোকেদের (কাযী বা) বিচারক নিযুক্ত করা হল তাকে যেন বিনা ছুরিতে যবাই করা হল।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭১, তিরমিযী ১৩২৫, ইবনে মাজাহ ২৩০৮, হাকেম ৪/৯১, সহীহুল জামে' ৬৫৯৪ নং)*

(৭২৪) হযরত বুরাইদা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

(৭২৫) হযরত আবূ মারয়্যাম আয্‌দী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত হল, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।” (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে ৬৫৯৫নং)*

(৭২৬) হযরত আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন শাসনকার্যে নিয়োগ করবেন না কি?’ এ কথা শুনে তিনি আমার কাঁধে হাত মারলেন, অতঃপর বললেন, “হে আবূ যার্র! তুমি একজন দুর্বল মানুষ। আর শাসনকার্য এক প্রকার আমানত এবং কিয়ামতের দিন তা হল লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। অবশ্য সে ব্যক্তির জন্য নয়, যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে গ্রহণ করবে এবং তাতে তার সকল কর্তব্য যথারীতি পালন করবে।” *(মুসলিম ১৮২৫নং)*

(৭২৭) হযরত আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, “হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি শাসনকার্য প্রার্থনা করো না। কারণ, তা তোমাকে তোমার বিনা প্রার্থনায় দেওয়া হলে (আল্লাহর তরফ হতে) তাতে তুমি সাহায্য পাবে। পক্ষান্তরে তোমার প্রার্থনার ফলে তা দেওয়া হলে তোমাকে নিঃসঙ্গতার উপর সোপর্দ করে দেওয়া হবে। (অর্থাৎ, আল্লাহর তরফ থেকে কোন সাহায্য পাবে না।)” *(বুখারী ৭১৪৬, মুসলিম ১৬৫২নং)*

## ক্ষমতাসীন (মুসলিম) শাসককে অমান্য করা এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭২৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। যে ব্যক্তি আমীর (নেতা বা শাসকের) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরের না ফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল।

আর ইমাম (রাষ্টনায়ক) তো ঢাল স্বরূপ; যার আড়ালে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যার সাহায্যে নিজেকে বাঁচানো যায়। সুতরাং সে যদি আল্লাহ-ভীরুতার আদেশ দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে এর বিনিময়ে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। নচেৎ সে যদি এর বিপরীত কর্ম করে তবে তার পাপ তার ঘাড়ে।” *(বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৪১ নং)*

(৭২৯) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার আমীরের মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কর্ম দেখে সে যেন তাতে ধৈর্য করে। কারণ যে ব্যক্তিই জামাআত হতে অর্ধহাত পরিমাণ বিছিন্ন হয়ে মারা যাবে, সে

ব্যক্তিই জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।” *(বুখারী ৭০৫৪, মুসলিম ১৮৪৯নং)*

❁ প্রকাশ যে উক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত, আমীর ও জামাআতের অর্থ বর্তমানের কোন দলনেতা, জমাত, সংগঠন বা দল নয়। ঐ আমীরের অর্থ হল, ক্ষমতাসীন মুসলিম গভর্নর বা শাসক। আর জামাআতের অর্থ হল, সেই শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ মুসলিমদল।

(৭৩০) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামাআত থেকে পৃথক হয়ে মারা যাবে সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।

যে ব্যক্তি অন্ধ ফিতনার পতাকাতলে (হক-নাহক না জেনেই) যুদ্ধ করবে, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামির ফলে ক্রুদ্ধ হবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বের প্রতি আহবান করবে অথবা অন্ধ পক্ষপাতিত্বকে সাহায্য করবে, অতঃপর সে খুন হলে তার খুন জাহেলিয়াতের খুন।

আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিরুদ্ধে তরবারি বের করে ভালো-মন্দ সকল মানুষকে হত্যা করবে এবং তার মুমিনকেও হত্যা করতে ছাড়বে না, চুক্তিবদ্ধ মানুষের চুক্তিও পূরণ করবে না, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তার দলভুক্ত নই।” *(মুসলিম ১৮৪৮ নং)*

(৭৩১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে দূরে সরে যাবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার (ঐ কাজের) কোন দলীল বা ওজর থাকবে না।

আর যে ব্যক্তি নিজ ঘাড়ে বায়াত না রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মরণ মরবে।” *(মুসলিম ১৮৫১নং)*

❁ প্রকাশ যে, এখানে বায়াত বলতে মুসলিম রাষ্ট্রনেতার হাতে হাত মিলিয়ে তার আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, তথাকথিত কোন পীরের হাতে বায়াত করা বা মুরীদ হওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয়।

(৭৩২) হযরত হারেস আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কর্মের আদেশ দিচ্ছি; জামাআতবদ্ধ ভাবে (একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহাবা ও তাঁদের অনুগামীদের অনুসারী হয়ে) বাস কর, শাসকের আদেশ পালন কর, তাঁর অনুগত হও, (প্রয়োজনে) হিজরত কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। আর যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে যেন ইসলামের রশিকে নিজ গলা হতে খুলে ফেলল। তবে যদি সে পুনরায় জামাআতে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।

যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের (অন্ধপক্ষপাতিত্বের) ডাক দেবে সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের

দলভুক্ত; যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে।” *(আহমাদ, সহীহ তিরমিযী ২২৯৮, সহীহুল জামে’ ১৭২৮নং)*

## বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ সৃষ্টি করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রশি (দ্বীন বা কুরআন)কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

(৭৩৩) হযরত উমার ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেকো। সুতরাং যে জান্নাতের মধ্যস্থল পেতে চায়, সে যেন জামাআতের সাথে থাকে।” *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৭নং)*

(৭৩৪) হযরত নু’মান বিন বাশীর ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “জামাআত (ঐক্য) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।” *(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৫, সহীহুল জামে’ ৩১০৯নং)*

(৭৩৫) হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল ‘বিদআত’। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।” *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

(৭৩৬) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ ও মুআবিয়া ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক’টি জাহান্নামী যাবে।” অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

(৭৩৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁ বলেন, ‘হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।’ *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

(৭৩৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন, একদা রসূল ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, “এটা আল্লাহর সরল পথ।” তারপর ঐ

রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ-

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ, হাকেম, মিশকাত ১/৫৯)*

(৭৩৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন বা দ্বীন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

(৭৪০) হযরত আরফাজাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে বড় ফিতনা ও ফাসাদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই উম্মতের ঐক্য ও সংহতিকে (নষ্ট করে) বিচ্ছিন্নতা আনতে চাইবে সে ব্যক্তিকে তোমরা তরবারি দ্বারা হত্যা করে ফেলো; তাতে সে যেই হোক না কেন।" *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

(৭৪১) উক্ত সাহাবী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একই শাসকের শাসনাধীনে ঐক্যপূর্ণ, তখন যদি আর এক (শাসক) ব্যক্তি এসে তোমাদের সংহতি নষ্ট করতে চায় এবং জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করো।" *(মুসলিম ১৮৫২নং)*

(৭৪২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রনায়কের হাতে বায়াত করল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই নায়কের সৎবিষয়ে) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য এক (নায়ক) তার ক্ষমতা দখল করতে চায়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় নায়কের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং প্রমুখ)*

## মহিলার হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হতে ভীতি-

## প্রদর্শন

(৭৪৩) হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট যখন এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসীগণ তাদের রাজক্ষমতা কেসরা (রাজ) কন্যার হাতে তুলে দিয়েছে, তখন তিনি বললেন, "সে জাতি কোন দিন সফলকাম হতে পারে না, যে জাতি তাদের শাসন ক্ষমতা একজন নারীর হাতে তুলে দেয়।" *(বুখারী ৪৪২৫নং)*

## দেশের রাজা বা শাসককে অপমানিত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭৪৪) যিয়াদ বিন কুসাইব আদাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ বাকরাহ ﷺ-এর সাথে ইবনে আমেরের মিম্বরের নিচে ছিলাম। সে সময় ইবনে আমের ভাষণ দিচ্ছিলেন, আর তাঁর পরনে ছিল পাতলা কাপড়। তা দেখে আবূ বিলাল বললেন, 'আমাদের আমীরকে দেখ, ফাসেকদের লেবাস ব্যবহার করে!' তা শুনে আবূ বাকরাহ ﷺ বললেন, 'চুপ করো। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহর (বানানো) বাদশাকে অপমানিত করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(সহীহ তিরমিযী ১৮১২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৯৭ নং)*

## সাহাবাগণ ﷺ-কে গালি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা সৎ-বিশুদ্ধভাবে তাদের অনুগমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এ হল মহা সাফল্য। *(সূরা তাওবাহ ১০০ আয়াত)*

(৭৪৫) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার সাহাবাগণকে গালি দেবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তাবর্গ এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ হোক।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৪০নং)*

(৭৪৬) হযরত আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি

ধ্বংস হবে। প্রথম হল, আমার ভালোবাসায় সীমা অতিক্রমকারী এবং দ্বিতীয় হল, আমার বিদ্বেষে সীমা অতিক্রমকারী। *(শাইবানীর কিতাবুস সুন্নাহ ৯৭৪ নং, মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

# প্রজার উপর অত্যাচার করা হতে রাজাদেরকে ভীতি-প্রদর্শন

(৭৪৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চার ব্যক্তিকে আল্লাহ ঘৃণা করেন; অত্যধিক কসম খেয়ে পণ্য বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী, অহংকারী গরীব, ব্যভিচারী বৃদ্ধ এবং অত্যাচারী রাজা (শাসক)। *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৮৮০নং)*

(৭৪৮) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৬৯৫নং)*

(৭৪৯) হযরত মা'কাল বিন য়্যাসার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে বান্দাকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ কোন প্রজাদলের রাজা মনোনীত করেন, সে বান্দা যদি তার মৃত্যুর দিনে নিজ প্রজাদের প্রতি প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "বান্দা যদি হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে (প্রজাদের) তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" *(বুখারী ৭১৫০, মুসলিম ১৪২ নং)*

# ফিতনা থেকে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةً وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ- তোমরা সেই ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থেকো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।" *(সূরা আনফাল ২৫ আয়াত)*

(৭৫০) হযরত হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে সে হৃদয়ে একটি কালো

দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

(৭৫১) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে যখন তোমাদেরকে ফিতনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে। যাতে শিশু প্রতিপালিত (বড়) হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে, (তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হবে) আর তাকে সুন্নাহ (দ্বীনের তরীকা) মনে করা হবে। পরন্তু তার যদি কোনদিন পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহলে লোকেরা বলবে, 'এ কাজ গর্হিত!'

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, '(হে ইবনে মসঊদ!) এমনটি কখন ঘটবে?' তিনি বললেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার লোক কম হবে ও আমীর (বা নেতার সংখ্যা) বেশী হবে, ফকীহ (বা প্রকৃত আলেমের সংখ্যা) কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখা বেশী হবে, দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব সামগ্রী অনুসন্ধান করা হবে।' *(আব্দুর রায্যাক এটিকে ইবনে মসঊদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করছেন। সহীহ তারগীব ১০৫নং)*

(৭৫২) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে যে যুগ আসবে তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এইভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে।" *(আহমাদ, বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬নং)*

(৭৫৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৫০ নং)*

(৭৫৪) হযরত ষাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার

ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কি?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাঊদ ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৮)*

(৭৫৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" *(মুসলিম ২৮৮৬ , মিশকাত ৫৩৮৪নং)*

(৭৫৬) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের উপর এমন এক যুগ আসছে, যখন মুসলিমের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ভেঁড়া-ছাগল; তাই নিয়ে পর্বত-শিখরে ও পানির জায়গাতে চলে যাবে; ফিতনা থেকে নিজ দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে।" *(বুখারী ৩৬০০নং)*

(৭৫৭) হযরত উহবান ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে অসিয়ত করে বলেন, "ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।" *(আহমাদ)*

(৭৫৮) হযরত আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪২৬১নং, ইবনে মাজাহ)* "তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবরানী, আবূ য়্যা'লা)*

(৭৫৯) হযরত হুযাইফাহ বিন য়্যামান বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায়

হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভুত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, 'আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, "মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, "ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৮২নং)*

(৭৬০) হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ফিতনার সময় ইবাদত করা, আমার দিকে হিজরত করার সমান (সওয়াব)।" *(মুসলিম ২৯৪৮নং)*

## ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং লোকেদের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে ঘুস দিও না। *(সূরা বাকারাহ ১৮৮ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

(৭৬১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ঘুষখোর, ঘুষদাতা (উভয়কেই) অভিশাপ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৩৫৮০, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ ২৩১৩, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১০২-১০৩, সহীহ আবূ দাউদ ৩০৫৫নং)*

❁ ঘুষকে বখশিস বা উপঢৌকন যাই বলুন না কেন, সূদের নাম লভ্যাংশ রাখলে, মদের নাম সূরা রাখলে, লোভনীয় ও পবিত্র নামে তা বৈধ হতে পারে না। আর হারামখোরের দেহ জাহান্নামেরই উপযুক্ত সে কথা অন্য হাদীসে স্পষ্ট হয়েছে।

## অত্যাচার ও অত্যাচারীর বদ্দুআ হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত)*

(৭৬২) হযরত আবূ যার্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম ঘোষণা করছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না।---" *(মুসলিম ২৫৭৭নং)*

(৭৬৩) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮নং)*

(৭৬৪) হযরত আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ অত্যাচারীকে ঢিল দেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।" অতঃপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক যখন কোন যালেম জনপদকে পাকড়াও করেন তখন এমনিভাবেই করে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মর্মন্তুদ, বড়ই কঠোর। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত) (বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০নং)*

(৭৬৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে

থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ দেওয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যেদিন (ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম। (সেদিন) যালেমের নেক আমল থাকলে তার যুলুম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মযলুমকে দেওয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি তার নেকী না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার (মযলুম) প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।” *(বুখারী ৩৫৩৪, তিরমিযী ২৪১৯নং)*

(৭৬৬) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কাকে বলে?” সকলে বলল, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার টাকা-পয়সা নেই এবং কোন সম্পদও নেই।' তিনি বললেন, “কিন্তু আমার উম্মতের মধ্য হতে (প্রকৃত) নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পক্ষান্তরে সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর ধন আত্মসাৎ করে থাকবে, ওর রক্তপাত ঘটিয়ে থাকবে এবং একে মেরে থাকবে (ইত্যাদি)। ফলে সেদিন তার নেকী তার প্রতিবাদীকে প্রদান করে (প্রতিশোধ) দেওয়া হবে। অনুরূপ দেওয়া হবে অন্যান্য (মযলুম) প্রতিবাদীকেও। এতে যদি তার বিচার নিষ্পত্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার সমস্ত নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে তার প্রতিবাদীদের গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং পরিশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” *(মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৮১৮নং)*

(৭৬৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মুআয ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেছিলেন, “তুমি মযলুম (অত্যাচারিতের) (বদ) দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, অত্যাচারিতের দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।” (অর্থাৎ, সত্বর কবুল হয়ে যায়।) *(বুখারী ১৪৯৬, মুসলিম ১৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)*

(৭৬৮) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ কা'ব বিন উজরাহকে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল থেকে আশ্রয় দিন।” কা'ব বললেন, 'নির্বোধ (আমীর)দের শাসনকাল কি?' তিনি বললেন, “আমার পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর আমীর হবে; যারা আমার আদর্শে আদর্শবান হবে না এবং আমার তরীকাও অবলম্বন করবে না। সুতরাং যারা (তাদের দ্বারে দ্বারস্থ হয়ে) তাদের মিথ্যাবাদিতা সত্ত্বেও তাদেরকে সত্যবাদী মনে করবে এবং অত্যাচারে (ফতোয়া ইত্যাদি দ্বারা) তাদেরকে সহযোগিতা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় এবং আমিও তাদের দলভুক্ত নই। তারা আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে না।

আর যারা তাদের মিথ্যাবাদিতায় তাদেরকে সত্যবাদী জানবে না এবং অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগিতা করবে না তারা আমার দলভুক্ত, আমিও তাদের দলভুক্ত এবং আমার 'হওয' (কওসারের) পানি পান করার জন্য উপস্থিত হতে পারবে।

হে কা'ব বিন উজরাহ! রোযা হল ঢাল স্বরূপ, সদকাহ (দান-খয়রাত) পাপ মোচন করে এবং নামায হল (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা অথবা তোমার (ঈমানের) দলীল।

হে কা'ব বিন উজরাহ! সে মাংস (দেহ) বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না; যা হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। তার জন্য তো দোযখই উপযুক্ত।

হে কা'ব বিন উজরাহ! মানুষের প্রাত্যহিক কর্মপ্রচেষ্টা দুই ধরনের হয়ে থাকে; কিছু মানুষ তো নিজেদেরকে (সৎকর্মের মাধ্যমে) ক্রয় করে (দোযখ থেকে) মুক্ত করে নেয়। আর কিছু মানুষ (অসৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রয় করে ধ্বংস করে দেয়।" *(আহমাদ ৩/৩২১, বায্যার ১৬০৯ নং, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ৫০১ নং)*

## অপরাধীকে সহযোগিতা করা ও 'হদ্দ' রোধকারী (অন্যায়) সুপারিশ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

(৭৬৯) হযরত ইবনে উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহর 'হদ্দ' (দন্ডবিধি) সমূহ হতে কোন 'হদ্দ' কায়েম করাতে বাধা সৃষ্টি করে সে ব্যক্তি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার বিরোধিতা করে।" *(আবূ দাঊদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

(৭৭০) হযরত ইবনে মাসউদ ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি অন্যায়ে নিজ গোত্রকে সহযোগিতা করে (সর্বনাশিতায়) সে ব্যক্তির উদাহরণ সেই উঁটের মত যে কোন কুয়াতে পড়ে যায়। অতঃপর তাকে তার লেজ ধরে তোলার অপচেষ্টা করা হয়। (যা অসম্ভব।)" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৫১১৭নং, ইবনে হিব্বান প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৮৩৮নং)*

۞ বলা বাহুল্য, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের ফলে নিজের গোত্রের বা বংশের বা বাড়ির লোকের অন্যায় জেনেও যে তাদেরকে তাদের অন্যায়ে সহযোগিতা করে সে এমন সর্বনাশগ্রস্ত; যার কবল থেকে বাঁচা দুষ্কর।

## আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা হতে

# নেতৃস্থানীয় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে ভীতি-প্রদর্শন

(৭৭১) মদীনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, একদা হযরত মুআবিয়া ﷺ হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দেন)। আর বেশী ভার দেবেন না।' সুতরাং হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হযরত মুআবিয়া ﷺ কে চিঠিতে লিখলেন যে, 'সালামুন আলাইক। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" অস্‌সালামু আলাইক্‌।' *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।" *(ইবনে হিব্বান প্রমুখ)*

# মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٧٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, (রহমানের বান্দা তারা, যারা----) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে। *(সূরা ফুরকান ৭২ আয়াত)*

﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথা বা সাক্ষ্য থেকে দূরে থাক। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

(৭৭২) হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরা) গোনাহর কথা বলে দেব না কি?" এরূপ তিনবার বলার পর তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

শোনো! আর মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া ও মিথ্যা কথা বলা।”

ইতিপূর্বে তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত কথাটি বলার সময় হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন। অতঃপর এ কথা তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, শেষ অবধি আমরা বললাম, ‘হায় যদি তিনি চুপ হতেন!’ *(বুখারী ৫৯৭৬, মুসলিম ৮৭নং, তিরমিযী)*

দন্ডবিধি প্রভৃতি অধ্যায়

## সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴾

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; মানুষের জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্যে বাধা দান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)*

﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎকার্যে বাধা দান করবে। আর তারাই হবে সফলকাম। *(সূরা আ-লে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُولَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু; এরা (লোককে) ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদের প্রতিই আল্লাহ কৃপা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

(৭৭৩) হযরত আবু যার‌ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, কিছু লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল? ধনী ব্যক্তিরাই সমস্ত নেকীগুলো লুটে নিল! ওরা নামায পড়ে, যেমন আমরা পড়ি। ওরা রোযাও রাখে, যেমন আমরা রাখি। উপরন্তু ওরা ওদের উদ্বৃত্ত অর্থাদি সদকাহ করে থাকে।’ তিনি বললেন, “আল্লাহ কি তোমাদেরকে এমন কিছু প্রদান করেননি

যদ্দ্বারা তোমরাও সদকাহ (দান) কর? (শোন!) প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ বলা) হল সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) হল সদকাহ, সৎকাজে (মানুষকে) আদেশ (ও উদ্বুদ্ধ) করা হল সদকাহ এবং মন্দকাজে (তাদেরকে) বাধা দেওয়াও হল সদকাহস্বরূপ।" *(মুসলিম ১০০৬ নং)*

(৭৭৪) হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানকে ৩৬০টি গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (প্রত্যহ এর প্রত্যেকটির তরফ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকাহ।) সুতরাং যে ব্যক্তি ৩৬০ সংখ্যক 'আল্লাহু আকবার' বলে, বা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, বা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে, বা সুবহা-নাল্লাহ' বলে, বা 'আস্তাগফিরুল্লা-হ' বলে, বা 'মানুষের পথ থেকে পাথর সরিয়ে দেয়, বা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয়, বা সৎকর্মে আদেশ দেয়, বা মন্দ কর্মে বাধা প্রদান করে, সে ব্যক্তি (সে দিনের জন্য) দোযখ থেকে নিজেকে সুদূরে করে নেয়।" *(মুসলিম ১০০৭ নং)*

## সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা না দেওয়া এবং এ ব্যাপারে তোষামোদ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে যারা (কুফ্র) অবিশ্বাস করেছিল তারা দাঊদ ও মরিয়ম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-আয়াত)*

(৭৭৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

(৭৭৬) হযরত নু'মান বিন বাশীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর

নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩নং)*

(৭৭৭) হযরত ইবনে মসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার পূর্বে যে উম্মতের মাঝেই আল্লাহ নবী প্রেরণ করেছেন সেই নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে খাস ভক্ত ও সহচর ছিল; যারা তাঁর তরীকার অনুগামী ও প্রত্যেক কর্মের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন অসৎ উত্তরসুরিদের আবির্ভাব হয়; যারা তা বলে যা নিজে করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হস্ত দ্বারা জিহাদ (সংগ্রাম) করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হৃদয় দ্বারা সংগ্রাম করে (ঘৃণা করে) সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে (অর্থাৎ ঘৃণা না করলে কারো হৃদয়ে) সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকতে পারে না।" *(মুসলিম ৫০নং)*

(৭৭৮) হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ শঙ্কিত অবস্থায় তাঁর নিকট প্রবেশ করে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।) আসন্ন বিপদের দরুন আরবের মহাসর্বনাশ। আজই ইয়াজুজের-মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে।" এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি তাঁর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্তি

বানালেন (এবং ঐ ছিদ্রের পরিমাণের প্রতি ইঙ্গিত করলেন)।

হযরত যয়নাব বলেন, এ শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে নেক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামির মাত্রা বেড়ে যাবে।" *(বুখারী ৩৩৪৬, মুসলিম ২৮৮০নং)*

(৭৭৯) হযরত হুযাইফা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অতি অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে, নতুবা অনতিবিলম্বে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর তাঁর কোন আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দুআ করবে; কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করবেন না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০৭০নং)*

(৭৮০) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজ পুত্র, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয়তম হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪নং, নাসাঈ)*

❁ বলাবাহুল্য কোন আপনজন মুহাম্মাদী আদর্শ ও নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করলে তার প্রতি কোন প্রকার তোষামোদ অবলম্বন করার মানেই হল ঈমান পরিপক্ক নয়। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তদীয় রসুলের দুশমন তারা মুমিনের কে?

(৭৮১) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তখন সে ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তারা তাকে বাধা না দেয় (এবং ঐ পাপাচরণ বন্ধ না করে), তাহলে তাদের জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কোন শাস্তি ভোগ করান।" *(আহমাদ ৪/৩৬৪, আবূ দাউদ ৪৩৩৯, ইবনে মাজাহ ৪০০৯, ইবনে হিব্বান, সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৪৬ নং)*

(৭৮২) কইস বিন আবূ হাযেম বলেন, একদা হযরত আবূ বকর ﷺ দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, 'হে লোকসকল! তোমরা অবশ্যই এই আয়াত পাঠ করে থাক ঃ-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। *(সূরা মা-ইদা ১০৫ আয়াত)*

কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "লোকেরা যখন কোন গর্হিত (শরীয়ত-পরিপন্থী) কাজ দেখেও তার পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হয় না, তখন অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর কোন শাস্তিকে ব্যাপক করে দেন।" *(আহমাদ, আসহাবে সুনান, ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৬নং)*

(৭৮৩) হযরত জারীর ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোন সম্প্রদায়ে যখন পাপাচার চলতে থাকে তখন তারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি বন্ধ করার লক্ষ্যে কোন চেষ্টা-সাধনা না করে, তাহলে আল্লাহ ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে আযাব প্রেরণ করে থাকেন।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৩৮-নং)*

(৭৮৪) হযরত হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

❁ বলা বাহুল্য, 'যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে' বলে কেউ রেহাই পাবে না। বরং কাউকে কাঠ খেতে দেখে চুপ থাকলে, বাধা না দিলে, প্রতিবাদ না করলে, অথবা কমপক্ষে ঘৃণা না জানলে দেখনে-ওয়ালাকেও আঙ্গার হাগতে হবে। পেষণ যখন আসবে তখন 'হেঁটকার সাথে মসুরিও পেষা' যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ ﴾

অর্থাৎ- তোমরা সেই ফিতনা (পরীক্ষা বা আযাব) থেকে সাবধান থেকো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম (অত্যাচারী) কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। (বরং সকলকেই করবে।) আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।" *(সূরা আনফাল ২৫ আয়াত)*

সুতরাং অনাচারীর বিরুদ্ধে সদাচারীকে প্রতিবাদে নামতে হবে। নচেৎ,

*'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে*
*তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'*

## সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া এবং নিজে তার বিপরীত কর্ম করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা (নিজে) কর না তা (অপরকে করতে) বল কেন? তোমরা যা (নিজে) কর না তোমাদের তা (অপরকে করতে) বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

(৭৮৫) হযরত উসামাহ বিন যায়েদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কি ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

## মুসলিমের সম্ভ্রম লুটা এবং তার দোষ খোঁজা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭৮৬) হযরত আবূ বারযাহ আসলামী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল; যারা মুখে ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয়ে ঈমান স্থান পায়নি (তারা শোন)! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তাদের দোষ খুঁজবে, আল্লাহ তার দোষ ধরবেন। আর আল্লাহ যার দোষ ধরবেন তাকে তার ঘরের ভিতরেও লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ ৪/৪২০, আবূ দাউদ ৪৮৮০, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ৭৯৮৪নং)*

## আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন করা এবং নিষিদ্ধ আইন অমান্য করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, ---এ সব আল্লাহর সীমারেখা। অতএব তা তোমরা লংঘন করো না। আর যারা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা লংঘন করে তারাই অত্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং

তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। *(সূরা নিসা ১৪ আয়াত)*

(৭৮৭) হযরত সওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।"

ষওবান ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২৩ নং)*

## দন্ডবিধি কার্যকর করতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৭৮৮) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সহিত কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সহিত কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)।

এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮-নং, আসহাবে সুনান)*

# মদ পান করা, ক্রয়-বিক্রয় ও তৈরী করা, তা পরিবেশন করা ও তার মূল্য খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ﴾

অর্থাৎ, লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিত) উপকারও রয়েছে, তবে ওগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক বড়।" *(সূরা বাক্বারাহ ২১৯ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! মদ জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর তো ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানী কাজ। সুতরাং সে সব হতে তোমরা দূরে থাক; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(সূরা মা-ইদা ৯০-৯১ আয়াত)*

(৭৮৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন মুমিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭নং, আসহাবে সুনান)*

❁ কাবীরা গোনাহ করা অবস্থায় মুমিনের ঈমান বুক থেকে উড়ে যায়। পুনরায় পাপ থেকে বিরত হলে ঈমান ফিরে আসে। অন্যথা কাবীরা গোনাহের গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়।

(৭৯০) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)*

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে'*

*৫০৯১নং)*

(৭৯১) উক্ত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক প্রমত্ততা (জ্ঞানশূন্যতা) আনয়নকারী বস্তুই হল মদ এবং প্রত্যেক প্রমত্ততা আনয়নকারী বস্তুই হল হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে করতে তাতে অভ্যাসী হয়ে মারা যায়, সে ব্যক্তি আখেরাতে (জান্নাতে পবিত্র) মদ পান করতে পাবে না।” (বেহেশ্তে যেতে পারবে না।) *(বুখারী ৫৫৭৫, মুসলিম ২০০৩নং প্রমুখ)*

۞ উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম। হিরোইন, মদ, ভাং, আফিং, তাড়ি ছাড়াও গুল, তামাক, গাঁজা, হুঁকা প্রভৃতি (বেশী পরিমাণ সেবন করলে) মাদকতা আনে। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত যে, “যে বস্তুর বেশী পরিমাণ মাদকতা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম।”

বিড়ি-সিগারেট অধিকমাত্রায় কোন অনভ্যস্ত ব্যক্তি পান করলে যদি তাতে তার মধ্যে মাদকতা আসে তবে তাও উক্ত বিধান অনুসারে হারাম। তাছাড়া এসব বস্তুতে রয়েছে নিশ্চিতভাবে অর্থ ও স্বাস্থ্যগত নানান ক্ষতি। আর ক্ষতিকর বস্তু সেবন করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

(৭৯২) হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, “তুমি আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করো না -যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।” *(ইবনে মাজাহ ৩০৪৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

۞ নামায ত্যাগ করলে ‘দায়িত্ব’ উঠে যায়, অর্থাৎ সে কাফেরদের মত হয়ে যায়। কারণ, কাফেরদের উপর আল্লাহর দায়িত্ব থাকে না।

(৭৯৩) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইয়ামানের এক শহর জাইশান থেকে (মদীনায়) আগমন করল। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার দেশের লোকেরা পান করে এমন ভুট্টা থেকে প্রস্তুত ‘মিয্‌র’ নামক এক পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তা কি মাদকতা আনে?” লোকটি বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “প্রত্যেক মাদকতা আনয়নকারী বস্তু মাত্রই হারাম। আর যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্য সেবন করবে তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আছে যে, তাকে তিনি জাহান্নামীদের ঘাম অথবা পুঁজ পান করাবেন।” *(মুসলিম ২০০২নং, নাসাঈ)*

(৭৯৪) হযরত মুআবিয়া ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে চাবুক লাগাও। (তিনবার চাবুক মারার পরও) যদি চতুর্থবার পুনরায় পান করে তবে তাকে হত্যা করে দাও।” *(তিরমিযী ১৪৪৪, আবূ দাউদ ৪৪৮২, ইবনে হিব্বান ৪৪২নং অনুরূপ, ইবনে মাজাহ ২৫৭৩, হাকেম ৪/৩৭২, সহীহুল জামে’ ৬৩০৯নং, হাদীসটি মনসূখ)*

(৭৯৫) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মদ পান করবে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে পুনরায় পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি এর পরেও সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন। অন্যথা যদি সে তৃতীয়বার পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এর পরেও যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করে নেবেন। অন্যথা যদি সে চতুর্থবার তা পান করে তাহলে অনুরূপ তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। কিন্তু এরপরে সে যদি তওবা করে তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন না, তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত হন এবং (পরকালে) তাকে ‘খাবাল নদী’ থেকে পানীয় পান করাবেন।”

ইবনে উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আবূ আব্দুর রহমান! ‘খাবাল-নদী’ কি?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তা হল জাহান্নামবাসীদের পুঁজ দ্বারা প্রবাহিত (জাহান্নামের) এক নদী।’ *(তিরমিযী, হাকেম ৪/ ১৪৬, নাসাঈ, সহীহুল জামে’ ৬৩১২-৬৩১৩নং)*

(৭৯৬) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা যাবে সে ব্যক্তি মূর্তিপূজকের মত (পাপী) হয়ে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৭৭নং)*

## আল্লাহর ভয়ে যৌনাঙ্গের হিফাযত করার মাহাত্ম্য

(৭৯৭) হযরত সহল বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার জন্য দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গের (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (যৌনাঙ্গের) জামিন হবে (যাতে হারামে ব্যবহার না হয়।) তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।” *(বুখারী ৬৪৭৪ নং)*

(৭৯৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে--- একজন সেই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্তা সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।” *(বুখারী ৬৬০ নং মুসলিম ১০৩১ নং)*

(৭৯৯) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের তিনজন লোক সফরে বের হল। এক স্থানে তারা এক পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিয়ে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হল। তারা গুহায় প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর পর্বতের চূড়া থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা থেকে গেল ভিতরে। তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ!

আমার ছিল এক চাচাতো বোন। সে ছিল আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়া। একদিন আমি তার সহিত ব্যভিচার করতে চাইলে সে সম্মত হল না। অতঃপর এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বাধ্য হয়ে সে আমার নিকট এল। আমি তাকে একশত বিশ দীনার এই শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে তার দেহ সমর্পণ করে দেবে। একদা সে তাই করল। অতঃপর যখন আমি তাকে আমার আয়ত্তে পেলাম (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর আমি যখন তার দুই পায়ের ফাঁকে বসলাম) তখন সে আমাকে বলল, 'আল্লাহকে ভয় কর। আর অবৈধভাবে তুমি আমার কৌমার্য নষ্ট করে দিও না।' এই কথা শুনামাত্র আমি তার সহিত যৌন-মিলন করতে দ্বিধাবোধ করলাম। আমি তাকে ছেড়ে সরে গেলাম অথচ সে আমার নিকট একান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল। আর যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে প্রদান করেছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ গো! যদি তুমি জান যে, আমি একাজ কেবলমাত্র তোমার সন্তুষ্টিলাভের আশায় করেছি তাহলে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা হতে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর পাথরটি (একটু) সরে গেল।---" *(বুখারী ২২৭২ নং, মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

## ব্যভিচার করা হতে এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾

অর্থাৎ, ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ, তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(সূরা ইসরা ৩২ আয়াত)*

﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ- ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ওদের প্রত্যেককেই (অবিবাহিত হলে) একশত কশাঘাত কর। যদি তোমরা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে ফেলে। আর মুমিনদের একটি দল যেন ওদের (ঐ) শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। *(সূরা নূর ২আয়াত)*

(৮০০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি ছাড়া 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথায় সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলিমের খুন (কারো জন্য) বৈধ নয়; বিবাহিত ব্যভিচারী, খুনের বদলে হত্যাযোগ্য খুনী এবং দ্বীন ও জামাআত ত্যাগী।" *(বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬নং আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৮০১) উক্ত ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল

ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর -অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে -এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত তোমার ব্যভিচার করা।"

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝٦٨ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ۝٦٩ ﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

(৮০২) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যারা জিহাদে না গিয়ে ঘরে থাকে তাদের পক্ষে মুজাহিদগণের স্ত্রীরা তাদের মায়ের মত অবৈধ। যারা ঘরে থাকে তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব (তত্ত্বাবধান) করে অতঃপর তাদের ব্যাপারে তার খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ঐ মুজাহিদের সামনে খাড়া করা হবে, অতঃপর সে (মুজাহিদ) নিজের ইচ্ছা ও খুশীমত তার নেকীসমূহ নিতে পারবে।"

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "অতএব কি ধারণা তোমাদের?" (তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে কি?) *(মুসলিম ১৮৯৭, আবূ দাউদ ২৪৯৬নং, নাসাঈ)*

## সমকাম, পশুগমন এবং স্ত্রীর পায়ু-মৈথুন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝٨٢ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا

ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ ۝ وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, আর লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলেছিল, 'এদেরকে (লূত ও তার অনুসারীদেরকে) শহর থেকে বের করে দাও, এরা তো সাধু সাজতে চায়।' অতঃপর আমি তার স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। *(সূরা আ'রাফ আয়াত ৮০-৮১ আয়াত)*

﴿ فَجَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٍ ۝ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর আমি নগরগুলিকে উলটিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর (আকাশ থেকে) কাঁকর বর্ষণ করলাম। *(সূরা হিজ্র ৭৪ আয়াত)*

(৮০৩) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিঃসন্দেহে আমি আমার উম্মতের উপর যে পাপাচারের সবচেয়ে অধিক আশঙ্কা করি তা হল, লূত নবী ﷺ-এর উম্মতের কর্ম।" (সমলিঙ্গি ব্যভিচার বা পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলন।) *(ইবনে মাজাহ ২৫৬৩, তিরমিযী, হাকেম ৪/৩৫৭, সহীহুল জামে' ১৫৫২নং)*

(৮০৪) হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখনই তাদের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যখনই কোন জাতির মাঝে অশ্লীলতা আত্মপ্রকাশ করে, তখনই সে জাতির জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আধিপত্য প্রদান করেন। (তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।) আর যখনই কোন জাতি যাকাৎ-দানে বিরত হয়, তখনই তাদের জন্য (আকাশের) বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।" *(হাকেম ২/১২৬, বাইহাকী ৩/৩৪৬, বাযযার ৩২৯৯ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৭নং)*

(৮০৫) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৪৬২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

(৮০৬) উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন পশু-সঙ্গমে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও সে পশুকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে।" *(তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৫৮৮নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, একান্ত পশুর ন্যায় মনোবৃত্তি যার, কেবল সেই এরূপ কাজ করতে পারে। তবে এমন অপরাধীকে হত্যা কেবল শাসন ও বিচার-বিভাগই করতে পারে। নচেৎ হিতে বিপরীত হতে পারে।

(৮০৭) উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

(৮০৮) উক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে আরো বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ঋতুমতী স্ত্রী (মাসিক অবস্থায়) সঙ্গম করে অথবা কোন স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে, অথবা কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ কুরআনের সাথে কুফরী করে।" (অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে এ সব কুকর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।) *(আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)*

## যথার্থ অধিকার ছাড়া নিষিদ্ধ প্রাণহত্যা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, এ কারণেই বানী ইসরাঈলকে এ বিধান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ প্রাণের বদলে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের বদলা নেওয়া ছাড়া কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে সে যেন (পৃথিবীর) সকল মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারো প্রাণ রক্ষা করে সে যেন পৃথিবীর) সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ﴾

অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

(৮০৯) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন।" *(বুখারী ৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

ﷺ প্রকাশ যে, বান্দার অধিকার-বিষয়ক সর্ব প্রথম বিচার হবে খুনের। আর আল্লাহর অধিকার-বিষয়ক সর্ব প্রথম বিচার হবে নামাযের। নিয়ামত বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে সুস্বাস্থ্য ও ঠান্ডা পানি সম্পর্কে।

(৮১০) হযরত মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।” *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম ৪/৩৫১, আবূ দাউদ আবূ দারদা হতে, সহীহুল জামে’ ৪৫২৪নং)*

(৮১১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।” *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

(৮১২) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কেন আমাকে খুন করেছে?’ পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ৮০৩১নং)*

(৮১৩) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করে তা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে সে ব্যক্তির নফল, ফরয কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করবেন না।” *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে’ ৬৪৫৪নং)*

(৮১৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।” *(আহমাদ, বুখারী ৩১৬৬, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

# আত্মহত্যা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

অর্থাৎ, আর আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

(৮১৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান করে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত করে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।” *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯নং প্রমুখ)*

(৮১৬) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।” *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

(৮১৭) হযরত আবূ কিলাবাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত বিন যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বাইআত করেছেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার কসম করবে (অর্থাৎ বলবে যে, ‘এরূপ যদি না হয়, তাহলে আমি মুসলমান নই, ইয়াহুদী’ ইত্যাদি), তাহলে সে যা বলবে তাই (অর্থাৎ বিধর্মী বা ইয়াহুদী ইত্যাদিই) হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তিকে সেই জিনিস দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে। যে বস্তু মানুষের মালিকানাধীন নয় সে বস্তুর নযর তার জন্য পূরণীয় নয়।” (যেমন; যদি বলে আল্লাহ আমার এ রোগ ভালো করলে ঐ বাগানের ফল দান করে দেব। অথচ ঐ বাগান তার মালিকানাধীন নয়। এমন নযর পূরণ করা অসম্ভব।)

মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমান। কোন মুমিনকে ‘কাফের’ বলে অপবাদ দেওয়াও তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)। আর যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তিকে সেই অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।” *(বুখারী ১৩৬৩, মুসলিম ১১০, আবূ দাউদ ৩২৫৭ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

## সাগীরা গোনাহ ও উপপাপ হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮১৮) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, “তুমি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তুচ্ছ পাপ হতেও সাবধান থেকো। কারণ আল্লাহর তরফ হতে তাও (লিপিবদ্ধ করার জন্য ফিরিশ্তা) নিযুক্ত আছেন।” *(আহমাদ ৬/৭০, ইবনে মাজাহ ৪২৪৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৩, ২৭৩১নং)*

(৮১৯) হযরত সাহল বিন সা’দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “তোমরা

ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। কেননা, ছোট ও তুচ্ছ গোনাহসমূহের উপমা হল এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যকার মাঝে (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দ্বারা তারা তাদের রুটি পাকিয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ইমান, সহীহুল জামে' ২৬৮৬নং)*

۞ বলাই বাহুল্য যে, বিন্দু বিন্দু পানি দ্বারাই সিন্ধুর সৃষ্টি। এক বিন্দু পানিতে একটি ফুলের কোমল পাপড়ীরও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না। কিন্তু একটার পর একটা বিন্দু জমে জমে কখনো দেশও ভাসিয়ে দেয়। এ জন্যই জ্ঞানীরা সর্বপ্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকেন। ছোট হলেও তা তো পাপই বটে।

(৮২০) হযরত আনাস ﷺ বলেন, “তোমরা এমন কতকগুলো কাজ করছ যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও তুচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে ঐ কাজগুলোকেই আমরা সর্বনাশী কার্যসমূহের শ্রেণীভুক্ত মনে করতাম।” *(বুখারী ৬৪৯২নং)*

# পাপ করে তা প্রচার করে বেড়ানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮২১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।’

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।” *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম)*

۞ পাপ করা এক অপরাধ। তারপর তা প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানো বরং তা নিয়ে গর্ব প্রদর্শন ও আস্ফালন করা ডবল অপরাধ। অতএব যারা প্রকাশ্যে লোকের

সামনে বড় বড় পাপ করে; যেমন গান-বাজনা করে ও লোকমাঝে শোনে, মাদকদ্রব্য লোকের সামনে বসে খেয়ে আমেজ দেখায়, লোকের সামনেই অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, অবৈধ প্রণয়ের কথা মজিয়ে মজিয়ে বলে, তাদের ধৃষ্টতা কত বড় -তা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপ আর একদল মানুষ যারা গোপনে পাপ করে জনসমক্ষে, বন্ধুমহলে গর্বের সাথে সে পাপের কথা, খুন ও ব্যভিচারের কথা প্রকাশ করে তাদের পাপ নিশ্চয় কঠিনতর।
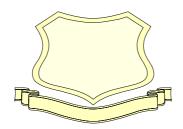
জ্ঞাতি-বন্ধন ও পরোপকারিতা বিষয়ক অধ্যায়

## পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের বাধ্য হওয়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করবে, তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু (উঃ) বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। আর অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।' *(সূরা বনী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

(৮২২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি হিজরত ও জিহাদের

উপর আপনার নিকট বায়াত করতে চাই। আর এতে আমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা করি।' তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি?" লোকটি বলল, 'হ্যাঁ, বরং উভয়েই জীবিত।' তিনি বললেন, "আর তুমি আল্লাহর নিকট সওয়াব কামনা কর?" লোকটি বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর।" *(মুসলিম ২৫৪৯ নং)*

(৮২৩) হযরত জাহেমাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' একথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮নং)*

# পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮২৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, আবারও তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ সে (তাদের সেবার মাধ্যমে আল্লাহর) ক্ষমা লাভ করতে পারল না।" *(মুসলিম ২৫৫১নং)*

(৮২৫) হাসান বিন মালেক বিন হুয়াইরিস তাঁর পিতা হতে, তিনি (মালেক) তাঁর (হাসানের) পিতামহ (হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, "আমীন।" অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, "আমীন" অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, "আ-মীন।" অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, "আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না, আল্লাহ তাকে দূর করেন।' তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম। তিনি আবার বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে জীবিতাবস্থায় পেল অথচ তাকে দোযখে যেতে হবে, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (দ্বিতীয়) 'আ-মীন' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'যার নিকট আপনার (নাম) উল্লেখ করা হয় অথচ সে আপনার উপর দরূদ পাঠ করে না, আল্লাহ তাকেও দূর করুন।' এতে আমি (তৃতীয়) 'আমীন' বললাম।" *(ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৮২ নং)*

۞ এটি একটি বিশাল দুআ। ফিরিশ্তাশ্রেষ্ঠ জিবরীল দুআ করেছেন এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তথা শ্রেষ্ঠ নবী তার উপর 'আমীন' বলেছেন। এই দুআ কি আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

(৮২৬) হযরত মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা এবং অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা।

আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচ্ঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫)*

(৮২৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কাবীরা গোনাহ হল, আল্লাহর সহিত শির্ক করা, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী ৬৬৭৫নং)*

(৮২৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়ে দেখবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষবেশিনী বা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিণী মহিলা এবং মেড়া পুরুষ; (যে তার স্ত্রী, কন্যা ও বোনের চরিত্রহীনতা ও নোংরামিতে চুপ থাকে এবং বাধা দেয় না।)

আর তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার নাফরমান ছেলে, মদপানে অভ্যাসী মাতাল এবং দান করার পর যে বলে ও গর্ব করে বেড়ায় এমন খোঁটাদানকারী ব্যক্তি।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৭১নং)*

(৮২৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম কাবীরা গোনাহ।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল কেউ কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়?!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সরাসরি না দিলেও) সে অপরের পিতাকে গালি দেয়, ফলে সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং এভাবে অপরের মাতাকে গালি দেয়, ফলে সে তার মাতাকে গালি দেয়।" *(বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

## জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুন্ন রাখার মাহাত্ম্য

(৮৩০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি রচনা করলেন। অতঃপর যখন তিনি তা শেষ করলেন, তখন 'জ্ঞাতিবন্ধন' উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' আল্লাহ বললেন, 'আচ্ছা। তুমি কি

রাজি নও যে, তোমাকে যে অক্ষুন্ন রাখবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক রাখব, আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে আমিও তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করব?' 'জ্ঞাতিবন্ধন' বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, তাহলে তাই তোমাকে দেওয়া হল।' অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, 'তোমরা চাইলে পড়ে নাও,

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিশাপ করেছেন, আর করেছেন বধির ও দৃষ্টি-শক্তিহীন।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ৫৯৮৭ নং মুসলিম ২৫৫৪ নং)*

(৮৩১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

(৮৩২) খাযআম গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। অতঃপর সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত আমল হল, তাঁর সাথে শির্ক করা। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" *(সহীহুল জামে' ১৬৬নং)*

(৮৩৩) হযরত আবূ সাঈদ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

(৮৩৪) হযরত আনাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী প্রশস্ত হোক এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" *(বুখারী + মুসলিম)*

## রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকেই অভিসম্পাত করেন এবং

করেন কালা ও অন্ধ। *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদেরই জন্য আছে নিকৃষ্ট আবাস। *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

(৮৩৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে।" *(বুখারী)*

(৮৩৬) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জ্ঞাতিবন্ধন (আল্লাহর) আরশে ঝুলানো আছে; সে বলে, 'যে ব্যক্তি আমাকে বজায় রাখবে, সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহ সম্পর্ক বজায় রাখবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে, সে ব্যক্তির সহিত আল্লাহও সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।" *(বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫ নং)*

(৮৩৭) হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যুলুমবাজী ও (রক্তের) আত্মীয়তা ছিন্ন করা ছাড়া এমন উপযুক্ত আর কোন পাপাচার নেই যার শাস্তি পাপাচারীর জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহ অবিলম্বে প্রদান করে থাকেন এবং সেই সাথে আখেরাতের জন্যও জমা করে রাখেন।" *(আহমাদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ৪২১১নং, হাকেম, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৫৭০৪নং)*

(৮৩৮) হযরত জুবাইর বিন মুত্‌ইম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।" সুফয়্যান বলেন, 'অর্থাৎ (রক্ত-সম্পর্কীয়) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী।' *(বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬ নং, তিরমিযী)*

## প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার মাহাত্ম্য

(৮৩৯) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

(৮৪০) হযরত সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষের জন্য সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় হল চারটি; সাধ্বী নারী, প্রশস্ত বাড়ি, সৎ প্রতিবেশী এবং সচল

সওয়ারী (গাড়ি)। আর দুখ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়ও চারটি; অসৎ প্রতিবেশী, অসতী স্ত্রী, অচল সওয়ারী (গাড়ি) এবং সংকীর্ণ বাড়ি। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮২নং)*

(৮৪১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?)' তিনি বললেন, "সে দোযখে যাবে।" লোকটি আবার বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! অমুক মহিলা অল্প (নফল) নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান-খয়রাত করে বলে উল্লেখ করা হয়; কিন্তু সে নিজ জিভ দ্বারা (অসভ্য কথা বলে বা গালি দিয়ে) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?)' তিনি বললেন, "সে বেহেশ্তে যাবে।" *(আহমাদ ২/৪৪০, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/১৬৬, সহীহ তারগীব ২৫৬০নং)*

## প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮৪২) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহর কসম! সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে মুমিন হতে পারে না!" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে কে, হে আল্লাহর রসূল?!' তিনি উত্তরে বললেন, "যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ৬০১৬, মুসলিম ৪৬ নং, আহমাদ ২/২৮৮)*

(৮৪৩) উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রতিবেশী অথবা (কোন) ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করেছে যা সে নিজের জন্য করে।" *(মুসলিম ৪৫নং)*

(৮৪৪) হযরত ফুযালাহ বিন উবাইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে মুমিন কে তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিব ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমাদ ৬/২১, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪৯নং)*

(৮৪৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে দোযখ থেকে নিস্তার লাভ করে বেহেশ্তে

প্রবেশ করবে সে ব্যক্তির জন্য উচিত, যেন তার মৃত্যু তার কাছে সেই সময় আসে, যে সময় সে আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে। আর লোকেদের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করে যেরূপ ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

(৮৪৬) হযরত শুরাইহ খুযায়ী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, সে যেন নিজ মেহমানের উত্তম কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(মুসলিম ৪৮নং)*

সদাচার ও সদ্ব্যবহার অধ্যায়

## বিধবা ও দুঃস্থদের দেখাশুনা করার ফযীলত

(৮৪৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" এক বর্ণনাকারী বলেন, আর আমার মনে হচ্ছে যে, তিনি এ কথাও বললেন, "বিরামহীন নামাযী ও বিরতিহীন রোযাদারেরও সমতুল্য।" *(বুখারী ৬০০৭নং মুসলিম ২৯৮২নং)*

## অনাথের তত্ত্বাবধান করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ۝٩ ﴾

অর্থাৎ, তুমি এতীমের প্রতি রূঢ় হয়ো না। *(সূরা যুহা ৯ আয়াত)*

(৮৪৮) হযরত আবূ দারদা কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি কি চাও, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৮০নং)*

(৮৪৯) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

(৮৫০) হযরত সহ্ল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি ও অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এরূপ (পাশাপাশি) বাস করব।" এর সাথে তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে একটু ফাঁক করলেন।" *(বুখারী ৫৩০৪ নং)*

(৮৫১) হযরত খুয়াইলিদ বিন উমার খুযায়ী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল; এতীম ও নারীর অধিকার লংঘনে গোনাহর কথা ঘোষণা করছি।" *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১০১৫নং)*

## লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করার ফযীলত

(৮৫২) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্বস্থাপন করে সেই) ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান করে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর

হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ১৬৩৩ নং)*

## মুসলিমদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ফযীলত

(৮৫৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই’তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভায়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট করে ফেলে।” *(সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৯৪নং, সহীহুল জামে’ ১৭৬নং)*

(৮৫৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিম হতে তার পার্থিব বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিও দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার কিয়ামতের বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিকে দূরীভূত করবেন। যে (ঋণদাতা) ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ (বা সহজ করে) দেবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে (সবকিছু) সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে।---” *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

## রোগীকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দেওয়ার ফযীলত

(৮৫৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমাকে সাক্ষাৎ করনি!’ মানুষ বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনার (অসুস্থতা ও) সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল, কারণ আপনি তো

বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তাকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে সাক্ষাৎ করতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে?'

(আল্লাহ আরো বলবেন,) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অন্নদান করনি!' মানুষ বলবে, 'হে প্রভু! কেমন করে আপনাকে অন্নদান করতাম? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিল? কিন্তু তুমি তাকে অন্ন দান করনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে অন্ন দান করে থাকতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?'

(আল্লাহ আরো বলবেন,) 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি!' মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা!' আল্লাহ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পিপাসায় পানি ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?" *(মুসলিম ২৫৬৯ নং)*

(৮৫৬) হযরত আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগীকে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখনই তার সহিত ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যে ব্যক্তি সকালবেলায় রোগীকে দেখা করতে আসে সে ব্যক্তির সহিতও ৭০ হাজার ফিরিশ্তা বের হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৫৭১৭ নং)*

## রোগীর নিকট রোগীর জন্য বিশেষ দুআর ফযীলত

(৮৫৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মৃত্যু উপস্থিত হয়নি এমন রোগীকে সাক্ষাৎ করে ৭ বার নিম্নের দুআ বললে, আল্লাহ ঐ রোগ থেকে ঐ রোগীকে নিরাপত্তা দান করেন;

.

উচ্চারণঃ- *আসআলুল্লা-হাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক।"*

অর্থাৎ-আমি মহান আল্লাহ, মহা আরশের অধিপতির নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তোমাকে (এই রোগ হতে) নিরাময় করুন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান হাকেম, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৩ নং)*

## সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

(৮৫৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মন্দ ও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে তার চরিত্রে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী ৬৩৫ নং, মুসলিম ২৩২১নং)*

(৮৫৯) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯ নং)*

তিরমিযীর এক বর্ণনায় এই শব্দগুলিও সংযোজিত রয়েছে, আর অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।"

(৮৬০) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।"

আর অধিকাংশ কোন অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।" *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪ )*

## লজ্জাশীলতার গুরুত্ব

(৮৬১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।" *(বুখারী ৯ নং মুসলিম ৩৫ নং)*

(৮৬২) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, একদা এক আনসারী তাঁর ভাইকে লজ্জা ত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন; তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, "ওকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ, লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(৮৬৩) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

(৮৬৪) হযরত আনাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

(৮৬৫) হযরত আবু মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

(৮৬৬) হযরত আনাস ﷺ ও ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

(৮৬৭) হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।" "লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৩১৯৬, ৩২০২নং)*

## বিনয়-নম্রতার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল-চিত্ত হয়েছিলে, অন্যথা যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-হৃদয় হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

(৮৬৮) হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা ও কৃপা পছন্দ করেন।" *(বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ২১৬৫নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কৃপাময়। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যা প্রদান করেন তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।" *(মুসলিম ২৫৯৩ নং)*

(৮৬৯) হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।" *(মুসলিম ২৫৯৪, আবূ দাঊদ ৪৮০৮নং)*

(৮৭০) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত।" *(মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাঊদ ৪৮০৯নং)*

(৮৭১) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের কথা বলে দেব না, যে জাহান্নামের জন্য অথবা জাহান্নাম যার জন্য হারাম হবে? প্রত্যেক জনপ্রিয়, সরল, বিনম্র ও অকুটিল লোকের জন্য জাহান্নাম হারাম।" *(তিরমিযী ২৪৮৮, সহীহুল জামে' ২৬০৯নং)*

(৮৭২) হযরত আয়েয বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নিকৃষ্ট রাখাল হল সেই, যে রাখালিতে বড় কঠোর।" *(মুসলিম ১৮৩০নং)*

(৮৭৩) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দান-খয়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না। বান্দা (অপরকে) ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ তার সম্মান বর্ধন করেন। আর আল্লাহর ওয়াস্তে যে ব্যক্তি বিনয়াবনত হয় আল্লাহ তাকে সুউন্নত করেন।" *(মুসলিম ২৫৮৮ নং প্রমুখ)*

(৮৭৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ (ও ইবনে আব্বাস ﷺ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মানুষের মাথায় লাগামের কড়িয়াল (মর্যাদা) আছে এক ফিরিশ্তার হাতে। যখন মানুষ বিনয়ী হয়, তখন ফিরিশ্তাকে বলা হয় যে, তুমি ওর (কড়িয়াল তুলে ধর, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রাখ এবং ওর) মর্যাদা উন্নীত কর। আর যখন সে অহংকারী হয়, তখন তাঁকে বলা হয় যে, ওর (কড়িয়াল ছেড়ে দাও, অর্থাৎ ওকে নিয়ন্ত্রণে রেখ না এবং ওর) মর্যাদা অবনত কর।" *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৬৭৫নং)*

## গর্ব ও অহংকার হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। *(সূরা নাহল ২৩ আয়াত)*

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি (অহংকারবশে) মানুষকে মুখ বাঁকায়ো না (অবজ্ঞা করো না) এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা লুক্বমান ১৮ আয়াত)*

(৮৭৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ ও হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, "গৌরব ও গর্ব খাস আমার গুণ। সুতরাং যে তাতে আমার অংশী হতে চাইবে আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম ২৬২০নং)*

(৮৭৬) হযরত হারেসাহ বিন অহাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "আমি তোমাদেরকে দোযখবাসী কারা তা বলে দেব না কি? প্রত্যেক রূঢ়-স্বভাব, দাম্ভিক, অহংকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ৪৯১৮, মুসলিম ২৮৫৩ নং)*

(৮৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যার হৃদয়ে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।" এক ব্যক্তি বলল, 'লোকে তো পছন্দ করে যে, তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হোক (তাহলে সে ব্যক্তির কি হবে?)' নবী ﷺ বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (সুতরাং সুন্দর জামা-পোষাক পরায় অহংকার নেই।) অহংকার হল, হক (সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করার নাম।" *(মুসলিম ৯১নং, তিরমিযী, হাকেম ১/২৬)*

(৮৭৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সহিত চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮নং)*

(৮৭৯) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মনে মনে গর্বিত হবে অথবা চলনে অহমিকা প্রকাশ করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।" *(আহমাদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, হাকেম ১/১৬০, সহীহুল জামে' ৬১৫৭নং)*

## নিজের জন্য অপরের দন্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮৮০) হযরত মুআবিয়া ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।" *(আবূ দাঊদ ৫২২৯, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭নং)*

## সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও ক্রোধ সংবরণের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমার অভ্যাস বানাও, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯-২০০ আয়াত)*

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾

অর্থাৎ, কেউ ধৈর্য ধারণ করলে এবং ক্ষমা করে দিলে, তা হবে বীরত্বের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

(৮৮১) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আব্দুল কাইস গোত্রের সর্দার আশাজ্জ্বকে বললেন, "তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন; সুবিবেক বা (সহনশীলতা) ও ধীরতা।" *(মুসলিম ১৮ নং)*

(৮৮২) হযরত সহল বিন মুআয তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন প্রকার ক্রোধ সংবরণ করে, যা সে প্রয়োগ করতে সমর্থ, আল্লাহ তাকে সৃষ্টির মাঝে আহবান করবেন এবং তার ইচ্ছামত (বেহেশ্তের) সুনয়না হূরী গ্রহণ করতে এখতিয়ার দেবেন।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহ আবু দাউদ ৩৯৯৭ নং)*

(৮৮৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "শক্তিশালী (বা বীর) সে নয় যে কুস্তীতে জয়লাভ করে। বরং প্রকৃত শক্তিশালী (বা বীর) হল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলে নিতে পারে।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ২৬০৯, মিশকাত ৫১০৫নং)*

(৮৮৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, '(হে আল্লাহর রসূল!) আমাকে অসিয়ত (খাস উপদেশ) করুন।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তুমি রাগ করো না।" অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অসিয়ত চাইলে তিনি তাকে ঐ একই অসিয়ত করে বলেন, "তুমি রাগ করো না।" *(বুখারী ৬১১৬নং)*

(৮৮৫) হযরত আবূ যার্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ রেগে যাবে, তখন সে দাঁড়িয়ে থাকলে যেন বসে যায়। এতে তার রাগ দূরীভূত হলে ভাল, নচেৎ সে যেন শুয়ে যায়।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে ৬৯৪নং)*

(৮৮৬) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ রেগে যাবে, তখন সে যেন চুপ থাকে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৬৯৩নং)*

(৮৮৭) হযরত সুলাইমান বিন সুরাদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা নবী ﷺ-এর কাছে দুই ব্যক্তি গালাগালি করলে ওদের মধ্যে একজনের রাগ চরমে উঠে সে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি এমন একটি মন্ত্র জানি, তা পাঠ করলে ওর রাগ দূর হয়ে যাবে; 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।" *(বুখারী ৫১১৫, মুসলিম ২৬১০নং)*

## অপরাধীকে ক্ষমা করার মাহাত্ম্য

(৮৮৮) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর

রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তির দেহ (কারো অত্যাচারের ফলে) ক্ষতবিক্ষত হয়, অতঃপর তা সে সদকা করে দেয়, (অর্থাৎ, অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়) আল্লাহ তাআলা অনুরূপ তার পাপ খন্ডন করে দেন যেরূপ সে (ক্ষমা প্রদর্শন করে যে পরিমাণে) সদকা করে থাকে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫৭১২নং)*

## দুর্বলশ্রেণীর মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাহাত্ম্য

(৮৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন যিনি আকাশে আছেন।" *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪১৩২ নং)*

(৮৯০) হযরত আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, "প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬ নং, মুসলিম ২২৪৪ নং)*

## শরয়ী কারণ ছাড়া অকারণে আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৮৯১) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিকে আল্লাহও দয়া করেন না।" *(বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ২৩১৯ নং, তিরমিযী)*

(৮৯২) হযরত আবূ হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত এই হুজরা-ওয়ালা আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।" *(আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৪৬৭নং)*

(৮৯৩) হযরত ইবনে উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি কুরাইশের একদল তরুণের নিকট বেয়ে পার হয়ে (কোথাও) যাচ্ছিলেন; সে সময় তারা একটি পাখি অথবা

মুরগীকে বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীর ছুঁড়ে হাতের নিশান ঠিক করা শিক্ষা করছিল। আর (মুরগী বা) পাখি-ওয়ালার সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, যে তীর লক্ষ্যচ্যুত হবে সে তীর তার হয়ে যাবে। ওরা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'কে এ কাজ করেছে? যে এ কাজ করেছে আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন। অবশ্যই আল্লাহর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন জীবকে (অকারণে তার তীরের) নিশানা বানায়। *(বুখারী ৫৫১৫, মুসলিম ১৯৫৮ নং, হাদীসের শব্দগুচ্ছ ইমাম মুসলিমের।)*

(৮৯৪) উক্ত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গেছে; যাকে সে বেঁধে রেখে খেতে দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ ধরে খেত।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে আযাব দেওয়া হয়েছে; যাকে সে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে মারাও গিয়েছিল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল তখন খেতেও দেয়নি ও পান করতেও দেয়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে নিজে স্থলচর কীটপতঙ্গ (গঙ্গাফড়িং) ধরে খেত।" *(বুখারী ২৩৬৫, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২নং)*

(৮৯৫) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ একটি গাধার পাশ বেয়ে পার হলেন। গাধাটির মুখে দাগার দাগ দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন, যে একে দেগেছে।" *(মুসলিম ২১১৬নং)*

(৮৯৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তওবার নবী আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার অধিকারভুক্ত দাসকে কিছুর অপবাদ দেয় -অথচ সে যা বলছে তা হতে দাস পবিত্র- সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন কোড়া মারা হবে। তবে সে যা বলেছে তা সত্য হলে (এ শাস্তি তার হবে না)।" *(বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০ নং, তিরমিযী, আবূ দাউদ)*

(৮৯৭) হযরত মা'রূর বিন সুয়াইদ বলেন, একদা আবূ যার্র ﷺ-কে (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) রাবাযায় দেখলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা চাদর। আর তাঁর গোলামের গায়েও ছিল অনুরূপ চাদর। তা দেখে সকলে বলল, 'হে আবূ যার্র! আপনি যদি গোলামের গায়ের ঐ চাদরটাও নিতেন এবং দু'টিকে একত্রে করতেন তাহলে একটি জোড়া হয়ে যেত। আর গোলামকে অন্য একটি কাপড় দিয়ে দিতেন।'

আবূ যার্র ﷺ বললেন, 'আমি একজন (গোলাম)কে গালি দিয়েছিলাম। তার মা ছিল অনারবীয়। ঐ মা ধরে তাকে বিদ্রূপ করেছিলাম। সে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে নালিশ করল। এর ফলে তিনি আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে!" অতঃপর তিনি বললেন, "ওরা (দাসগণ) তো তোমাদের ভাই। (তোমাদের মতই মানুষ।) আল্লাহ ওদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব যে দাস তোমাদের মনমত

হবে না তাকে বিক্রয় করে দাও। আর আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।” *(আবূ দাউদ ৫১৫৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ সময় আবূ যার্র ؓ-কে বলেছিলেন, “নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত আছে।” আবূ যার্র বললেন, ‘আমার বৃদ্ধ বয়সের এই সময়েও?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায়, তাই পরায় যা সে নিজে পরে এবং এমন কাজের যেন ভার না দেয়, যা করতে সে সক্ষম নয়। পরন্তু যদি সে এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেলে, তবে তাতে যেন তাকে সহযোগিতা করে।” *(বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১নং)*

(৮৯৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁর নিকট তাঁর খাজাঞ্চী এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “গোলামদেরকে তাদের আহার দিয়েছে কি?’ খাজাঞ্চী বলল, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘যাও, তাদেরকে তা দিয়ে দাও। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার আহারের দায়িত্বশীল তাকে তা (না দিয়ে) আটকে রাখে।” *(মুসলিম ৯৯৬নং)*

❁ বলা বাহুল্য, আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ার এ তো কতিপয় নমুনামাত্র। এ ছাড়াও যত রকমের কষ্ট দেওয়া হয় সবই হারাম। দাস-দাসী কোন অসাধ্য কাজ না পারলে তাকে মারধর করা, গরু-মহিষ গাড়ি টানতে বা হাল বইতে না পারলে অতিরিক্ত মারপিট করা ইত্যাদি হারাম। যেমন, যে কথা দ্বারা কষ্ট পাবে তাকে কথা দ্বারা আঘাত করাও আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়ায় শামিল।

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম হল দয়া ও রহমতের ধর্ম। আমাদের প্রতিপালক দয়াবান, আমাদের নবী দয়াবান এবং মুসলিমরা আপোসেও একে অন্যের প্রতি দয়াবান। আর দয়াবান আল্লাহ দয়াবান মানুষকে দয়া করে থাকেন।

## মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করার মাহাত্ম্য

(৮৯৯) হযরত আবু হুরাইরা ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দুনিয়াতে বান্দা (অপরের) দোষ-ত্রুটি গোপন করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে নেবেন।” *(মুসলিম ২৫৯০ নং)*

(৯০০) হযরত ইবনে উমার ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে চড়ে উচ্চশব্দে বলেন, “হে (মুনাফেকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের

অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিও না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তিনি তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।” *(তিরমিযী ২০৩২নং)*

(৯০১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাক। কারণ, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসী করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পড়ো না (পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না), তোমরা আল্লাহ বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও।---” *(মালেক, আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে ২৬৭৯নং)*

## কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯০২) হযরত আবু বাকরাহ ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এক জনের মুখোমুখি প্রশংসা করলে তিনি বললেন, “হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!” এইরূপ বারবার বলার পর তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এইরূপ মনে করি’ -যদি জানে যে সে প্রকৃতই এরূপ- ‘এবং আল্লাহ ওর হিসাবগ্রহণকারী।’ আর আল্লাহর জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা (সার্টিফাই) করি না।” *(বুখারী, মুসলিম ৩০০০নং)*

(৯০৩) হযরত আবু মূসা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত সীমাহীন তারীফ করতে শুনে বললেন, “তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন অথবা তাকে ধ্বংস করে ফেললে।” *(মুসলিম ৩০০১নং)*

(৯০৪) হযরত হাম্মাম বিন হারেষ (রঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওযমান ﷺ-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ হাঁটুর উপর ভর করে চলে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। ওযমান তাঁকে বললেন, ‘কি ব্যাপার তোমার?’ বললেন, ‘রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিও।” *(মুসলিম ৩০০২নং)*

(৯০৫) হযরত মুআবিয়া ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।” *(সহীহুল জামে ২৬৭৪নং)*

## সন্ধি-স্থাপনের গুরুত্ব

(৯০৬) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যহ মানুষের অস্থির প্রত্যেক জোড়ের পক্ষ থেকে রয়েছে প্রদেয় সদকাহ। দুই (বিবদমান) ব্যক্তির মাঝে তার সন্ধি ও শান্তি স্থাপন করা এক সদকাহ্। নিজ সওয়ারীর উপর অপরকে চড়িয়ে নেওয়া অথবা তার সামগ্রী বহন করে দেওয়া সদকাহ। ভালো কথা সদকাহ। নামাযের উদ্দেশ্যে (মসজিদের প্রতি) চলার প্রতিটি পদক্ষেপ সদকাহ। এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সদকাহ।" *(বুখারী ২৮৯ ও ১০০৯ নং)*

## আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতির মাহাত্ম্য

(৯০৭) হযরত আবু উমামা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(সহীহ আবু দাউদ ৩৯১০ নং)*

(৯০৮) হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন (তাঁর আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এই বন্ধুত্বের উপরেই তারা মিলিত হয় ও তারই উপর চিরবিচ্ছিন্ন (পরলোকগত) হয়।" *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

## সালাম দেওয়ার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨ ﴾

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াত)*

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা অনুরূপই করবে। *(সূরা নিসা ৮৬)*

(৯০৯) হযরত আনাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বলেন, “বেটা! তুমি তোমার পরিবারে প্রবেশ করলে সালাম দিও; এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বর্কত হবে।” *(তিরমিযী ২৬৯৮-নং)*

(৯১০) হযরত আম্র বিন আস ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, ‘কোন্ ইসলাম উত্তম? (ইসলামের কোন্ কোন্ কাজ উত্তম কাজ?) উত্তরে তিনি বললেন, “(অভাবীকে) খাদ্যদান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।” *(বুখারী ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯নং)*

(৯১১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মু’মিন হয়েছ; আর ততক্ষণ পর্যন্ত মু’মিন হতেও পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন এক কাজের সংবাদ দেব না, যা করলে তোমাদের আপোসে সম্প্রীতি কায়েম হবে? তোমরা তোমাদের আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।” *(মুসলিম ৫৪ নং)*

(৯১২) হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম।’ তিনি তার জওয়াব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে নবী ﷺ বললেন, “১০টি সওয়াব এর জন্য। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।’ তিনি তার উত্তর দিলেন। অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “২০টি (সওয়াব এর জন্য।)” অতঃপর তৃতীয় আর একজন এসে বলল, ‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ।’ (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর করুণা ও তাঁর অনেক বর্কত বর্ষণ হোক।) অতঃপর লোকটি বসলে তিনি বললেন, “৩০টি (সওয়াব এর জন্য।)” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩২৭নং)*

## মুসাফাহার ফযীলত

(৯১৩) হযরত বারা’ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যখনই কোন দুই মুমিন ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে আপোসে মুসাফাহা (করমর্দন) করে, তখনই তাদের পৃথক হয়ে প্রস্থান করার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪৩৪৩ নং)*

## সৎকর্ম ও হাসিমুখে সাক্ষাতের মাহাত্ম্য

(৯১৪) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সহিত তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

(৯১৫) হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ২৬২৬ নং)*

(৯১৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

❁ হো-হো করে অধিক পরিমাণে হাসলে হৃদয় মৃত হয়ে যায়; কঠোর হয়ে যায়। আর তখন সে হৃদয় কারো কোন হিতোপদেশ গ্রহণ করে না, কারো নসীহতে তাসীর নেয় না। পক্ষান্তরে আমাদের মহানবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল মৃদু হাসা।

## পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীকরণের ফযীলত

(৯১৭) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "ঈমান ষাঠাধিক অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া।" *(বুখারী ৯নং, মুসলিম ৩৫নং)*

(৯১৮) হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আমার নিকট উম্মতের ভালো ও মন্দ সকল আমল পেশ করা হল। তার ভালো আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর তার মন্দ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আমল দেখলাম, মসজিদে ফেলা কফকে পরিষ্কার না করা।" *(মুসলিম ৫৫৩ নং)*

## টিকটিকি মারার ফযীলত

(৯১৯) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত সওয়াব; যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত কম সওয়াব; আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা মারবে তার জন্য রয়েছে এত এত অপেক্ষাকৃত আরো কম সওয়াব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই একটি টিকটিকি মারবে তার

জন্য রয়েছে ১০০টি নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চেয়ে কম নেকী, আর তৃতীয় আঘাতে মারলে রয়েছে তার চাইতেও কম নেকী।” *(মুসলিম ২২৪০ নং)*

### অবৈধ বস্তু দেখা হতে চক্ষু অবনত করার গুরুত্ব

(৯২০) হযরত উবাদাহ বিন সামেত ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০ নং)*

## অনুমতির পূর্বে কারো বাড়িতে উঁকি মেরে দেখা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨ ﴾

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা সতর্ক হও। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি না দেওয়া হয় ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। আবার যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।” *(সূরা নূর ২৭-২৮ আয়াত)*

﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত অনুমতি প্রার্থনা করে। *(সূরা নূর ৫৯ আয়াত)*

(৯২১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের গৃহে তাদের অনুমতি না নিয়ে উঁকি মেরে দেখে সে ব্যক্তির চোখে (ঢিল ছুঁড়ে) তাকে কানা করে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮-নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

(৯২২) হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অনুমতি তো দৃষ্টির জন্যই করা হয়েছে।" *(বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫নং)*

(৯২৩) হযরত আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তিন তিনবার (কারো বাড়ি প্রবেশের) অনুমতি নেয় এবং তাকে অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।" *(বুখারী ৬২৪১, মুসলিম ২১৫৬নং)*

❁ পরের ঘরে অথবা যাকে দেখা হারাম তার রুমে চোরা নজরে অথবা না জানিয়ে সরাসরি প্রবেশ করে অথবা জানালা-দরজা থেকে উঁকি-ঝুকি বা লাফ মেরে দেখা এক বড় অপরাধ। আর এমন অভ্যাস নজরবাজি হারাম।

## কারো গোপন কথায় কান পাতা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯২৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, যা সে দেখেনি সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) দু'টি যবের মাঝে জোড়া লাগাতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে কখনই তা পারবে না। (যার ফলে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে।)

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা কান পেতে শুনবে অথচ তারা তা অপছন্দ করে সে ব্যক্তির উভয় কানে কিয়ামতের দিন গলিত সীসা ঢালা হবে।

আর যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

## মুসলমানদের আপোসে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯২৫) হযরত হাদরাদ বিন আবী হাদরাদ আসলামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে এক বছর যাবৎ বর্জন করল (অর্থাৎ তার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করল এবং সম্পর্ক ছিন্ন রাখল) সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল।" *(আবূ দাউদ ৪৯১৫নং, আহমাদ, হাকেম ৪/ ১৬৩, বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদ, সিলসিলা সহীহাহ ৯২৮ নং)*

(৯২৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার লোকেদের আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। সে সময় প্রত্যেক (শির্কমুক্ত) মুমিন বান্দার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তবে সেই বান্দাকে মাফ করা হয় না, যার (কোন মুসলিম) ভায়ের সহিত তার বিদ্বেষ

আছে। উভয়ের জন্য বলা হয়, "ওদের উভয়কে মিটমাট না করে নেওয়া পর্যন্ত বর্জন কর।" *(মুসলিম ২৫৬৫, ইবনে মাজাহ ১৭৪০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

❁ উল্লেখ্য যে, কারো পাপাচার বা বিদআত কর্ম দেখে তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ পর্যায়ের নয়। বরং তা কখনো বিধেয়ও বটে। অবশ্য তার সাথে সংশোধনের চেষ্টাও রাখতে হবে।

## মুসলিমকে ভয় দেখানো এবং তার প্রতি কোন অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯২৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের প্রতি কোন লৌহদন্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে সে ব্যক্তিকে ফিরিশ্তাবর্গ অভিশাপ করেন; যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।" (অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত করে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।) *(মুসলিম ২৬১৬নং)*

(৯২৮) হযরত আবূ বাকরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুই জন মুসলিম তাদের তরবারি সহ যখন মুখোমুখি হয়ে খুনাখুনি করে তখন হন্তা ও হত উভয় ব্যক্তিই জাহান্নামী।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "দুইজন মুসলিম যখন একে অপরের উপর অস্ত্র চালনা করে তখন তারা দোযখের কিনারায় অবস্থান করে। অতঃপর যখন তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, তখন উভয়েই দোযখে যায়।"

আবূ বাকরাহ ﷺ বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হন্তা (হত্যাকারী) না হয় দোযখে যাবে; কিন্তু (যাকে হত্যা করা হল সেই) হত ব্যক্তির কি দোষ (যে, সেও দোযখে যাবে)?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেও তার বিরোধীকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিল।" *(মুসলিম ২৮৮৮ নং)*

❁ মনে মনে পাপের ইরাদা ও ইচ্ছা হলে তা ধর্তব্য নয়। পাপকর্ম সংঘটিত না করার পূর্বে পাপ লিখা হয় না। কিন্তু পাপ করার দৃঢ়সংকল্প করে চেষ্টার পর তা সংঘটিত না করতে পারলে ঐ সংকল্পের জন্য সে দায়ী ও পাপী হবে। উক্ত হাদীসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

## অশ্লীল ও নোংরা কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ

وَٱلۡمُنكَرِۚ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। *(সূরা নূর ২১ আয়াত)*

(৯২৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।" *(আহমাদ ২/৫০১, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৩১৯৯নং)*

(৯৩০) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(আহমাদ, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহ তিরমিযী ১৬০৭, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫৮, সহীহুল জামে' ৫৬৫৫নং)*

(৯৩১) হযরত আবূ দারদা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায়) মানুষের সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছু নেই। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩নং, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪ নং, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৬নং)*

(৯৩২) হযরত আবূ যা'লাবাহ খুশানী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে।" *(আহমাদ ৪/১৯৩, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯১নং)*

## কবি ও কবিতার ভালো-মন্দ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلۡغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمۡ تَرَ أَنَّهُمۡ فِي كُلِّ وَادٖ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفۡعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱنتَصَرُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْۗ وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে এবং তারা যা বলে তা করে না? তবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে, আল্লাহকে অনেক অনেক স্মরণ করে এবং

অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের কথা ভিন্ন। আর অচিরেই অত্যাচারীরা জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? *(সূরা শুআরা ২২৪-২২৭)*

(৯৩৩) হযরত উকবাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মুসাফির আল্লাহ ও তাঁর যিক্র নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, ফিরিশ্তা তার সঙ্গী হন। আর যে কাব্য-চিন্তা নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, শয়তান তার সঙ্গী হয়।" *(সহীহুল জামে' ৫৭০৬)*

(৯৩৪) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(বুখারী ৬১৫৪, মুসলিম২২৫৮নং)*

(৯৩৫) হযরত উবাই বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই কিছু কবিতায় হিকমত (জ্ঞান) আছে।" *(বুখারী ৬১৪৫নং)*

❁ বলাই বাহুল্য যে, কবিতার ভালো তো ভালোই এবং তার মন্দ মন্দই। কবিতা হল অস্ত্রের মত; যা ভালো কাজে ব্যবহার করা যায় এবং অন্যায় কাজেও। যে কবিতায় আল্লাহ, তাঁর রসূল, দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদেরকে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ করা হয় অথবা নারীর রূপ বা যৌন কোন বিষয় নিয়ে অশ্লীল কথা লিখা হয় অথবা অসার ও বাজে কথা লিখা হয় তা অবশ্যই শয়তানের সাহায্যপ্রাপ্ত অবৈধ কবিতা। পক্ষান্তরে যে কবিতায় দ্বীন, জিহাদ ও সুন্দর চরিত্রের দিকে আহবান থাকে, নিশ্চয় তা বাঞ্ছিত ও বৈধ। আরো লক্ষণীয় যে, ভালো কবিতায় জ্ঞান বাড়ে। খারাপ কবিতা বা 'গানে জ্ঞান বাড়ে' না।

## উত্তম কথা বলার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

অর্থাৎ, আর লোকদের সাথে উত্তম কথা বল। *(সূরা বাক্বারাহ ৮৩ আয়াত)*

(৯৩৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ ও আবূ শুরাইহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৯৩৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "বেহেশ্তে এমন এক কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।" একথা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম (ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে

তখন যে নামায পড়ে রাত্রি অতিবাহিত করে।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

(৯৩৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "---- আর উত্তম কথা বলাও সদকাহ (করার সমতুল্য।)" *(বুখারী ২৯৮৯ নং, মুসলিম ১০০৯নং)*

## জিহ্বা সংযত রাখার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨ ﴾

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

(৯৩৯) হযরত আবু মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম?' তিনি বললেন, "যার হাত ও জিব হতে অন্যান্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।" *(বুখারী ১১ নং, মুসলিম ৪২ নং)*

(৯৪০) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পরিত্রাণের উপায় কি?' তিনি বললেন, "তুমি তোমার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন কর, স্বগৃহে অবস্থান কর, আর তোমার পাপের উপর (আল্লাহর নিকট) রোদন কর।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬১ নং)*

(৯৪১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যে ব্যক্তিকে তার দুই চিবুকের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বার) ও দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ (যৌনাঙ্গের) অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৯৬৪ নং)*

(৯৪২) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আবু যার্রের সহিত সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার্র! তোমাকে আমি এমন দুটি আচরণের কথা বলে দেব না কি? যা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ এবং (নেকীর) মীযানে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক ভারী?" আবু যার্র ﷺ বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোন আমলই করেনি।" *(আবু য়্যা'লা, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলা সহীহাহ ১৯৩৮ নং)*

## সত্যবাদিতার গুরুত্ব

(৯৪৩) ইবনে মসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে বেহেশ্তের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুন সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।" *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং)*

(৯৪৪) হযরত আবু উমামাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(সহীহ আবু দাউদ ৪০১৫ নং, তিরমিযী)*

# মিথ্যা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত (হেদায়াত) করেন না। *(সূরা মু'মিন ২৮ আয়াত)*

(৯৪৫) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, অবশ্যই সত্যবাদিতা পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পুণ্য পথপ্রদর্শন করে বেহেশ্তের প্রতি। আর মানুষ সত্য বলতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহর নিকট দারুন সত্যবাদী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদিতা পাপের প্রতি পথপ্রদর্শন করে এবং পাপ পথপ্রদর্শন করে দোযখের প্রতি। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ভীষণ মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়।" *(বুখারী ৬০৯৪ নং, মুসলিম ২৬০৭ নং, আবু দাউদ, তিরমিযী)*

(৯৪৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের লক্ষণ হল তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা দিলে খেলাপ করে এবং চুক্তি করলে ভঙ্গ করে।" *(বুখারী ৩৩, মুসলিম ৫৯নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশী আছে, "যদিও সে ব্যক্তি নামায পড়ে রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।"

(৯৪৭) হযরত মুআবিয়া বিন হাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুর্ভোগ তার জন্য, যে লোকদেরকে হাসানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা (বানিয়ে) বলে।

দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৯৯০, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭১৩নং)*

(৯৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের ﷺ বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেও না, আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, “তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রসূল ﷺ বললেন, “জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার উপর একটি মিথ্যা লিখা হবে।” *(আবূ দাউদ ৪৯৯১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৮নং)*

(৯৪৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।” *(সহীহুল জামে৪৩৫৬, ৪৩৫৮নং)*

(৯৫০) হযরত আবূ মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “ওরা মনে করে' (এই বলে কোন কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা!” *(সহীহুল জামে ২৮৪৩নং)*

## দু'মুখে কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৫১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা দেখবে মানুষ খনিজ সম্পদের মত। (খনির কিছু তো লোহার হয়, কিছু সোনার, আবার কিছু তো কয়লার। অনুরূপ মানুষও; কিছু ভালো, কিছু মন্দ।) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল ইসলামী যুগেও তারাই উত্তম হবে; যখন তারা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে।

আর এ (সরকারী পদ) গ্রহণকে যারা খুবই অপছন্দ করবে তাদেরকেই তোমরা ভালো লোক হিসাবে দেখতে পাবে।

পক্ষান্তরে সব চাইতে মন্দ লোক হিসাবে তাকে পাবে, যে দু' মুখো (সাপ); যে এ দলে মিশে এক মুখে কথা বলে এবং অপর দলে মিশে আর এক মুখে কথা বলে।” *(মালেক, বুখারী ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, মুসলিম ২৫২৬নং)*

(৯৫২) হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দু'টি মুখ হবে (দু'মুখে কথা বলবে) কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আগুনের দু'টি জিভ হবে।” *(আবূ দাউদ ৪৮৭৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৯২নং)*

## কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৫৩) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'এ কাফের' বলে (ডাকে), তখন উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়। সে যদি তাই হয় যেমন সে বলেছে; নচেৎ ঐ (গালি) তার (বক্তার) নিজের প্রতি ফিরে যায়।" (অর্থাৎ সে নিজে কাফের হয়।) *(মালেক, বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ৬০নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

(৯৫৪) হযরত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, "---আর যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে অথবা 'এ আল্লাহর দুশমন' বলে; অথচ সে তা নয় সে ব্যক্তির ঐ (গালি) তার নিজের উপর বর্তায়।" *(বুখারী ৬০৪৫, মুসলিম ৬১নং)*

(৯৫৫) হযরত আবূ কিলাবাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, সাবেত বিন যাহহাক তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি (হুদাইবিয়ার) গাছের নিচে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বাইআত করেছেন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,"-----মুমিনকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা করার সমান। কোন মুমিনকে 'কাফের' বলে অপবাদ দেওয়াও তাকে হত্যা করার সমান (পাপ)। আর যে ব্যক্তি যে অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তিকে সেই অস্ত্র দ্বারাই কিয়ামতের দিন আযাব ভোগ করানো হবে।" *(বুখারী ১৩৬৩, মুসলিম ১১০, আবূ দাউদ ৩২৫৭ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)*

۞ কোন ব্যক্তি বা জামাআত বিশেষকে চোখ বন্ধ করে 'কাফের' বলা সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু যাকে 'কাফের' বলা হবে সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয়, তাহলে বক্তা নিজে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাফেরকে কাফের না মানলেও কাফের হতে হয়। যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালায় যে কাফের বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে কাফের না মানলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালাকে অমান্য করা হয়। আর তাতে মুসলিম কাফের হয়ে যায়।

## গালাগালি করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করাকে পছন্দ করেন না। তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে তার কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা নিসা ১৪৮ আয়াত)*

(৯৫৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দু'জন পরস্পর গাল-মন্দকারী যা বলে তা তাদের প্রথম সূচনাকারীর উপর বর্তায়। তবে মযলুম যদি সীমালংঘন করে (বদলার বেশী বলে তবে তারও উপর পাপ

বর্তায়)।” *(মুসলিম ২৫৮৭, আবূ দাউদ ৪৮৯৪নং, তিরমিযী)*

(৯৫৭) হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী কর্ম এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ।” *(বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম ৬৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(৯৫৮) হযরত ইয়ায বিন হিমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমার চাইতে ছোট হয়েও কোন লোক যদি আমাকে গালি-গালাজ করে, তাহলে আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারি কি?' উত্তরে তিনি বললেন, “উভয় গালমন্দকারী দুই শয়তান। এরা পরস্পরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং অসত্য বলে।” *(আহমাদ ৪/১৬২, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৬৬৯৬নং)*

## অভিশাপ করার অপকারিতা

(৯৫৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।” *(আহমাদ, মুসলিম ২৫৯৭নং)*

(৯৬০) হযরত আবুদ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না এবং সাক্ষীও হবে না।” *(মুসলিম ২৫৯৮নং)*

(৯৬১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মুমিন কারো মর্মে ব্যথাদানকারী (কুৎসা, অপযশ ইত্যাদি ধরে বা রটিয়ে কারো সম্ভ্রমে খোঁটাদানকারী), অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়াড়) হয় না।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৫২৫৭)*

(৯৬২) হযরত ষাবেত বিন যাহহাক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মুমিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার মত।” *(বুখারী ৬৬৫২, মুসলিম ১১০নং)*

(৯৬৩) হযরত আবূ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে তখন সে অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা ডাইনে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোন গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।” (অর্থাৎ, নিজের করা অভিশাপ নিজেকেই লেগে বসে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৯নং)*

(৯৬৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল

ﷺ-এর নিকটে হাওয়াকে অভিশাপ করল। আল্লাহর রসূল ﷺ তা শুনে বললেন, "হাওয়াকে অভিশাপ করো না। কারণ, হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত। (আল্লাহর তরফ থেকে যেমন আদেশ হয়, ঠিক তেমনই চলে।) আর যে ব্যক্তি কোন এমন কিছুকে অভিশাপ করে যা তার উপযুক্ত নয়। সে ব্যক্তির উপরেই সেই অভিশাপ ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, নিজের মুখে নিজেকেই অভিশাপ করে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৮-নং, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫২৭নং)*

## যুগ বা যামানাকে গালি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৬৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' সুতরাং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই না বলে, 'হায়রে দুর্ভাগা যুগ!' কারণ, আমিই তো যুগ (যুগের আবর্তনকারী)। তার রাত ও দিনকে আমিই আবর্তন করে থাকি। অতঃপর আমি যখন চাইব তখন উভয়কে নিশ্চল করে দেব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (আল্লাহ বলেন,) "আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে; সে কাল-কে গালি দেয়। অথচ আমিই তো কাল (বিবর্তনকারী)। আমিই দিবা-রাত্রিকে আবর্তন করে থাকি।" *(মুসলিম ২২৪৬, প্রমুখ)*

## ঝড়-বাতাসকে গালি দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৬৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'তোমরা বায়ুকে গালি দিওনা। যেহেতু তা আল্লাহ তাআলার আশিস; যা রহমত আনে এবং আযাবও। বরং তোমরা আল্লাহর নিকট ওর মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(সহীহুল জামে ৭৩১৯নং)*

(৯৬৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হাওয়াকে অভিশাপ দিও না। যেহেতু হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত, (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ নিরপরাধ বস্তুকে অভিশাপ করে, তার প্রতিই সেই অভিশাপ প্রত্যাবৃত্ত হয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৪৪৭নং)*

(৯৬৮) হযরত উবাই বিন কা'ব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা হাওয়াকে গালি দিও না। যদি তার অপ্রীতিকর কিছু দেখ, তাহলে বল, 'হে আল্লাহ! আমরা এই হাওয়ার মঙ্গল, এর মধ্যে নিহিত মঙ্গল এবং যার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আর এই হাওয়ার অমঙ্গল, এর মধ্যে নিহিত অমঙ্গল এবং যার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে তার অমঙ্গল থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

*(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৩১৫নং)*

## শয়তানকে গালি দেওয়া হতে সতর্কীকরণ

(৯৬৯) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা শয়তানকে গালি দিওনা বরং ওর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(সহীহুল জামে ৭৩১৮-নং)*

(৯৭০) হযরত আবূ মালীহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, (কোন বিপদকালে) বলো না যে, 'শয়তান ধ্বংস হোক।' যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, 'আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।' বরং তুমি বলো, 'বিসমিল্লাহ।' এ কথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়। *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৯৮২, সহীহুল জামে' ৭২৭৮-নং)*

## আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবং বিশেষতঃ আমানতের কসম খাওয়া, অনুরূপ কসম করে 'আমি মুসলমান নই বলা' হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৭১) হযরত ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি এক ব্যক্তিকে কা'বার নামে কসম খেতে শুনে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম খাওয়া যাবে না। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খেল, সে অবশ্যই কুফরী অথবা শির্ক করল।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৬২০৪নং)*

(৯৭২) হযরত বুরাইদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমানতের কসম খায়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাঊদ ৩২৫৩, আহমাদ ৫/৩৫২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪নং)*

(৯৭৩) উক্ত হযরত বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কসম করে বলে, '(যদি এই করি, তাহলে) আমি মুসলমান নই!' সে ব্যক্তি যদি (তার কসমে) মিথ্যাবাদী হয়, তবে সে যা বলেছে তাই। (অর্থাৎ, সে মুসলমান থাকবে না।) কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে ইসলামের দিকে কখনই নিরাপদে ফিরবে না।" *(আবূ দাঊদ ৩২৫৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২১০০, হাকেম ৪/২৯৮, সহীহ আবূ দাঊদ ২৭৯৩নং)*

❁ বলা বাহুল্য, যদি কেউ তার কসমকে সত্য প্রমাণিত করে; যেমন যদি বলে যে, 'আমি যদি অমুক কাজ করি, তাহলে আমি মুসলমান নই', অতঃপর সে সত্যই জীবনেও সে ঐ কাজ না করে, তবুও তার ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ, ইসলাম

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এই দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা মুখে আনাও পাপ।

## আল্লাহর উপর কসম খাওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৭৪) হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অমুককেই ক্ষমা করলাম। আর তোমার আমলকে ধ্বংস করে দিলাম।" *(মুসলিম ২৬২১নং)*

## চুগলী করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় কসম খায়, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়। *(সূরা ক্বালাম ১০-১১ আয়াত)*

(৯৭৫) হযরত হুযাইফাহ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "চুগলখোর বেহেশ্তে যাবে না।" *(বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

(৯৭৬) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দু'টি কবরের পাশ বেয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। তবে কোন কঠিন কাজের জন্য ওদের আযাব হচ্ছে না। অবশ্য সে কাজ ছিল বড় গোনাহর। ওদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি চুগলখোরী করে বেড়াত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব থেকে সতর্ক হত না--।" *(বুখারী ২১৮ প্রভৃতি, মুসলিম ২৯২ নং প্রমুখ)*

## গীবত করা ও অপবাদ দেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴾

﴿

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান হল গোনাহর কাজ। আর তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান (গোয়েন্দাগিরি) করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করতে

চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো তা ঘৃণাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

(৯৭৭) হযরত বারা' ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সহিত ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

(৯৭৮) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবী ﷺ-কে বললাম, 'সফিয়ার ত্রুটির জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে সে এইটুকু।' কিছু বর্ণনাকারী বলেন, 'অর্থাৎ বেঁটে।' শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি এমন একটি কথা বললে যে, তা যদি সমুদ্রের পানিতে ঘুলে দেওয়া হত, তাহলে (সে অথৈ) পানিকেও ঘোলা (নোংরা) করে দিত!"

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তির কথা অভিনয় করে) নকল করলাম। এর ফলে তিনি বললেন, "আমাকে যদি এত এত (প্রচুর অর্থ) দেওয়া হয় তবুও আমি কারো নকল করাকে পছন্দ করব না।" *(আহমাদ ৩/২২৪,আবূ দাউদ ৪৮৭৮, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২নং)*

(৯৭৯) হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, মি'রাজের রাত্রে যখন আমাকে আকাশ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হল, তখন এমন একদল লোকের পাশ বেয়ে আমি অতিক্রম করলাম যাদের ছিল তামার নখ; যদ্দ্বারা তারা তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, 'ওরা কারা হে জিব্রাইল?!' জিব্রাইল বললেন, 'ওরা হল সেই লোক; যারা লোকেদের মাংস খায় (গীবত করে) এবং তাদের ইজ্জত লুটে বেড়ায়।" *(আহমাদ ৩/২২৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮২ নং)*

# মুসলিমের গীবত খন্ডন ও তার মান রক্ষা করার ফযীলত

(৯৮০) হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের অনুপস্থিতিতে (তার গীবত করা ও ইজ্জত লুটার সময় প্রতিবাদ করে) তার সম্ভ্রম রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট এই অধিকার পায় যে, তিনি তাকে দোযখ থেকে মুক্ত করে দেন।" *(আহমাদ,ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৬২৪০ নং)*

(৯৮১) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য না করে বর্জন করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে। আর যে কোনও ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জায়গায় সাহায্য করবে, যেখানে তার সম্ভ্রম লুটা হয় এবং তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য পেতে পছন্দ করে।" *(আবূ দাউদ ৪৪৮৪, সহীহুল জামে' ৫৬৯০নং)*

## অধিক কথা বলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৮২) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে, যার দরুন সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান দোযখে পিছলে যায়।" *(বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

(৯৮৩) উক্ত আবূ হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ এমনও কথা বলে, যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনেই করে না; অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৪০নং)*

(৯৮৪) হযরত বিলাল বিন হারেস ﵁ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে, যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস অবধি তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না; অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন।" *(মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৮৮নং)*

## হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৮৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেন, "কোন মুমিন বান্দার পেটে আল্লাহর রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের অগ্নিশিখা একত্রে জমা হতে পারে না এবং কোন বান্দার পেটে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না।" *(আহমাদ ২/৩৪০, ইবনে হিব্বান, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৬২০ নং)*

(৯৮৬) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রোগ হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। আর বিদ্বেষ হল মুন্ডনকারী। আমি বলছি না যে, তা কেশ মুন্ডন করে; বরং দ্বীন মুন্ডন (ধ্বংস) করে ফেলে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান আছে!

তোমরা বেহেশ্তে ততক্ষণ প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান এনেছ। আর (পূর্ণ) ঈমানও ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে পারবে না; যতক্ষণ না আপোসে সম্প্রীতি কায়েম করেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের কথা বাতলে দেব না; যা তোমাদের ঐ সম্প্রীতিকে দৃঢ় করবে? তোমাদের আপোসে সালাম প্রচার কর।" *(তিরমিযী, বায্যার, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহ তিরমিযী ২০৩৮নং)*

(৯৮৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের আপোসে (এক অপরের বিরুদ্ধে) বিদ্বেষ পোষণ করা হতে দূরে থেকো। কারণ, তা হল (দ্বীন) ধ্বংসকারী।" *(সহীহ তিরমিযী ২০৩৬নং)*

## আমানতে খেয়ানত ও প্রতারণা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করো না এবং তোমাদের আপোসের আমানতেরও খিয়ানত করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

(৯৮৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু লোকের এক মজলিসে হাদীস বয়ান করছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' আল্লাহর রসূল ﷺ বয়ান করতেই থাকলেন। অতঃপর বয়ান শেষ করে তিনি বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়?" লোকটি বলল, 'এই যে আমি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" লোকটি বলল, 'আমানত কিভাবে নষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "যখন কোন অযোগ্য লোকের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" *(বুখারী)*

(৯৮৯) হযরত আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭১৭৯নং)*

## সন্ধি বা চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করা বা তার উপর যুলুম

## করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, ---আর তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন কর। কারণ, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে (কিয়ামতে) কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা ইসরা' ৩৪ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। *(সূরা মাইদাহ ১ আয়াত)*

(৯৯০) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন পূর্বেকার ও পরেকার সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন, তখন প্রত্যেক (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী) প্রতারকের জন্য একটি করে পতাকা উড্ডয়ন করা হবে, আর বলা হবে, 'এ হল অমুকের পুত্র অমুকের প্রতারণা।" *(মুসলিম ১৭৩৫নং, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী)*

(৯৯১) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিবাদী হব; তন্মধ্যে প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল অতঃপর তা ভঙ্গ করল। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। আর তৃতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে কোন মজুর খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ নিল অথচ সে তার মজুরী (পূর্ণরূপে) আদায় করল না।" *(বুখারী ২২২৭,২২৭০নং)*

(৯৯২) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সন্ধি অথবা চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী) মানুষকে হত্যা করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৪৫৭নং)*

## যোগ-যাদু করা, কিছুকে অশুভ লক্ষণ বা কুপয় মনে করা, জ্যোতিষী ও গণকের নিকট গমন এবং তারা যা বলে তা সত্য মনে করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৯৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

(৯৯৪) হযরত ইমরান বিন হুসাইন ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ৫৪৩৫নং)*

(৯৯৫) নবী ﷺ-এর কতিপয় পত্নী কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোন (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।” *(মুসলিম ২২৩০নং)*

۞ এখানে লক্ষণীয় যে, গণক বা জ্যোতিষীকে কোন ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের কথা কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করার ঐ শাস্তি। নচেৎ জিজ্ঞাসার পর সে যা বলে তা সত্য মনে করার পাপ আরো ভীষণ। এ ব্যাপারে পরবর্তী হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

(৯৯৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।” *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৫৯৩৯নং)*

۞ অর্থাৎ, এমন দাজ্জালের ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী কথায় বিশ্বাস করা হল কুরআন অমান্য করার নামান্তর। কারণ, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে,

﴾ ﴿

অর্থাৎ, বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়বী বিষয়ের জ্ঞান রাখে না--। *(সূরা নাম্‌ল ৬৫ আয়াত)*

(৯৯৭) হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কিছু পরিমাণও জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করল, সে ব্যক্তি আসলে যাদু-বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। আর এইভাবে যত বেশী সে জ্যোতিষ-বিদ্যা শিক্ষা করবে আসলে তত বেশীই যাদু-বিদ্যা শিক্ষা করবে। (আর এ কথা বিদিত যে, যাদু শিক্ষা করা হল ইসলাম ও ঈমান-বিনাশী আমল।) *(আহমাদ ১/২২৭, ৩১১, আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনে মাজাহ ৩৭২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৯৩নং)*

(৯৯৮) হযরত ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয় মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জম্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।” *(আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)*

# মানুষ ও পশু-পক্ষীর মূর্তি বা ছবি বানানো এবং তা ঘরে সাজানো বা টাঙ্গানো হতে ভীতি-প্রদর্শন

(৯৯৯) হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে সব লোকেরা এই সকল মূর্তি বা ছবি বানায় তাদেরকে কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণদান কর।" *(বুখারী ৪৯৫১, মুসলিম ২০১৮নং)*

(১০০০) হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা কোন সফর থেকে নবী ﷺ ঘরে ফিরে এলেন। তখন আমি ঘরের একটি তাকের উপর ছবিযুক্ত একটি (পাতলা) পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। ঐ পর্দাটি দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চেহারা (রাগে) রঙ্গিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি (তা ছিঁড়ে ফেলে) বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিনতম আযাবের উপযুক্ত তারা, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকারিতায় আনুরূপ্য অবলম্বন করে।"

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, পরে আমরা ঐ পর্দাটিকে কেটে একটি অথবা দু'টি তাকিয়া (ঠেস দেওয়ার বালিস) তৈরী করলাম। *(বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ২১০৭নং)*

(১০০১) সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি একজন (শিল্পী) মানুষ; এই সকল মূর্তি বা ছবি তৈরী করে থাকি। সুতরাং এর (বৈধ-অবৈধতার) ব্যাপারে আপনি আমাকে ফতোয়া দিন।' ইবনে আব্বাস ﷺ তাকে বললেন, 'আমার নিকটবর্তী হও।' লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আরো কাছে এস।' লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে; যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" পরিশেষে ইবনে আব্বাস বললেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। *(বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, মুসলিম ২১১০নং)*

(১০০২) হযরত আবূ তালহা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।" *(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

(১০০৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ;

যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যদ্দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

## পাশা-জাতীয় খেলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০০৪) হযরত বুরাইদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করল।" *(মুসলিম ২২৬০, আবূ দাউদ ৪৯৩৯নং, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩নং)*

(১০০৫) হযরত আবূ মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(মালেক, আবূ দাউদ ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৬২নং, হাকেম ১/৫০, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৬৫২৯নং)*

❁ উক্ত হাদীসদ্বয়ে 'নার্দ বা নার্দশীর' খেলাকে স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে। 'নার্দ' হল পাশা-দাবা জাতীয় এক প্রকার পারস্যদেশীয় খেলা। এ খেলা সাধারণতঃ কুঁড়ে ও অকর্মণ্য লোকেদের খেলা। অনুরূপ খেলা ডাইস পাশা, দাবা, তাস, কেরামবোর্ড প্রভৃতি। যেমন জায়েয নয় পায়রা উড়িয়ে খেলা। এ সবে পয়সার বাজি থাকলে তো জুয়ায় পরিণত হয়।

(১০০৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে পায়রা উড়িয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, "শয়তান শয়তানের অনুসরণ করছে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি, মিশকাত ৪৫০৬নং)*

❁ মোট কথা, যে খেলায় জিহাদের অনুশীলন হয়, অথবা মুসলিমের দ্বীন, জান ও স্বাস্থ্য-রক্ষায় এবং শারীরিক সুস্থতায় উপকার লাভ হয় সে খেলা ছাড়া অন্য কোন প্রকার খেলাধূলা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য এতেও শর্ত হল, তা যেন নামায, আল্লাহর স্মরণ ও অন্যান্য ইবাদত থেকে উদাসীন ও গাফেল না করে এবং তাতে যেন শরীয়ত-বিরোধী লেবাস; যেমন হাঁটুর উপর কাপড় না হয়।

(১০০৭) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও জাবের বিন উমাইর ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সেই কর্ম (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয় তা অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সহিত প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং)*

# গান-বাজনা করা ও শোনা হতে ভীতি-প্রদর্শন

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِى لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٦ ﴾

অর্থাৎ, "এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অসার বাক্য ক্রয় করে (বেছে নেয়) এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" *(সূরা লুকমান ৬ আয়াত)*

(১০০৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদ ﵁ তিন তিনবার কসম খেয়ে খেয়ে বলেছেন, 'উক্ত আয়াতে 'অসার বাক্য' বলতে 'গান'কে বুঝানো হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৩/৪৪১)*

(১০০৯) হযরত মুআবিয়া ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহানবী ﷺ মাতম করা, মূর্তি বা ছবি, হিংস্র জন্তুর চামড়া, (মহিলার) নগ্নতা ও পর্দাহীনতা, গান, (পুরুষের জন্য) সোনা ও রেশমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৬৯১৪ নং)*

(১০১০) হযরত আবূ মালেক আশআরী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে।" *(বুখারী ৫৫৯০, আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সহীহুল জামে' ৫৪৬৬ নং)*

(১০১১) হযরত আবূ মালেক আশআরী ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপরে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং নর্তকী নাচবে। আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন এবং বানর ও শূকরে পরিণত করবেন!" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে' ৫৪৫৪ নং)*

(১০১২) হযরত আনাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।" *(সহীহুল জামে' ৩৬৬৫, ৫৪৬৭ নং)*

(১০১৩) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, ঢোল-তবলা এবং বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে হারাম করেছেন।---" *(আহমাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭০৮ নং)*

(১০১৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদের মূল্য হারাম, ব্যভিচারের উপার্জন হারাম, কুকুরের মূল্য হারাম, তবলা

হারাম---।” *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮০৬নং)*

(১০১৫) হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ফিরিশ্তা সেই কাফেলার সঙ্গী হন না; যে কাফেলায় ঘন্টার শব্দ থাকে।” *(আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৭৩৪২ নং)*

(১০১৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ঘন্টা বা ঘুঙুর হল শয়তানের বাঁশি।” *(মুসলিম২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬ নং)*

(১০১৭) হযরত আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “ইহ-পরকালে দুটি শব্দ-ধ্বনি অভিশপ্ত; সুখ ও খুশীর সময় বাঁশীর শব্দ এবং মসীবত, শোক ও কষ্টের সময় হা-হুতাশ ধ্বনি।” *(সহীহুল জামে’ ৩৮০১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৭ নং)*

(১০১৮) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, ‘ঢোলক হারাম, বাদ্যযন্ত্র হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁশীও হারাম।’ *(বাইহাকী)*

(১০১৯) হযরত হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, ‘ঢোলক মুসলিমদের ব্যবহার্য নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসঊদের সহচরগণ ঢোলক দেখলে ভেঙ্গে ফেলতেন।’ *(দেখুন, তাহরীমু আলাতুত ত্বার্ব, আলবানী)*

# বিশেষ ধরনের বসা ও কুসঙ্গী হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, যখন তুমি দেখবে যে, তারা আমার নিদর্শন (আয়াত) সম্বন্ধে (সমালোচনামূলক) নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। আর শয়তান যদি তোমাকে (এ কথা) ভুলিয়ে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ ﴾

অর্থাৎ, আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি (এই বিধান) অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে বসবে না; নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। অবশ্যই আল্লাহ মুনাফিক (কপট)

ও কাফের (অবিশ্বাসী)দের সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

(১০২০) হযরত আবূ মূসা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সুসঙ্গী ও কুসঙ্গীর উপমা তো আতর-ওয়ালা ও কামারের মত। আতর ওয়ালা (এর পাশে বসলে) হয় সে তোমার দেহে (বিনামূল্যে) আতর লাগিয়ে দেবে, না হয় তুমি তার নিকট থেকে তা ক্রয় করবে। তা না হলেও (অন্ততঃপক্ষে) তার নিকট থেকে এমনিই সুবাস পেতে থাকবে।

পক্ষান্তরে কামার (এর পাশে বসলে) হয় সে (তার আগুনের ফিনকি দ্বারা) তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে, না হয় তার নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী ২১০১, মুসলিম ২৬২৮নং)*

(১০২১) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মানুষ নিজ বন্ধুর ধর্মমতে গড়ে ওঠে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককে খেয়াল করে দেখা উচিত, সে কার সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করছে।" *(তিরমিযী ২৩৯৭নং)*

(১০২২) হযরত শারীদ বিন সুয়াইদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমার নিকট এলেন। তখন আমি এমন ঢঙে বসেছিলাম যে, বাম হাতকে পশ্চাতে রেখেছিলাম এবং (ডান) হাতের চেটোর উপর ভরনা দিয়েছিলাম। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "(আল্লাহর) ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী)দের বসার মত বসো না।" *(আহমাদ ৪/৩৮৮, আবূ দাউদ ৪৮৪৮নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৬৯, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৫৮নং)*

(১০২৩) আবূ ইয়ায কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ-এর এক সাহাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রোদ ও ছায়ার মাঝামাঝি স্থানে বসতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "(রোদ ও ছায়ার মাঝে বসা হল) শয়তানের বৈঠক।" *(আহমাদ ৩/৪১৩, হাকেম ৪/২৭১, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৩৮নং)*

(১০২৪) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(এক সাথে) তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে যেন দুজনে গোপনে কথা না বলে।" *(মুসলিম ২১৮৩নং)* (কারণ এতে তৃতীয় জনের মনে সন্দেহ আসে এবং ভাবে যে, এ ফিস্‌ফিসানি হয়তো তারই বিরুদ্ধে।)

## বিনা ওযরে উবুড় হয়ে শয়ন করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০২৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। তখন সে উবুড় হয়ে শুয়ে ছিল। তিনি নিজ পা দ্বারা তাকে স্পর্শ করে বললেন, "এ ঢঙের শয়নকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ পছন্দ করেন না।" *(আহমাদ ২/২৮৭, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪/২৭১, সহীহুল জামে' ২২৭০ নং)*

## হা-হা করে হাই তোলা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০২৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ এবং হাইকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি মেরে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন প্রত্যেক সেই মুসলিমের উচিত - যে সেই হাম্দ শোনে সে যেন তার উদ্দেশ্যে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে। পক্ষান্তরে হাই হল শয়তানেরই তরফ থেকে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন তা যথাসাধ্য দমন করে। যেহেতু তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান হাসে।" অন্য এ বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন 'হা-' বলে, তখন শয়তান হাসে।" *(বুখারী ৬২২৩, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪নং)*

(১০২৭) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন সে যেন নিজ মুখের উপর হাত রেখে নেয়। কেননা শয়তান তাতে প্রবেশ করে থাকে।" *(মুসলিম ২৯৯৫নং)*

❁ হাই আসে অলসতা ও জড়তার কারণে। আর এ সব আসে শয়তানের কাছ থেকে। সুতরাং শয়তানের এই চক্রান্তকে যথাসাধ্য রোধ করা উচিত। তাতে শয়তান রাগান্বিত হয়। আর কেউ যখন আলস্য প্রকাশ করে 'হা-হা' বা 'হো-হো' বলে হাই তোলে, তখন শয়তান নিজের কাজের সফলতা দেখে হাসে। সুতরাং সে সময় শব্দ করে শয়তান হাসানো উচিত নয়।

## শিকারী ও প্রহরী ছাড়া অন্য কুকুর পোষা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০২৮) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি শিকার অথবা (মেষ ও ছাগ-পালের) পাহারার কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর (বাড়িতে) পালে, সে ব্যক্তির সওয়াব হতে প্রত্যহ দুই ক্বীরাত পরিমাণ কম হতে থাকে।" *(মালেক, বুখারী ৫৪৮১, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী, নাসাঈ)*

❁ উক্ত হাদীসে ক্বীরাতের পরিমাণ কত তা আল্লাহই জানেন। মোট কথা হল, শখের বশে কুকুর পুষলে প্রত্যহ কিছু পরিমাণ সওয়াব কম হতে থাকবে।

(১০২৯) হযরত আবূ তালহা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সে গৃহে (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি (বা ছবি) থাকে।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭২৬২নং)*

(১০৩০) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ

বলেন, "তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর চাঁটলে তা (প্রথমবার মাটি দিয়ে মেঁজে) সাতবার ধৌত কর।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৯০নং)*

## একাকী অথবা মাত্র দু'জনে সফর করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০৩১) আম্র বিন শুআইবের পিতামহ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি সফর থেকে ফিরে এলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে কে ছিল?" লোকটি বলল, 'কেউ ছিল না।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একাকী সফরকারী শয়তান, দু'জন মিলে সফরকারীও দু'টি শয়তান। আর তিনজন মিলে সফরকারী হল (শয়তান মুক্ত) সফরকারী।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ২৬০৭নং, তিরমিযী, হাকেম ২/১০২, সহীহুল জামে' ৩৫২৪নং)*

(১০৩২) হযরত ইবনে উমার ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "লোকেরা যদি একাকীত্বের (কষ্ট) জানত - যেমন আমি জানি, তাহলে কোন সফরকারী রাতে একাকী সফর করত না।" *(বুখারী ২৯৯৮নং)*

❁ শয়তান মুমিনকে একা-দোকা পেয়ে কষ্ট দিতে ভারী সুযোগ ও অত্যন্ত মজা পায়। তাই একলা বা দোকলা সফরকারীকে শয়তান বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, জামাআতবদ্ধভাবে সফর করলে বিপদ-আপদে সহায়তা লাভ হয় এবং লাঘব হয় সফরের কষ্ট। তা ছাড়া সফর ও বিদেশবাস যে কত কষ্ট তা তো মুসাফির ও প্রবাসীরাই জানে।

বলাই বাহুল্য যে, মহিলার একা সফর আরো বিপজ্জনক, আরো ভয়ানক। তাইতো শরীয়তে রয়েছে তারও পৃথক নির্দেশ ঃ-

(১০৩৩) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন না করে এবং মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা একাকিনী সফর না করে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী (একাকিনী) হজ্জ করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়ে ফেলেছি। (এখন আমি কি করতে পারি?)' তিনি বললেন, "তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।" *(বুখারী ৩০০৬, মুসলিম ১৩৪১নং)*

(১০৩৪) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়া একাকিনী এক দিন ও রাত সফর করা বৈধ নয়।" *(বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯নং)*

## সফর ইত্যাদিতে কুকুর ও ঘন্টা সঙ্গে করা হতে

## ভীতি-প্রদর্শন

(১০৩৫) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে কাফেলার সঙ্গ দেন না, যে কাফেলার সাথে কুকুর অথবা ঘন্টা থাকে।" *(মুসলিম ২১১৩, আবূ দাঊদ ২৫৫৫নং, তিরমিযী আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

(১০৩৬) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ঘন্টা হল শয়তানের বাঁশি।" *(মুসলিম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমাদ ২/৩৬৬, ৩৭২, বাইহাকী ৫/২৫৩)*

❁ পশুর গলায় যে ঘন্টা বাঁধা হয় তার শব্দ মুসলিমকে আল্লাহর যিক্র ও সুচিন্তা থেকে উদাসীন করে ফেলে; তাই তাকে শয়তানের বাঁশি বলা হয়েছে। সুতরাং অনুমেয় যে, বাদ্যযন্ত্র কি?

এতো গেল পশুর গলায় ঘন্টার কথা। অন্যথা (নুপুর, খুঁটকাঠি, চুড়ি প্রভৃতির) ঘন্টা বা ঘুঙুর মহিলার সাথে থাকলে সেখানে শয়তানের আধিপত্য ও প্রভাব যে কত বেশী হবে তা অনুমেয়।

## রাস্তার আদব

(১০৩৭) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ঈমান হল ষাট অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, সবচেয়ে ছোট শাখা হল, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা।" *(মুসলিম ৩৫, আবূ দাঊদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

(১০৩৮) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে তাতে একটি কাঁটার ডাল পেল, সে সেটিকে সরিয়ে দিল। আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন এবং তাকে পাপমুক্ত করে দিলেন।" *(বুখারী, মুসলিম ১৯১৪নং)*

(১০৩৯) হযরত মুআয বিন জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাঁচ; আর তা হল, ঘাটে, মাঝ-রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ১৪১ নং)*

(১০৪০) হযরত হুযাইফাহ বিন আসীদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাস্তার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তির উপরে তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ১৪৩ নং)*

(১০৪১) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে দূরে থাক।" তা শুনে লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু রাস্তায় না বসলে তো উপায় নেই। যেহেতু আমরা সেখানে কথাবার্তা বলে থাকি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা না বসতে যদি

অস্বীকারই কর, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।" লোকেরা বলল, 'রাস্তার হক কি?' তিনি বললেন, "চক্ষু অবনত রাখা, কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া, (উত্তম কথা বলা, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেওয়া) এবং ভালো কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।" *(বুখারী, মুসলিম ২১৬১নং প্রমুখ)*

## তওবার মাহাত্ম্য

দয়াবান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর; খাঁটি তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। *(সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ۝ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ﴾

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি এ সব (মহাপাপ) করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে (জাহান্নামে) তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে তারা নয় যারা তওবা করবে এবং ঈমান এনে সৎকাজ করবে। আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। *(সূরা ফুরকান ৬৮-৭০ আয়াত)*

(১০৪২) হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, এক মুসাফির তার উঁট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উঁট গায়েব হয়ে গেল। উঁটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পড়ে জেগে উঠে দেখল তার উঁট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উঁট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উঁটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল,

'আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!' মহানবী ﷺ বলেন, (হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) "তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উঁট-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক খুশী হন!" *(বুখারী, মুসলিম ২৭৪৭নং, প্রমুখ)*

(১০৪৩) হযরত আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, 'আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার নিকটেই থাকি। আমি তার সঙ্গে হই যখন সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ তার বান্দার তওবা করার সময় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক খুশী হন যে ব্যক্তি মরুভূমিতে তার হারানো উঁট ও খাদ্যসামগ্রী ফিরে পায়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, আমি তার প্রতি দুই হস্ত-বিস্তৃত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি সাধারণ ভাবে হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দৌড়ে যাই।" *(মুসলিম ২৬৭৫ নং)*

(১০৪৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ؓ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করেছিল। সে লোকদের জিজ্ঞাসা করল, 'পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় আলেম কে?' তাকে এক পাদরীর কথা বলা হলে সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরানব্বইটি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে, অতএব তার কি কোন তওবা আছে? পাদরী বলল, 'না।'

ফতোয়া শুনে লোকটি তাকেও হত্যা করে সংখ্যায় শত পূরণ করল। পুনরায় সে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় আলেমের কথা লোকদের জিজ্ঞাসা করল। জনৈক আলেমের কথা বলা হলে তার নিকট গিয়ে বলল, সে একশ'টি প্রাণ হত্যা করে ফেলেছে। অতএব তার কি কোন তওবা আছে? আলেমটি বলল, 'হ্যাঁ, আছে। তোমার ও তওবার মাঝে কে অন্তরায় হবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে এমন বহু লোক আছে; যারা আল্লাহর উপাসনা করে। সুতরাং তুমিও তাদের সহিত আল্লাহর উপাসনা কর। আর তুমি তোমার নিজের দেশে ফিরে এস না। কারণ, তা পাপের দেশ।'

লোকটি সেই দেশের দিকে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন অর্ধেক পথ অতিক্রম করল, তখন তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। এবারে তার প্রাণ বহন করার ব্যাপারে রহমত ও আযাবের ফিরিশ্তাবর্গের মাঝে মতানৈক্য হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, '(প্রাণ আমরাই বহন করব, কারণ) সে তওবা করে তার হৃদয়সহ আল্লাহ তাআলার প্রতি অভিমুখী হয়ে (এ দিকে) এসেছে।' কিন্তু আযাবের ফিরিশ্তাগণ বললেন, '(প্রাণ আমরা বহন করব, কারণ) সে আদৌ কোন সৎকর্ম করেনি।'

ইতি মধ্যে মানুষের বেশে এক ফিরিশ্তা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সকলেই তাকে সালিস মানলেন। তিনি তাঁদেরকে মীমাংসা দিয়ে বললেন, "দুই দেশের ভূমি মাপা হোক। অতঃপর যে দেশের প্রতি ও অধিকতর নিকটবর্তী হবে সেই দেশ

হিসাবে তার ফায়সালা হবে। তাঁরা দুই দিকেরই ভূমি মাপলেন এবং দেখলেন, যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেদিকেরই সে অধিকতর নিকটবর্তী। ফলে রহমতের ফিরিশ্তা তার প্রাণ গ্রহণ করলেন।"

এক বর্ণনায় আছে, "সৎলোকদের দেশের দিকে সে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী ছিল। তাই তাকে ঐ দেশবাসীর দলভুক্ত করা হল।"

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "আল্লাহ জাল্লা জালালুহ (তার নিজের দেশকে) বললেন, "তুমি দূরে সরে যাও এবং ঐ সৎলোকদের দেশকে বললেন, "তুমি নিকটে হয়ে যাও। আর বললেন, "ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী ভূমি মাপো। সুতরাং তাকে এই সৎলোকদের দেশের দিকে এক বিঘ্যা নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(১০৪৫) আগার্র বিন য়্যাসার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি দিনে এক শ' বার করে তওবা করে থাকি।" *(মুসলিম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫নং)*

۞ কৃতপাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পাপ ও অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার নাম তওবা। তওবা হল- অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা; যে গুপ্ত অথবা প্রকাশ্য জিনিস আল্লাহ ঘৃণা করেন সেই জিনিস হতে, যা তিনি পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন তার প্রতি ফিরে আসার নাম।

এই তওবার রয়েছে কয়েকটি শর্ত; সে শর্ত পূরণ না হলে তওবা কবুল হয় না ঃ-

(১) তওবা হবে আন্তরিকভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অন্য কাউকে খোশ করার জন্য অথবা কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তওবা হলে চলবে না।

(২) সাথে সাথে পাপ বর্জন করতে হবে। পাপে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তওবা গ্রাহ্য নয়।

(৩) বিগত (পাপের) উপর লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে। লজ্জিত না হলে উন্নাসিকতার সাথে তওবা গ্রহনীয় নয়।

(৪) পুনরায় মরণ পর্যন্ত সে পাপের প্রতি না ফেরার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। তা না হলে তওবা বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ কি?

(৫) কোন মানুষের অধিকার হরণ করে পাপ করলে সে অধিকার আদায় করে তবে তওবা করতে হবে। তা না হলে কুঁয়োতে বিড়াল মরা ফেলে রেখে পানি তুলে পানি পাক করার ব্যবস্থা নিলে কি হবে?

(৬) তওবা কবুল হওয়ার নির্ধারিত সময়ে (মরণ নিকটবর্তী হওয়ার আগে এবং পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে) তওবা করতে হবে।

# পাপের পরেই পুণ্য করার গুরুত্ব

(১০৪৬) হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর। পাপ করে ফেললে তার সাথে সাথে পুণ্য কর। আর মানুষের সঙ্গে সুন্দর চরিত্রের সাথে ব্যবহার কর।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ, সহীহুল জামে’ ৯৭ নং)*

(১০৪৭) হযরত উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরো একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে’ ২১৯২ নং)*

# শয়তান থেকে সাবধান

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴿٦٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না? কারণ সে তোমাদের শত্রু। *(সূরা ইয়াসীন ৬০ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। *(সূরা ফাত্বির ৬ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ

إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴿٢٠٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৮ আয়াত)*

﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ يَنزَغُ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلۡإِنسَٰنِ عَدُوّٗا

مُّبِينٗا ﴿٥٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমার বান্দাগণকে বল, তারা যেন সেই কথাই বলে, যা উত্তম। শয়তান

ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা ইসরা ৫৩ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না। অবশ্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা নূর ২১ আয়াত)*

(১০৪৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জিন নিযুক্ত নেই।" লোকেরা বলল, 'আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দিতে পারে না।" *(মুসলিম ২৪১৮নং)*

(১০৪৯) হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সমুদ্রের উপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ!" *(মুসলিম ২৮১৩নং)*

(১০৫০) হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আরব-দ্বীপে নামাযীরা তার ইবাদত করবে। তবে তাদের আপোসের মাঝে (হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, গৃহদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে) ফিতনা বাধাতে কৃতার্থ হবে।" *(মুসলিম ২৮১২নং)*

বিষয়-বিতৃষ্ণা সংক্রান্ত অধ্যায়

## দুর্বল ও দরিদ্র মানুষ তথা দারিদ্রের ফযীলত

(১০৫১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মুহাজিরদের দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা ধনশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম ২৯৭৯ নং)*

(১০৫২) হযরত উসামাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন , "আমি জান্নাতের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। আর ধনবান ব্যক্তিরা (তাদের ধনের হিসাব দেওয়ার জন্য) তখনও আটকে আছে। কিন্তু তখন জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ জারী হয়ে গেছে। আর আমি দোযখের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ হল মহিলা।" *(বুখারী ৬৫৪৯ নং মুসলিম ২৭৩৬ নং)*

(১০৫৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “একদা বেহেশ্ত্ ও দোযখের মাঝে কলহ হল; দোযখ বলল, ‘আমার মাঝে আছে দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিবর্গ।’ বেহেশ্ত্ বলল, ‘আমার মাঝে আছে দুর্বল দরিদ্রশ্রেণীর মুসলিম ব্যক্তিবর্গ।’ আল্লাহ তাদের উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে বললেন, ‘তুমি জান্নাত, আমার রহমত (কৃপা); তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে কৃপা করব। আর তুমি দোযখ, আমার আযাব (শাস্তি); তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্বে।” *(মুসলিম ২৮৪৬ নং)*

(১০৫৪) হযরত মুসআব বিন সা’দ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের দুর্বলশ্রেণীর লোকেদের কারণেই বিজয় ও রুজী লাভ করে থাক।” *(বুখারী ২৮৯ নং)*

# দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগের মাহাত্ম্য

(১০৫৫) হযরত মা’কাল বিন ইয়াসার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযীতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেওনা। নচেৎ তোমার হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।” *(হাকেম ৪/৩২৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫৯নং)*

(১০৫৬) হযরত যায়দ বিন ষাবেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।” *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)*

# ধন ও যশ-লোভ হতে ভীতি-প্রদর্শন

(১০৫৭) হযরত কা’ব বিন মালেক ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে কোন ছাগপালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলের যতটা বিনাশ সাধন করে, তার চাইতেও ধনলোভ ও দ্বীনদারীর খ্যাতিলোভ মানুষের অধিক

বিনাশ সাধন করে।” *(তিরমিযী ২৩৭৬, ইবনে হিব্বান ৩২১৮, সহীহুল জামে' ৫৬২০নং)*

(১০৫৮) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়; তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।” *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯নং)*

# বিষয়াসক্তি ও দুনিয়াদারী হতে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক গর্ববোধ ও ধনে-জনে প্রাচুর্য লাভে প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা হল বৃষ্টি, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়ে যায়। (কিন্তু যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে দুনিয়াদারীতে মশগুল থাকে তার জন্য) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর (আখেরাতকামী মুমিনদের জন্য) রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ বৈ কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾

অর্থাৎ, হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। *(সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)*

﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে ওর জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি; যেখানে সে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় প্রবেশ করবে। আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। *(সূরা ইসরা' ১৮-১৯ আয়াত)*

(১০৫৯) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

(১০৬০) হযরত ফুযালাহ বিন উবাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার তকদীর তার হক্কে সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার তকদীরকে তার হক্কে সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশী বেশী প্রদান কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩১১ নং)*

(১০৬১) হযরত সাহল বিন সা'দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর দৃষ্টিতে একটি মশা পরিমাণও যদি দুনিয়ার মূল্য মান থাকত তাহলে কোন কাফের দুনিয়ার এক ঢোক পানিও পান করতে পেত না।" *(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৭৭ নং)*

(১০৬২) হযরত জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি কানকাটা মৃত ছাগল-ছানার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "তোমাদের কে এটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনতে চায়?" লোকেরা বলল, 'আমরা তা সামান্য কিছুর বিনিময়েও চাই না।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্টতর।" *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৭ নং)*

(১০৬৩) হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া মুসলিমদের জন্য কারাগার স্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত্ স্বরূপ।" *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৮ নং)*

(১০৬৪) হযরত আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৭ নং)*

(১০৬৫) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার সকল বস্তু। তবে আল্লাহর যিক্র ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়, এবং আলেম (দ্বীন শিক্ষক) ও তালেবে ইলম (দ্বীন শিক্ষার্থী অভিশপ্ত) নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

(১০৬৬) হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ধ্বংস হোক

দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে না পারুক।

ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।” *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

## আল্লাহর নিকট (মুক্তির) আশা ও তাঁর প্রতি সুধারণা রাখার গুরুত্ব

(১০৬৭) হযরত আনাস বিন মালেক ﷛ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি যতকাল আমাকে আহ্বান করবে এবং আমার প্রতি আশা রাখবে, আমি ততকাল তোমাকে ক্ষমা করে দেব; তাতে তোমার মধ্যে যত ও যে পাপই থাক্ না কেন। আর এতে আমি কোন প্রকার পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপরাশি (স্তূপীকৃত হয়ে) আকাশের মেঘও ছুঁয়ে থাকে, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আর এতে আমার কোন পরোয়া নেই। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমান পাপ করেও আমার সহিত কাউকে শির্ক না করে আমাকে সাক্ষাৎ কর, তবে আমিও পৃথিবী সমান ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।” *(সহীহ তিরমিযী ২৮০৫ নং)*

(১০৬৮) হযরত আবু হুরাইরা ﷛ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলেন, “আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ সে আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে, আমি তাকে তেমন ক্ষমা অথবা শাস্তি প্রদান করে থাকি।) আর আমি তার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে।” *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ২৬৭৫ নং)*

## আল্লাহ-ভীতির মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক পরহেযগার। *(সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)*

﴿ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৪ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি মঙ্গলময়। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴾

অর্থাৎ, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার উপায় বের করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে ব্যক্তির জন্য তিনিই যথেষ্ট হন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন। *(সূরা ত্বালাক ২-৩)*

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ۝ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴾

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। এ হল আল্লাহর বিধান, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করবেন। *(ঐ ৪-৫আয়াত)*

(১০৬৯) হযরত সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷛ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ গুপ্ত মুত্তাকী ধনী বান্দাকে ভালোবাসেন।" *(মুসলিম ২৯৬৫নং)*

(১০৭০) হযরত আবু হুরাইরা ﷛ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি ছিল, যে নিজের প্রতি বড় অন্যায় (পাপ) করত। অতঃপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল, তখন সে তার ছেলেদেরকে বলল, 'আমি মারা গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর আমার বাকি দেহাংশ পিষে বাতাসে ছড়িয়ে দিও। কেননা, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে উপস্থিত করতে সমর্থ হন, তাহলে আমাকে এমন আযাব দেবেন যেমন আযাব তিনি আর কাউকেই দেবেন না!'

সুতরাং সে মারা গেলে তাই করা হল। আল্লাহ পৃথিবীকে আদেশ করে বললেন, 'তোমার মাঝে (ওর যে দেহাণু আছে) তা জমা কর।' পৃথিবী তাই করল। ফলে লোকটি (আল্লাহর সামনে) খাড়া হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, 'তুমি যা করেছ তা

করতে তোমাকে কে উদ্বুদ্ধ করল?' লোকটি বলল, 'তোমার ভয়, হে আমার প্রতিপালক!' ফলে তাকে মাফ করে দেওয়া হল।" *(বুখারী ৩৪৮১, মুসলিম ২৫৬৫নং)*

# আল্লাহর উপর ভরসা রাখার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে আল্লাহরই উপর ভরসা কর। *(সূরা মাইদাহ ২৩)*

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ﴾

অর্থাৎ, মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাক, তাহলে তোমরা তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। *(সূরা ইউনুস ৮৪ আয়াত)*

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴾

অর্থাৎ, আর মুমিনদের উচিত, আল্লাহর প্রতিই নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মুমিনের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণকালে কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। *(সূরা আনফাল ২ আয়াত)*

(১০৭১) হযরত উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে ৫২৫৪নং)*

(১০৭২) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। অতঃপর দৃষ্টি

ফেলতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে।”

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল। কেউ কেউ বলল, ‘ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।’ কিছু লোক বলল, ‘বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।’ আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে খবর দিলেন এবং বললেন, “ওরা হল তারা; যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, দেহ দাগায় না, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মানে না এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।” *(বুখারী ৫২৭০, মুসলিম ২২০নং)*

## আল্লাহর ভয়ে কাঁদার ফযীলত

(১০৭৩) হযরত আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকবে না; তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার চক্ষুতে পানি বয়ে যায়।” *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

(১০৭৪) হযরত ইবনে আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “দুটি চক্ষুকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না; প্রথম হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর দ্বিতীয় হল সেই চক্ষু যা আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রিযাপন করে।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৪১১২ নং)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত